২০০১

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ২৩তম সংখ্যা

১৫ জুন, ২০০১ ইসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)

আমরা রবিউল আউয়াল মাসের মধ্য দিয়ে চলছি। এ মাস বড়ই বরকতের মাস। এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন ও ইন্তেকাল করে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে চলে যান। তিনি (সঃ) ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন-সমগ্র বিশ্বের জন্যে কল্যাণস্বরূপ। আমরা তাঁর (সঃ) অনুসারী ও অনুগামী। আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে- নিজস্ব ভুবনে কল্যাণরূপে নিজেদেরকেও তৈরী করতে না পারি তাহলে আমরা যে তাঁর (সঃ) উম্মত তা কেবল কথার কথাই থেকে যাবে। আমরা কীভাবে অন্যের জন্যে রহমত ও কৃপা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারি তা ভেবে দেখা দরকার। বর্তমান অবক্ষয় জর্জরিত বিশ্বে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে পার্থিবতার নেশায় মত্ত। এ নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধার করে আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যাবার জন্যে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর এক গোলাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হিসেবে আবির্ভূত হন ১৪শ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে। তিনি দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের কাজকে যথার্থ রূপে পুনঃ প্রবর্তন করেন। আমরা যদি এ কাজে সঠিকভাবে তাঁর (আঃ) সহযোগিতা করি অর্থাৎ আমরা যদি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকি, কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাই তাহলে আমরাও নিজ নিজ স্থানে রহমত তথা কৃপার কারণ হতে পারি।

আহমদী জামাতের প্রত্যেককে দাঈ ইলাল্লাহ্ হতে হবে। নবী করীম (সঃ) আজীবন মানুষকে কল্যাণময় পবিত্র কাজের দিকে আহ্বান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেছেন। আমরা যদি সেই কাজে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হই তবেই আমরা নিজ নিজ পরিমন্ডলে রহমত ও কল্যাণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারবো। তবেই আমাদের রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর অনুসারী হওয়া সার্থক হবে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

২৩তম জাতীয় মজলিসে শূরা সুসম্পন্ন

বিগত ৮-৯ জুন, ২০০১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ২৩তম জাতীয় মজলিসে শূরা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে আগামী ৩ বছরের জন্য ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর মজলিসে আমেলার নির্বাচন সহ ২০০১-২০০২ সনের বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হয়। আল্লাহ্তাআলা নির্বাচন ও কর্ম পরিকল্পনাকে সব দিক থেকে বরকতমন্ডিত করুন, আমীন।

-আহমদী বার্তা

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ২৩তম সংখ্যা

১ আষাঢ় ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ২২ রবিউল আউয়াল ১৪২২ হিঃ কাঃ
১৫ ইহসান ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ জুন ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ঃ পত্রিকায় ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন

মানুষ মাত্রই জন্মসূত্রে স্বাধীন। স্বাধীনভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সৌভাগ্য নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। মহান আল্লাহ্তাআলা তাকে স্বেচ্ছায় অনুগ্রহস্বরূপ এ সৌভাগ্য দান করেছেন। এমন কি আল্লাহ্তাআলা তাঁর নিজ সত্তাকে গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার স্বাধীনতা দিয়ে মানুষকে সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেবার সুযোগও দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা বলেছেন- **ওয়া কুলিল হাক্কু মির রব্বিকুম ফামান শায়া ফাল ইউ'মিন ওয়া মান শায়া ফাল ইয়াকফুর** ... অর্থাৎ "এবং তুমি বলো, 'এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক' ..." (সূরাতুল কাহ্ফ ঃ ৩০ আয়াতাংশ) এতদ্সত্ত্বেও যুগে যুগে অতিভক্তের (!) দল স্বকল্পিত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণাকে মানাবার জন্যে চোখ রাঙ্গায় ও দাঁত খিচিয়ে এমনভাব প্রকাশ করে যেন লাঠির জোরে তারা তাদের মত অন্য পক্ষকে মানিয়েই তবে ছাড়বে। অথচ এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর পবিত্রতম শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ সাম্প্রতিক কালে দু'টি দৈনিক পত্রিকায় 'মহানবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা' শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে। কারও যদি এ বিজ্ঞাপনের সাথে মতভেদ থাকে বা যদি কেউ এ বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত দলিল-প্রমাণ ও তথ্যাদিকে নির্ভুল মনে না করেন তবে তার উচিত এগুলো খন্ডন করে পত্রিকায় যথারীতি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা। এতে সাধারণ মানুষসহ সংশ্লিষ্ট সকলে বিচার-বিশ্লেষণ করে এর সত্যাসত্য যাচাই করতে পারবেন। আহমদী জামাত যদি ভুলে নিপতিত থাকে তাহলে তারাও শোধরাতে চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা না করে ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী সংগঠন তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী চোখ রাঙ্গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বিষোদাগারণ করেছেন। এতদ্দ্বারা কারও কোন লাভ হবে কিনা জানিনা, তবে ইসলাম বিরোধীরা যে ইসলামের চন্দ্রবদনে কালিমার সন্ধান পাবে তা বলাই বাহুল্য।

তথাকথিত আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওত বাংলাদেশের সভাপতি খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব হুংকার ছেড়ে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'কাদিয়ানীদের বর্তমান চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের আহমদ বাংলাদেশ সফর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, রাসূলের (সঃ) কোন দুশমনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না'।

আমরা বিনীতভাবে তাঁর নিকট প্রশ্ন রাখছি ঃ বাংলাদেশটা নিশ্চয় তাঁর একার নয়। বিভিন্ন ধর্মের লোকদের শোণিত ক্ষরণে এ দেশটি স্বাধীনতা লাভ করেছে। এতে আহমদীদেরও অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশে আসতে দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক। বিশ্বের ১৭০টি দেশের প্রায় ১০ কোটি মুসলমানের এক অবিসংবাদিত ইমাম ও নেতা হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)। তাঁর সম্বন্ধে খতীব সাহেব কতটুকুই অবহিত। তিনি বিশ্বের বহু দেশে গেছেন। সেসব দেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন। অথচ এমন একজন লোককে তিনি 'রাসূলের (সাঃ) দুশমন' আখ্যায়িত করেছেন। কারও সম্বন্ধে না জেনে এ রকম বলা কি ইসলামী শিক্ষা ও রীতি বিরুদ্ধ নয়। তিনি কীভাবে রসূল করীম (সঃ)-এর দুশমন হলেন তার যথাযোগ্য প্রমাণ দেবার জন্যে আমরা খতীব সাহেবকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা এ দোয়া পাঠ করে আল্লাহ্র পানাহ্ চাচ্ছি- **লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন** – মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তার মধ্যে তাকওয়া বা খোদা-ভীতির লেশ মাত্র যদি থেকে থাকে তাহলে তিনিও এ দোয়া পাঠ করে প্রকাশ্যে 'আমীন' বলবেন কি?

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আহযাব-৩৩	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র	ঃ অনুবাদ- মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কাব্যিক ভাষায়	ঃ অনুবাদ -জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ পবিত্র কুরআনের আলোকে সিফতে 'রহীম' হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১০
❑ আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা সংকলন - মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্, ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১১-১৪
❑ মুলাকাৎ	ঃ সংকলন ও অনুবাদ- আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৫-১৬
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭-১৯
❑ আমার জীবন ঃ মূল - শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন	ঃ অনুবাদ - মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন	২০-২১
❑ ছোটদের পাতা ঃ নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও (১৪-১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্যে)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২-২৩
❑ হযরত মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী	ঃ সংকলন	২৩-২৪
❑ নতুনদের পাতা ঃ		
ইসলাম ধর্মের বিজয়	ঃ মৌঃ শামসুল ইসলাম	২৫-২৬
রাবওয়ার প্রতিচ্ছবি বাংলার বুকে	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়)	২৬-২৭
সকল উপাসনালয়ের প্রতি সালাম	ঃ জনাব এফ, এম ইনশান আলী	২৭-২৮
❑ সংবাদ		২৯-৩১

প্রচ্ছদ ঃ তারুয়া জামাতের মসজিদে বাশারতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা হাফেয মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব বক্তব্য রাখছেন

কালামুল ইমাম

আনুগত্য

❑ "আনুগত্য একটি বড় কঠিন বিষয়। সাহাবা কেরামের (রাঃ)- আনুগত্য ছিল প্রকৃত আনুগত্য। যখন একবার ধন-সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল তখন হযরত উমর (রাঃ) তাঁহার সম্পদের অর্ধেক অংশ নিয়া আসেন। আবূ বকর (রাঃ) তাঁহার গৃহের মাল-পত্র বিক্রয় করিয়া যত টাকা পাইলেন তাহা নিয়া আসেন। যখন খোদার পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছ তখন তিনি উত্তর দিলেন, অর্ধেক অংশ। অতঃপর তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের ধন-সম্পদে যতখানি পার্থক্য আছে ততখানি তোমাদের আমলে (নেক কাজে) পার্থক্য আছে।

আনুগত্য কি সহজ ব্যাপার? যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করে না সে এই সেলসেলার বদনাম করে" *(মলফুযাত, খন্ড ৪, পৃঃ ৩৪)*।

"আনুগত্য কোন ছোট খাট বিষয় নয় এবং সহজ ব্যাপার নয়। ইহাও একটি মৃত্যু। যেভাবে একজন জীবিত মানুষের চামড়া উঠাইয়া ফেলা হয়, আনুগত্য তদ্রূপই" (প্রাগুক্ত টীকা)।

ক্ষমা ও মার্জনা এবং পারস্পরিক ভালবাসা

❑ "যে ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে চাহে না এবং বিদ্বেষপরায়ণ, সে আমার জামাতভুক্ত নহে" *(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৯ নূতন এডিশন)*।

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে শীঘ্র আপোষ কর এবং নিজেদের ভ্রাতাগণের পাপ ক্ষমা কর। কেননা, ঐ ব্যক্তি দুষ্ট, যে তাহার ভাই-এর সহিত আপোষ করিতে সম্মত নহে। সে কর্তিত হইয়া যাইবে। কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব সকল দিক হইতে ছাড়িয়া দাও এবং পারস্পরিক অসন্তুষ্টি পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হও" *(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২৫, ২৬)*।

"কতই না হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি, যে এই সকল কথা মানে না যাহা খোদার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমি বর্ণনা করিয়াছি। যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে খোদা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হউন তবে তোমরা পরস্পর এইরূপ এক হইয়া যাও যেন তোমরা এক মায়ের পেটের দুই ভাই। তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে নিজ ভাই-এর পাপ অধিক ক্ষমা করে এবং ঐ ব্যক্তি মন্দ প্রকৃতির, যে জিদ করে এবং ক্ষমা করে না। অতএব আমার মধ্যে তাহার অংশ নাই। খোদার অভিসম্পাত হইতে ভীত থাক। তিনি পবিত্র ও আত্মাভিমানী" *(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ২৬)*।

"কতইনা ভাগ্যবান ঐ সকল লোক, যাহারা নিজেদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং নিজেদের হৃদয়কে সকল প্রকার পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র করিয়া নেয় এবং নিজেদেরকে খোদার সহিত বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে। কেননা, তাহাদিগকে কখনো বিনষ্ট করা হইবে না। ইহা সম্ভব নহে যে, খোদা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন। কেননা, তাহারা খোদার কোলে আছে এবং খোদা তাহাদের সহায়" *(কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৪০)*

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আহ্‌যাব - ৩৩

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤١﴾

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহ্‌র রসূল ও নবীদের মোহর,[২৩৫৯] এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৩৫৯। 'খাতাম' শব্দটি 'খাতামা' থেকে উৎপন্ন। 'খাতাম' অর্থ হলো ঃ সে মোহর মারলো, সে মোহরাঙ্কিত করলো, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারলো। এগুলো হলো 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ। এর গৌণ অর্থ হয় ঃ সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌছলো, বস্তুটি ঢেকে দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখার ওপরে কাদা বা আঁঠা লেপে দিল বা মোহর মেরে রাখলো। 'খাতাম' মানে মোহর মারার আংটি; মোহর; অফিস-সীল বা স্ট্যাম্প; চিহ্ন দেবার যন্ত্র; শেষ প্রান্ত; কোন বস্তুর অন্তিম ফল। 'খাতাম' শব্দ দ্বারা অলঙ্কার; সাজ-সজ্জা; সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায়। খাতাম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরাদাত, ফাতহ্‌ এবং যুরকানী)। অতএব 'খাতামান নাবীঈন' -এর অর্থ হবে ঃ নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার। গৌণ অর্থে, নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়তের ও শরীয়তের কামালিয়ত ও পূর্ণতার দিক দিয়ে, সার্বিক উন্নতির দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী। তবে আরবী ব্যাকরণে 'খাতাম' শব্দটি যা ইসমে আলা'র (যন্ত্রবোধক বিশেষ) পদে ব্যবহৃত, যখন বহুবচনের দিকে 'মুযাআফ' হয়, তখন তা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (সঃ) 'খাতামুল আওলিয়া' (তফসীর সাফী, আয়াত 'খাতামান নাবীঈন' প্রসঙ্গে) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে 'খাতামুল মুহাজিরীন' বলেছেন (কানযুল উম্মাল, ৬ পৃঃ)। মক্কায় থাকাবস্থায় যখন মহানবী (সঃ)-এর সকল পুত্রই শৈশবে মারা গেলেন তখন শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' (অপুত্রক বা আটকুড়া) বলে বিদ্রূপ করতো এবং মনে করতো তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ না থাকার কারণে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম শীঘ্রই হোক আর দেরীতে হোক, নিঃশেষ হয়ে যাবে (মুহীত)। শত্রুদের এই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে 'সূরা কাওসারে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) অপুত্রক নন বরং তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক হয়ে যাবে। সূরা কাওসার অবতীর্ণ হবার পর প্রাথমিক মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মায় যে, মহানবী (সঃ)-এর এমন পুত্র সন্তান জন্ম নেবেন যারা দীর্ঘজীবী হবেন। আলোচ্য আয়াত এই ধারণাকে নাকচ করে ঘোষণা করলো যে, মহানবী (সঃ)-এর কখনও যুবক-পুত্রের (রিজাল' অর্থ বয়স্ক পুরুষ) পিতা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। বাইরে যদিও মনে হয় যে, এই আয়াত ও সূরা কাওসারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত কথা রয়েছে, তথাপি এই আয়াতটি আসলে ঐ অনুমিত বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্ট সংশয়কে দূরীভূত করেছে। এতে বলা হয়েছে, মহানবী (সঃ) হলেন 'রসূলুল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র রসূল), যাতে এটাই বুঝায় যে, তিনি সারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। শুধু তাই নন, খাতামুন্নবীঈনও বটে। অর্থাৎ তিনি সকল নবীরও আধ্যাত্মিক পিতা। অতএব, তিনি যখন সকল মু'মিন ও সকল নবীর আধ্যাত্মিক পিতা, তখন তাঁকে কীভাবে 'আবতার' বলা যায়? 'খাতামুন্নাবীঈন' এর অর্থ যদি শেষ নবী বলা হয়, যার পরে আর কখনও কোন নবী আসবেন না, তাহলে প্রসঙ্গের সাথে এর কোন সঙ্গতি থাকে না এবং খাপছাড়া হয়ে পড়ে। কেননা, অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ এটাই ছিল যে, মহানবী (সঃ) একজন 'আবতার' বা অপুত্রক লোক। খাতামুন্নবীঈনের অর্থ উপরোক্তভাবে করলে, তা এই বিদ্রূপের খন্ডন না হয়ে, বরং এই বিদ্রূপের শক্তিশালী সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'খাতামের' উপরোল্লিখিত অর্থগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে, 'খাতামান্নাবীঈন-এর চারটি সম্ভাব্য অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়, যথা ঃ (১) হযরত নবী করীম (সঃ) নবীগণের মোহর অর্থ মহানবী (সঃ)-এর সত্যায়নের মোহর ব্যতীত কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রত্যেক অতীত নবীর নবুওয়ত মহানবী (সঃ)-এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সঃ)-এর পরে, তাঁর সত্যিকার অনুসারী ছাড়া কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারবে না, (২) মহানবী (সঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব ও অলঙ্কারস্বরূপ (যুরকানী, শরাহ্‌ মাওয়হিব আল্‌-লাদুন্নিয়া), (৩) মহানবী (সঃ) ছিলেন শরীয়ত-বাহী নবীগণের শেষ। এই অর্থ করেছেন, মুসলিম উম্মতের প্রখ্যাত বুযূর্গান, ওলামা এবং পন্ডিতগণ, যথা ইবনে আরাবী, শাহ্‌ ওয়ালি উল্লাহ্‌, ইমাম আলী ক্বারী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী এবং আরও অনেক। এই ইসলাম-বিশারদ, মহাজ্ঞানী বুযূর্গানেদীন ও ওলী আল্লাহ্‌গণের মতে, মহানবী (সঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসবেন না, যিনি তাঁর মিল্লাত বা শরীয়তকে উঠিয়ে দেবেন অথবা তাঁর উম্মতের বাইরে থেকে হবেন (ফতুহাত, তাফহিমাত, মকতুবাত এবং ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির)। মহানবী (সঃ)-এর প্রতিভাময়ী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা তাঁকে (সঃ) 'খাতামান্‌ নাবীঈন' বল, কিন্তু এ বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই" (মনসুর) এবং (৪) মহানবী (সঃ) এই অর্থেই শেষ নবী ছিলেন যে, নবুওয়তের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁর মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে আর একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আরবীতে সাধারণ ব্যবহারেও, 'খাতাম' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষ সীমা বুঝায়। এতদ্ব্যতীত, কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, মহানবী (সঃ)-এর পরেও উম্মতী নবী আসবেন (৪ঃ৭০; ৭ঃ৩৬)। মহানবী (সঃ) নিজের মনেও পরবর্তীকালে উম্মতী নবীর আগমন হবে বলে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তিনি বলেছিলেন, ইব্‌রাহীম [মহানবী (সঃ)-এর পুত্র] যদি জীবিত থাকতো, তবে নিশ্চয় নবী হতো (ইবনে মাজাহ্‌, কিতাবুল জানায়েয)। তিনি আরও বলেছিলেন, এই উম্মতে আবূ বকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যদি কোন নবী হন তিনি ব্যতিরেকে" (কানযুল উম্মাল)।

হাদীস শরীফ

মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র

❑ হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদিগের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না আর তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন" (মুসনাদ, দারেমী)।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও কাউকেও প্রহার করেন নি- না কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে, যদিও তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করা হ'ত তখন তিনি আল্লাহ্‌তাআলার জন্যে উহার প্রতিশোধ নিতেন (মুসলিম)।

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রসূল করীম (সঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে উটদিগকে খাবার খাওয়াতেন; ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন, জুতো ঠিক করতেন, কাপড় রিফু করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙ্গানোর সময় গোলামরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। বাজার হতে জিনিষপত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াকে তিনি হেয় মনে করতেন না। ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে একইভাবে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন। সর্বপ্রথম সালাম করতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না যদিও বা সেই নিমন্ত্রণ শুধু মাত্র খেজুরের হ'ত। তিনি দুঃখীদের পরিত্রাণ দান করতেন। তিনি কোমল চরিত্রের (হৃদয়ের) অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহার উত্তম ছিল। আর তিনি প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি হাসতেন; কিন্তু উচ্চঃস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না। তিনি বিনয়ী ছিলেন; কিন্তু নীচমনা ছিলেন না, দানশীল ছিলেন, কিন্তু অপচয়ী ছিলেন না। তিনি কখনও পেট পুরে খেতেন না পাছে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হস্ত প্রসারিত করেন নি" (মিশকাত)।

❑ হযরত আবূ মূসা আল্‌ আশ্‌আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে একটি মোটা সুতার চাদর ও কয়েকটি বস্ত্র দেখিয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এ বস্ত্রগুলো পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন" (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংগ্রহ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঃ

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কাব্যিক ভাষায়

❑ হে আল্লাহ্‌র কল্যাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ!
লোকেরা তোমার দিকে ওষ্ঠাগত-প্রাণ পিপাসার্তের ন্যায় ছুটে আসছে।
হে সৌন্দর্য ও মায়া মমতার দেশের সূর্য।
তুমি মানুষের আবাসী ও অনাবাসী সকল অঞ্চলের চেহারা আলোকিত করেছ।
হে সেই অস্তিত্ব! যে আপন আলো ও আলোর কিরণে সূর্য ও চন্দ্রস্বরূপ;
সে তার আপন আলোকে আলোকিত করেছে দিন ও রাত্রিকে।
নিশ্চয় আমি তোমার ঝলমলে আলোকোজ্জ্বল চেহারায়
এমন এক মহিমা দেখতে পাচ্ছি যা মানবীয় গুণাবলীকে অতিক্রম করে গেছে।
তোমার সমীপে লোকেরা ছুটে এসেছে উলঙ্গের ন্যায়
তুমি তাদেরকে ঈমানের চাদরে আবৃত করেছ।
তিনি শত শত বর্ষের মৃতদেরকে মুহূর্তে জীবন্ত করেছেন
কে আছে এমন যে, এই মহিমায় তাঁর মত হতে পারে?
লোকেরা সাঁঝের শরাবের তৃপ্তি ও আনন্দ বর্জন করেছে
পরিবর্তে, রাতের প্রার্থনার তৃপ্তি-আনন্দে বিভোর হয়েছে।
তিনি আপনার পূর্ণতায়, সৌন্দর্যে, গৌরবে এবং হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও প্রসারণে
সারা সৃষ্টির উর্ধ্বে উপনীত।
হযরত ঈসা (আঃ) তো চুপচাপ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু
আমাদের নবী (সঃ) জিন্দা আছেন,
খোদার কসম! তিনি তাঁর সাক্ষাৎ দানে আমাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

- (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃঃ ৫৯৪-৬)

❑ সেই তো আমাদের নেতা যাঁর থেকে আসে সব আলো,
নাম তাঁর মুহাম্মদ (সঃ), প্রিয়তম আমার সে-ই।
পর্দা যা ছিল অপসারিত করে ভিতরের পথ দেখিয়েছে,
দিল্ প্রিয়ের সাথে মিলিয়েছে, দয়িত তো সে-ই।
সেই তো আজ ধর্মের সম্রাট রসূলগণের মাথার মুকুট
সে পবিত্র এবং সে বিশ্বস্ত, তার প্রশংসা তো এ-ই।
সেই আলোর তরে আমি উৎসর্গিত, আমি তো হয়েছি তাঁরই
সে-ই তো বিদ্যমান, আমি কী বস্তু! ব্যস্, ফয়সালা এই-ই।

- (কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম, পৃঃ ৪৮)

❑ খোদার পরে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর
যদি এটাই কুফরী হয়, তাহলে খোদার কসম, আমি শক্ত কাফের।

– ফারসী থেকে ঃ এজালা আওহাম, খৃঃ পৃঃ ১৫৬)

আমি খোদাতাআলার ভয়ে তাঁকে (সঃ) খোদা তো বলি না, কিন্তু
খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্যে দীদারে ইলাহীর দর্পণ।

- (কিতাবুল বারিয়া, পৃঃ ১২৯)

❑ জিন্দেগী তো আহমদ (সঃ)-এর পেয়ালার দান;
কত না প্রিয় এই নাম আহমদ (সঃ)।
লাখো আম্বিয়া আছেন, কিন্তু, খোদার কসম,
সবার চেয়ে উন্নত জানি আহ্‌মদ (সঃ)-এর মাকাম।
আহমদের (সঃ) বাগানের ফল আমি খেয়েছি,
আমার 'বুস্তান' সেতো আহমদেরই (সঃ) কালাম,
ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ)-এর যিক্‌র ছেড়ে দাও,
তার চাইতে উত্তম জেনো গোলামে আহ্‌মদ।
❑ তোমাকে দেখিয়া দেখেছি ঐশী অসীম আলোর বিচ্ছুরণ,
তব আলো দিয়ে শয়তান সব জ্বালাইয়া ছাই করেছি আমি।
আমরা হয়েছি খায়রে-উমাম তোমারই তরে হে খায়রে-রসূল
তুমি বাড়িয়াছ তাইতে কদম অগ্রে বাড়ায়ে দিয়েছি আমি।
মানব-তদয় তুচ্ছ স্বয়ং ফিরিশ্‌তারাও সকলে আজি,
গাহিছে তাহাই তোমার লাগিয়া প্রশংসা যাহা গেয়েছি আমি।
জাতির জুলুমে কাতর হইয়া
প্রিয় মোর এবে তোমারই তরে।
তোমারই প্রেমের গলি-পথে আজ
হাশরের শোর তুলেছি আমি॥

- (দূর্রে সমীন)।

❑ আমি অন্য কোন উস্তাদের নাম জানি না, কেননা
আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাদ্রাসায় পড়েছি।
অন্য আর কোনও মাহ্‌বুব-এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা
আমি তো মুহাম্মদ-এর অপরূপ রূপের আঘাতে নিহত হয়েছি।
আমার তো কেবল তাঁর (সঃ)-ই আঁখির কৃপার প্রয়োজন,
আমার তো অভিলাষ শুধু মুহাম্মদ-এর ফুলবাগানে ভ্রমণ করার।
আমার হৃৎপিণ্ডকে তুমি আমার ভেতরে তালাশ করো না,
আমি তো ওটাকে মুহাম্মদ-এর আঁচলে বেঁধে দিয়েছি।

❑ আমার দেহ প্রেমের ঘোরে তাঁর (সঃ) কাছে উড়ে যেতে চায়
আহা! আমার যদি পাখনা থাকতো- পাখির মত উড়াল দেওয়ার!
হে দিল্ আমার ! তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর যিক্‌র করো,
যিনি হেদায়াতের ঝরণা-ধারা, এবং দুষমনের ধ্বংসসাধনকারী।
যিনি সাধু, যিনি দয়াশীল, উপকারী ও কৃপাকারী,
যিনি পুরস্কারদাতা ও দানশীলতার সমুদ্র।
তিনি মুস্তাফা, তিনি মুজতবা, তিনিই মুক্তেদা,
তাঁর কাছেই সন্ধান করা হয় কৃপা ও পুরস্কার।

(দুর্রে সমীন)
(রসূলে আজম পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

পবিত্র কুরআনের আলোকে রহীম সিফতের বিস্তারিত বিবরণ

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৭ এপ্রিল, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াত পাঠ-পূর্বক হুযূর (আইঃ) খুতবা আরম্ভ করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থাৎ ঃ "আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর ওপরে তত্ত্বাবধায়ক হও ও এ রসূল তোমাদের ওপরে তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিবলাকে যার ওপর তুমি (ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে আমরা কেবল এজন্যে নির্ধারিত করেছিলাম যেন এ রসূলের যে অনুসরণ করে তাকে ঐসব লোক থেকে (স্বতন্ত্ররূপে) জেনে নিই যারা নিজেদের গোড়ালিতে (পশ্চাতে) ফিরে যায়। আর যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়েছেন তারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্যে ইহা অবশ্যই কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দেবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমন্ডলীর প্রতি অতি মমতাশীল, বার বার কৃপাকারী"।

আল্লাহ্তাআলার পবিত্র সিফতসমূহের বিবরণ যদ্দুর সম্ভব দিতে চেষ্টা করছি। আজকে সূরা বাকারার আয়াত পড়ে রহীম সিফতের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের কথা উল্লেখ করব। এভাবে আল্লাহ্র সিফত সম্পর্কে বেশী জ্ঞান লাভ করা যাবে।

'উম্মাতান ওসাতান'-অর্থ উত্তম জাতি, মধ্যপন্থী জাতি, এমন জাতি যা সমস্ত বিষয়ে, সমস্ত ব্যাপারে মধ্যপন্থী তথা মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। কখনও ডানে বা বামে কোন দিকে বেশী করে ঝুঁকে যায় না। আরবী ভাষায় 'ওসাতান' সর্বোত্তম বস্তুকে বলা হয়।

সর্বোত্তম তো সেই হবে যে কোন একদিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে না। সোজা সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সুদৃঢ় পথের উপরেই থাকে সব সময়। যার মধ্যে এই গুণ থাকে সে, তোমাদের মধ্যে যদি এ গুণ থাকে তবে তোমরা **'তাকূনূ শুহাদায়া আলান্ নাসি'** হবে, সমস্ত মানবমন্ডলীর উপরে তত্ত্বাবধায়ক হবে। আর যদি এ গুণটি না থাকে তবে তোমরা মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবে না।

ওয়া ইয়াকূনার্ রসূলু আলায়কুম শাহীদা, আমাদের রসূল (সঃ) তো তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক আছেন এবং থাকবেন। অর্থ এই যে, আঁ হযরত (সঃ) সমস্ত মানব জাতির উপর, সকল উম্মতের উপর নেগবান বা তত্ত্বাবধায়ক

মনোনীত হয়েছেন। সকল নবীর উপরেও তিনিই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শ্রেষ্ঠতম বা সর্বোত্তম উম্মত বা জাতির উপরে তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়েছে। অর্থ এই যে, সাবধান! তোমরা কেউ কোনক্রমেই আঁ হযরত (সঃ) প্রদর্শিত পথের বাইরে, তাঁর (সঃ) নির্দেশের বাইরে এক পা-ও বাড়াবে না। নতুবা তোমরা অন্যদের উপরে তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, **"ইন্নাল্লাহা বিন্ নাসি লারউফুর রহীম,"** অর্থ- আল্লাহ্ সকল মানুষের জন্যে রউফ-বড় মমতাশীল, এবং রহীম-বার বার কৃপাকারী। যেমন এখানে আল্লাহ্কে **রউফুর রহীম** বলা হয়েছে অন্য আয়াতে আঁ হযরত (সঃ)-কেও সকল মানুষের জন্য রউফুর রহীম বলা হয়েছে। বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য। [সূরাতুত্ তাওবা ঃ ১২৮] এর অর্থ এই যে, মু'মিনরা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে পরিশ্রম করে, বড় বড় সাধনা করে এবং রহীম সিফতের বিকাশ এই যে, আল্লাহ্র রাস্তায় যারা পরিশ্রম করে তাদের পরিশ্রমকে ফলপ্রসূ করা হয়। অতএব আঁ হযরত (সঃ) বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য **রউফুর রহীম** (মমতাশীল ও কৃপাময়) মনোনীত হয়েছেন। ওদিকে তিনি সাধারণভাবে সকল মানুষের 'রহমান'-গুণের অধিকারী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

অর্থাৎ - "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উভয়ের বংশধরের মধ্য থেকেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর আর তুমি আমাদেরকে আমাদের উপাসনার নিয়ম-পদ্ধতি প্রদর্শন কর এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও কারণ, তুমি পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টি দাতা ও বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১২৯)।

এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া। এখানে বলা হয়েছে, **ওয়া আরিনা-মানাসিকানা,** আমাদেরকে আমাদের কুরবানী হওয়ার স্থান দেখাও। বড়ই কঠিন দোয়া। অর্থ এই যে, ঐ সমস্ত পথ আমাদেরকে দেখাও যে সমস্ত পথে কুরবানী করলে তা কবুল হবে। আমরা ঐ সব পথে গিয়ে, তোমার উদ্দেশ্যে নিজেদের কুরবানী করে দিতে চাই। তবে একটি শর্ত এই যে, **"তুমি নিশ্চয় তাওয়াবুর রহীম"** তুমি বড়ই তওবা গ্রহণকারী ও বার বার কৃপাকারী। খুবসম্ভব আমাদের দ্বারা অনেক ভুল ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে, আমরা ভুল করতে পারি। হে আল্লাহ্! তুমি তওবা কবুল করে থাক এবং রহীম অর্থ বার বার কৃপাকারী। অতএব আমাদের তওবা কুবল কর।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾

"আর মূসা যখন তার জাতিকে বল্লো, হে আমার জাতি! তোমরা গো-বৎসকে (মাবূদরূপে) গ্রহণ করে নিশ্চয় নিজেদের আত্মার ওপরে যুলুম করেছ, অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর ও তোমাদের আত্মা(এর কুপ্রবৃত্তি)সমূহকে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমক্ষে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে (যখন তোমরা আদেশ পালন করলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন, নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ৫৫)।

এখানে বলা হয়েছে, **"ফাকতুলু আনফুসাকুম**- তোমরা তোমাদের আত্মার কু-প্রবৃত্তিসমূহকে হত্যা কর। এর অর্থ অনেক তাফসীরকারগণ এভাবে করেছেন যে, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর, বাস্তবে তাদের প্রতি আত্মহত্যার অথবা পরস্পরকে হত্যার আদেশ করা হয়েছিল। এ অর্থ কখনই ঠিক নয়। এটি একটি অর্থহীন কথা। এমন কথা কুরআনের আয়াতের প্রতি আরোপ করা যায় না। তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অর্থ এই যে, তোমরা তোমাদের 'নাফসে আম্মারা'র তথা কুপ্রবৃত্তির প্রতি যে আকর্ষণ সেটাকে হত্যা কর। তোমাদের হৃদয়ে গো-বৎসের প্রতি যে ভক্তি ছিল, মাবূদ বানাবার যে ইচ্ছা ছিল ঐ ইচ্ছাকে হত্যা কর, এমন নাফ্সকে হত্যা কর যার মধ্যে গো-বৎসকে মা'বূদ বানাবার প্রবণতা আছে। ঐ প্রবণতাকে হত্যা কর। যদি এমন কর তবে তোমাদের জন্য মঙ্গল হবে। তোমাদের প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, সদয় দৃষ্টি দিবেন। নিশ্চয় তিনি সদয় দৃষ্টিদানকারী, বার বার কৃপাকারী।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٨﴾

অর্থাৎ ঃ "অতঃপর আদম নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিখলো (আর তদনুযায়ী দোয়া করলো)। ফলে তিনি তার তওবা গ্রহণ করলেন নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ৩৮)।

হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ স্বয়ং তওবার বাক্য শিখিয়েছিলেন। এখান থেকে জানা যায় যে, মানুষ নিজ থেকে তওবার বাক্য খুঁজে পায় না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাকে শিখান। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ তওবা করতে চায়, নিজের পাপের কুফল থেকে রক্ষা পেতে চায়,তবে তার উচিত আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা যে, হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বাক্য বা তওবার বাক্য শিখাও যদ্বারা আমার তওবা তোমার হুযূরে কবুল হয়ে যাবে।

ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহীম- নিশ্চয় আল্লাহ্ অনেক বেশি ক্ষমাশীল ও বার বার করুণা ও দয়া প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ মানুষ খাঁটি-অন্তরে যতবার তওবা করে ততবারই তিনি অনুগ্রহভরে তওবা কবুল করেন।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

অর্থাৎ ঃ "তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন (স্বাভাবিক) মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং যার ওপরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধ্য হয়েছে অথচ সে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তাহলে তার কোন পাপ হবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৪)।

যেসব জিনিষ খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ সে ধরনের কোন বস্তু যদি কেউ জীবন রক্ষার জন্য খেতে বাধ্য হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে কেবল এতটুকুই যতটুকু খাওয়া জীবন ধারণের জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। তার বেশি এতটুকুও খাবে না - এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন, বার বার ক্ষমা করবেন।

এভাবে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত থেকে **রহীম**-এর বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

অর্থাৎ ঃ "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মাবূদই একমাত্র মাবূদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই, যিনি অযাচিত-অসীমদাতা, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৪)।

আল্লাহ্তাআলা 'রহমান'-এর বিকাশ ঘটাতে গিয়ে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য যতকিছু প্রয়োজন সবকিছুই তখন সৃষ্টি করেছেন যখন মানুষ সৃষ্টিও হয় নি। সে কিছু কামনাও করে নি। তারপর অর্থাৎ সৃষ্টির পরও তিনি মানুষকে ভুলে যান নি। অর্থাৎ আল্লাহ্র কৃপার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বার বার দয়া করেছেন। আর এ ব্যবস্থা একটি চলমান ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। যেমন তিনি সৃষ্টির গোড়াতে মানুষের প্রতি করুণা করেছেন তেমনই তিনি এখনও করুণা করেই চলেছেন। যখন যার জন্য যা দরকার, সে তা না চাইতেও পেয়ে যাচ্ছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হতে আমরা যা কিছু নাযেল করেছি, উহাকে এ কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করে দেয়ার পরও যারা উহা গোপন করে, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে)-এ সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় মনোযোগ নিবদ্ধ করবো আর আমি বারবার তওবা গ্রহণকারী ও কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৬০-১৬১)।

এখানে প্রথমতঃ ইহুদীদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে যারা মাগযুব আলায়হিম – অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। এদের উপর মানুষের পক্ষ থেকেও বার বার বর্ষণ হতে থাকে, আল্লাহ্র অভিশাপ তো চিরস্থায়ীভাবে তাদের জন্য অবধারিত হয়েই আছে।

হ্যাঁ, ন্যায়-বিচারের, ন্যায়-নীতির বিধান মতে তাদের মধ্য থেকেও যদি তওবা করে তবে তার তওবাও কবুল করা হবে। কিয়ামত কাল অবদি তারা অভিশপ্ত-এর অর্থ এই নয় যে, কেউ তওবা করলেও সে ক্ষমা পাবে না। বরং যারা তওবা করবে – **ইন্নালাযীনা তাবু**- যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং **বায়য়ানু** অর্থাৎ হেদায়াতকে খুব স্পষ্ট করে পুংঙক্ষাণু পুংঙক্ষরূপে বুঝে নিয়েছে যেমন ইতঃপূর্বে খুব স্পষ্টভাবে হেদায়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, তবে এদের তওবা আল্লাহ্ কবুল করবেন।

সুতরাং ইহুদী, যাদের উপর আল্লাহ্ এবং মানব জাতির অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে। এটি ন্যায়-বিচার সম্পর্কে কুরআনী শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কেবল একবার ক্ষমা নয় বরং বার বার তওবা করলে বার বার ক্ষমা করবেন।

এ সমস্ত আয়াত সূরা বাকারা থেকে নিয়েছি– যেখানে রহীম সিফতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এবার আঁ হযরত (সঃ)-এর কয়েকটি হাদীস পড়ে শোনাচ্ছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, [বুখারী-কিতাবুল বায়উ] আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, 'তিন ধরনের এমন মানুষ আছে, আমি যাদের হিসাব কঠিনভাবে নিব। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আমার নামে কাউকে আশ্রয় দিয়ে পরে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

আল্লাহ্র নামে আশ্রয় প্রদানের পর তার সাথে যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে নিঃসন্দেহে বড় পাপী। কারণ সে আল্লাহ্র নামের কথা শুনে সান্ত্বনা লাভ করেছিল নিজেকে নিরাপদ মনে করেছিল। এমন প্রতারকের প্রতি আল্লাহ্ খুবই অসন্তুষ্ট হবেন এবং কিয়ামতের দিন কঠিনভাবে তার হিসাব নিবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে জোরপূর্বক কৃতদাস বানিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেয় এবং ঐ বিক্রিলব্ধ অর্থ সে খেয়ে ফেলে।

এখানে দেখুন, কেমন অন্যায়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম দাস-প্রথাকে সমর্থন করেছে। অথচ ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় দাস প্রথার নিন্দা করেছে এবং এ জঘন্য প্রথার বিলুপ্তির জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মীয় কিতাবে পাওয়া সম্ভব নয়। বার বার দাসদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। একবার একজন সাহাবী ৬০,০০০ ষাট হাজার দাসকে বাজার থেকে কিনে মুক্তি দিয়েছেন এবং তারা মুসলমান দাস বা মুসলমানদের দাস ছিল না অমুসলিম দাসদের তাদের মালিকদের নিকট থেকে ক্রয় করে মুক্ত করেছিলেন। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা আমেরিকার দেশসমূহে যত কাল রং এর মানুষ এদের সবাইকে ঘানা ইত্যাদি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে জোরপূর্বক ধরে এনে এখানে দাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল। এদের থেকে পারিশ্রমিক না দিয়ে অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম নেয়া হোত।

যেসব সামুদ্রিত জাহাজে করে এদের আফ্রিকা থেকে জোর করে ধরে আনা হোত ওসব জাহাজে এদের অবস্থা এত বেশি খারাপ ও অমানবীয় হোত যার কোন তুলনা দেয়া যায় না। অত্যন্ত অমানবিকভাবে অনেক বেশি সংখ্যায় ছোট ছোট কামরার মধ্যে এদের ভরে দেয়া হোত। যারা আজ মানব জাতিকে দাসত্ব মুক্ত করার দাবী করছে তারা যেন নিজেদের থলের মধ্যে দেখেন। তারা পুরো জাতির বিরুদ্ধে কত বড় ভয়ানক জুলুম-অত্যাচারই না করেছে। আমেরিকার একটি বিরাট অংশ এরা, যাদেরকে কৃতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছিল।

আজ যখন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে তখনও বিভিন্ন ময়দানে বিভিন্ন উপায়ে তাদের দাবীয়ে রাখা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন উপায়ে বাধা দিয়ে রাখা হয়েছে যেন উপরে আসতে না পারে। লোক দেখাবার জন্য কয়েকজনের চেহারা দেখানো হয়ে থাকে যেন সবাই মনে করে যে, কালদেরকেও পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালদের ভেতরে চাপা ক্ষোপ ও উত্তেজনা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

এরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে অথচ এরা নিজেরা কোটি কোটি মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। এখন যদিও মুক্তি বা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে কিন্তু তবুও আসলে তারা তা পায় নি। এখনও কালদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট আন্দোলন ও বিদ্রোহ গড়ে উঠতে দেখা যায়। এসব আন্দোলনের ফলে তাদের আরো বেশী ক্ষতি হয়। তাদের উস্কানী দেয়া হয়। তারপর যখন আন্দোলন মাথা চাড়া দেয় তখন কঠোর হাতে তা দমন করে দেয়া হয়।

আলোচ্য হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে দাস বানিয়ে বিক্রি করে তার হিসাব আল্লাহ্ বড় কঠিন করে দিবেন।

আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে স্বাধীন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক দাস বানাবার প্রশ্নই ছিল না। বরং যুদ্ধাপরাধীদের বা যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো হোত। কারণ ছিল এই যে, তখন বন্দীদের রাখার জন্য কোন বন্দীশালা বা জেলখানা বা কারাগার ছিল না। সুতরাং বন্দীদের এমনে তো সমাজের মধ্যে বিনা ব্যবস্থায় ছেড়ে রাখা সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে তাদের বাসস্থান খোর-পোষ সমস্যার সমাধানস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে তার তত্ত্বাবধানে রাখা হোতা তার বাড়িতে।

এছাড়া খামাখা কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে কৃতদাস বানানোর কোন ঘটনার উল্লেখ আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে পাওয়া যায় নি।

হাদীসের শেষাংশে আছে, 'তৃতীয় বড় পাপী ব্যক্তি সে, যে শ্রমিকের কাছ থেকে পুরোপুরি পরিশ্রম আদায় করে কিন্তু পুরো পারিশ্রমিক দেয় না। এখানে 'রহীম' সিফাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যারা শ্রমিকের কাছ থেকে পুরো পুরো শ্রম নিয়েও পুরো পারিশ্রমিক দেয় না তারা বড় জালেম এবং অত্যাচারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যাঁর কাছ থেকে কোন শ্রম নিতেন তাকে কেবল পুরোপুরি পারিশ্রমিকই দিতেন না বরং ভাল ব্যবহার করতেন, খাবার খাওয়াতেন, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল যে, নান বাই (যে ব্যক্তি তন্দুরে রুটি পাকায়) মাঝে মাঝে কিছু রুটি চুরি করে নিয়ে যায়। তাকে শাস্তি দেয়া হোক। হযরত (আঃ) বললেন, "তুমি বড় বোকা!

এ ব্যক্তি একটি রুটির জন্য দু'বার গরম তন্দুরের ভেতরে মাথা প্রবেশ করায় তথা জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে যদি বাড়ী যাবার সময় নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য কয়েকটি

রুটি নিয়ে যায় তো এটা কি কোন অপরাধ হোল?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুকরণে অনেক বেশী দয়াবান ছিলেন। সবার প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করতেন।

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজেদের দেশ ত্যাগ করেছে ও নিজেদের নাফসের আগ্রাসন নিজেদেরকে রক্ষা করেছে।" *(হিজরত অর্থাৎ আত্মার কুপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ)* (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)।

আমি বারবার জামাতকে নসীহত করেছি যে, তোমরা যারা দেশ ছেড়ে চলে এসেছ, তোমাদের নিয়্যত ঠিক কর। জাগতিক আয়-উপার্জন যেন উদ্দেশ্য না হয়। কারণ এসব কিছু তো এমনিতেই পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ যেন তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে না যান। নিয়্যত সঠিক হওয়ার একমাত্র পরিচয় এই যে, নিজ আত্মার পূজারী হবে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ্‌র পথে থাকতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ রহীম, তিনি সাহায্য করবেন। কেবল তাঁর কাছে চাও। কেউ এমন নেই, যে তাঁকে ডেকেছে অথচ পায় নি। একটি ফার্সী কবিতায় বলা হয়েছে,

"যদি এমন প্রেমিক হয় যার প্রিয়তম তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তবে শোন হে প্রেমিক! তোমার প্রেমের মধ্যে এখনও তেমন বেদনা সৃষ্টি হয় নি। নতুবা যদি যথেষ্ট বেদনা সৃষ্টি হোত - তবে চিকিৎসক অবশ্যই ছিল।" তারপর আয়াত – "অতঃপর যেখান হতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ২০০)।

'হজ্জ এর সময় যে বার বার রহম- (করুণা / কৃপা) এর কথা বলা হয়েছে, তা এই যে, যদি হজ্জ কবুল হয়ে যায় তবে অতীতের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়, ক্ষমা হয়ে যায়। নব জীবন লাভ হয়ে যায়। সুতরাং রহীমিয়তই এমন সিফত যদ্বারা বার বার পাপ মোচন ও তওবা কবুলের উপকরণ হয়ে থাকে। সবচে' বড় সুযোগ সৃষ্টি হয় হজ্জের সময় যখন আল্লাহ্‌র ক্ষমাশীলতা ও দয়া পাওয়া যায়।

তারপরের আয়াত ঃ

"আর যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাবে হত্যা করবে, এবং তোমরাও তাদেরকে সেস্থান থেকে বের করে দেবে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছে, কেননা ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের নিকটে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা তাতে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবেই। ইহাই কাফিরদের সমুচিত প্রতিফল। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৯২-১৯৩)।

অতএব, তারা যদি যুদ্ধ চালাতে থাকে, যদি চলমান অবস্থায় তাদেরকে হত্যা কর। কারণ যুদ্ধ তো তারাই আরম্ভ করেছিল। যুদ্ধ চলাকালে তাদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা কর। তাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল রাখবে না।"

প্রত্যেকটি বিষয় তারা প্রথম আরম্ভ করেছে। অতএব আক্রমণের সুবিধা আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে করে দিয়েছেন। ফেৎনা হত্যার চেয়েও ভয়ংকর হয়। ফেৎনা-এর অর্থ কুরআন থেকে যা জানা যায় তা এই যে, মানুষকে জ্বালা -যন্ত্রণা দিয়ে মুরতাদ করার চেষ্টা করা। কুরআনের পরামর্শ এই যে, মুরতাদ না হয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া শ্রেয়। যারা মুরতাদ করার চেষ্টা করে তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের শাস্তিও অনুরূপ হবে যেরূপ কষ্ট পেয়ে কোন মু'মিন শহীদ হয়ে যায়। ফেৎনা হত্যার চেয়ে বেশি ভয়ানক।

তোমরা মসজিদে হারামের আশ পাশে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যদি তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি সেখানেও তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তোমরা ও তাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ কর।

১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'এতকিছুর পরও যদি তারা এ সমস্ত অপরাধ থেকে বিরত হয় এবং তওবা করে তবে আল্লাহ্ তওবা করবেন। তিনিতো বার বার তওবা কবুল করেন, বার বার কৃপা করেন। এখানে দেখুন 'রহীম' এর বিকাশ! তারা এত বড় বড় অপরাধ করেছে, ঘরবাড়ী ও দেশ থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেছে, যুদ্ধ করেছে, হত্যা করেছে, মুরতাদ করার সকল চেষ্টা করেছে তবুও তারা যদি এসব অপরাধ না করার অঙ্গীকার করে, তওবা করে তবে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন। অর্থাৎ তোমরাও তাদের সাথে তখন সদ্ব্যবহার কর। যদি তোমরা তাদের সাথে বার বার কৃপা প্রদর্শন কর আল্লাহ্ তোমাদের সাথে বার বার কৃপা বা করুণা প্রদর্শন করবেন।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাচ্ছি। হুযূর (আঃ) বলেছেন, "রহীমিয়ত যাতে মানুষের পক্ষ থেকে দোয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষভাবে এক প্রকারের মানুষের জন্য এ সিফতকে নির্ধারণ করা হয়েছে। রহমানিয়ত সকল প্রকার সৃষ্টির জন্য বিকশিত এবং উন্মুক্ত; মানুষ পশু-পাখী সবার জন্য। বরং প্রাণী সৃষ্টির পূর্বেই কার্যকর ছিল। সেখানে রহীমিয়ত কেবল মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট পশুদের জন্য নয়।"

গত খুতবায় আলোচনা করেছি, তোমরা যে সমস্ত পশুদের কাজে লাগাও তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর এটাও রহীমিয়ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রহীমিয়তের বিকাশস্থল মানবমন্ডলী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একথা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। কারণ রহীমিয়তের বিকাশ বা কৃপা লাভের জন্য মানষকে কিছু করতে হয়। কমপক্ষে দোয়া করতে হয় অবশ্যই। এত সূক্ষ্ম পার্থক্য হযরত (আঃ)-এর পক্ষ থেকে না জানলে আমরা বুঝতাম না। পশুদের দিয়ে তোমরা কাজ করাও এবং তাদের প্রতি সদয় হও, একথা ঠিক। কিন্তু এখানেও বিষয়টি তোমাদের পক্ষ থেকেই পশুদের প্রতি, পশুদের পক্ষ থেকে নয়। কারণ পশুরা তো এটা দোয়া করে নি। সুতরাং রহীমিয়তের বিকাশের জন্য দোয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখছেন,

"সুতরাং রহীমিয়তের বিকাশের জন্য দোয়া একান্ত প্রয়োজন। এটি আল্লাহ্‌র একটি চিরন্তন বিধান (সুন্নাতুল্লাহ্)। এর মধ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম চিন্তা করা যাবে না। এ কারণে সকল নবী নিজ নিজ উম্মতের জন্য বেশি বেশি দোয়া করে গেছেন। রহীম সিফতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তাঁরা নিজ উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) কিয়ামত কাল পর্যন্ত নিজ উম্মতের জন্য, সমস্ত মানব জাতির জন্য দোয়া করে গেছেন। প্রকৃত সত্য এই যে, দোয়ার বরকতে

অবশ্যই কল্যাণ নাযেল হয় যা আমাদিগকে মুক্তি দান করে। এরই নাম রহীমিয়তের কল্যাণ। যদ্বরা মানুষ উন্নতি লাভ করতে থাকে। এই কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়ে মানুষ 'ওলীউল্লাহ্' (আল্লাহ্র বন্ধু) হওয়ার রূহানী মর্যাদা লাভ করে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন ঈমান লাভ করে যেমন নিজ চোখে তাঁরা আল্লাহ্কে দেখেছেন।"

"শাফায়াতের বিষয়টিও রহীমিয়তের কল্যাণের ফল।"

এখানে বিবেচনা করুন। যারা দাবী করেন যে, "আঁ হযরত (সঃ) তাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন," তাদের খুব ভাল করে বুঝে নেয়া উচিত যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াতও তাঁর (সাঃ) রহীমিয়তের কারণে, যদি আমরা অন্যের জন্য ইহকালে রহীম না হতে পারি তবে তিনি (সঃ)ও পরকালে আমাদের জন্য শাফায়াতকারী হবেন না। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই হুযূর (সঃ)-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব।

আল্লাহ্ আমাদিগকে তৌফীক দান করুন যেন আমরা কাজ করতে পারি যদ্বারা আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াত আমাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াত লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হই।

তারপর শাফায়াতের যে ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিয়েছেন, যার সম্পর্ক রহীম সিফতের সাথে রয়েছে, সে সম্পর্ক এই যে, রহীমিয়তের গুণের বিকাশ এভাবে হবে যে, ভাল মানুষ মন্দ মানুষের পক্ষে শাফায়াত করবেন। মানুষ কে? আমি ইতঃপূর্বে বলেছি, মন্দ মানুষ সে, যে ভুল করে তওবা করে, আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করে। যারা অপরাধ বা খারাপ কাজ করে কিন্তু তওবা করে না তারা রহীমিয়তের কল্যাণ পাবার যোগ্য নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন,

"আমাদের প্রিয় নবী, সমস্ত নবীগণের সর্দার, খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় কাল এল। আল্লাহ্তাআলা ইচ্ছা করলেন যে, এতদুভয় সিফতকে একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রে জমা করে দিবেন। সুতরাং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যাঁর উপর বর্ষিত হোক হাজার হাজার সালাম ও রহমত, এর মধ্যে এ সিফতদ্বয়কে একত্রিত করে দিলেন, জমা করে দিলেন। এটাই কারণ যে, সূরা ফাতেহার আরম্ভে এই দুই সিফত, সিফতে মাহবুবিয়ত ও সিফতে মুহিব্বিয়াতকে [একজন যিনি ভাল বেসেছেন, অপর জন যিনি ভালবাসার পাত্র হয়েছেন] বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যা আঁ হযরত (সঃ) এর মধ্যে বিকশিত ।"

সিফতে মাহবুবিয়ত ও সিফতে মুব্বিহিয়ত কোথায় কীভাবে উল্লেখ হয়েছে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আল্লাহ্র এহেন পরিকল্পনার প্রতি যেন ইঙ্গিত করা হয়, তিনি আমাদের নবীয়ে করীম (সঃ)-এর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখলেন। মুহম্মদ তিনি যিনি প্রিয়তম (ভালবাসার পাত্র) অর্থ, সবচে' বেশী যার প্রশংসা করা হয়েছে। আহমদ তিনি, যিনি সবচে' বেশী প্রশংসাকারী। অতএব আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্র প্রিয়তম, প্রিয় পাত্র, আল্লাহ্র ভালাবাসা তার (সঃ) মধ্যে বিকশিত হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-কে এত বেশি ভালবেসেছেন, এত বেশি ফযল তার (সঃ) প্রতি নাযেল করেছেন যে, অন্য কোন মানব সন্তান তার (সঃ) সমতুল্য হবার দাবী করতে পারে না। না কোন নবী, না কোন গয়ের নবী।

অতঃপর আঁ হযরত (সঃ) নিজ প্রিয় প্রভু আল্লাহ্র এমন প্রশংসা গেয়েছেন যে, অন্য কোন নবী বা গয়ের নবী এমন হামদ গাইতে পারেন নি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খুব বেশি তত্ত্ব-কথা নিয়েছেন রহমান ও রহীম সিফত থেকে। হযরত (আঃ) বলেছেন, এখানে আল্লাহ্তাআলা নিজ নাম রহমান ও রহীম রেখেছেন। রহমান সিফতের বিকাশস্বরূপ তিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে এত বেশি 'রহম'- প্রদান করেছেন যে, এত বেশি অন্য কাউকে কখনও প্রদান করেন নি। আঁ হযরত আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে একত্রে এই দুই সিফতের বিকাশস্থল বানানো হয় নি। অর্থাৎ রহমানিয়তের বিকাশস্থলস্বরূপ তাকে মুহাম্মদ এবং রহীমিয়তের বিকাশস্থলস্বরূপ আহমদ বানানো হয়েছে।"

রহীমিয়তের প্রতিফলন এই যে, আঁ হযরত (সঃ) বার বার রহমান আল্লাহ্র গুণগান করতে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকেন। যিনি তাঁকে মুহম্মদ বানিয়েছেন। রহীমিয়তের মধ্যে বার বার পুনঃ পুনঃ এর অর্থ নিহিত আছে। সুতরাং রহীমিয়তের এক অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা বার বার আল্লাহ্র যিক্র করতে থাকব। কয়েকবার যিকর কখনও যথেষ্ট নয় বরং আজীবন তাঁর যিক্র করতে থাকব। অতঃপর হযরত (আঃ) আরো বলছেন,

"সৃষ্টিকর্তার নিজ দুই সিফতের ন্যায় আঁ হযরত (সঃ)-কেও দুই নাম দিয়েছেন। মুহম্মদ ও আহমদ। এখানে মুহাম্মদ নাম আল্লাহ্র সিফত রহমান এর চাদরে আবৃত হয়ে বিরাট প্রতাপ ও প্রিয়তম-এর পোশাকে প্রকাশিত হয়েছে এবং নিজ পুণ্য কর্ম ও মহানুভবতার কারণে বার বার প্রশংসিত হয়েছেন। তারপর তিনি অর্থাৎ আহমদ (সঃ) আল্লাহ্র ফযলে মু'মিনদের সাহায্যের জন্য প্রত্যাদিষ্ট রহীমিয়তে ও ঐশী-প্রেমে আসক্ত হয়ে সুন্দরতমের পোশাক পরে প্রকাশিত হয়েছেন।

অতএব আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ করুণাময় আল্লাহ্র দুই সিফত রহমান ও রহীম-এর আলোয় আলোকিত, যেমন আয়নার মধ্যে কোন চেহারার সুন্দর প্রতিফলন ঘটে থাকে।"

আঁ হযরত (সঃ)-এর দৃষ্টি বা চাহনি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তিনি (সঃ) যেমন অতি উত্তমভাবে আল্লাহ্র হামদ (প্রশংসা) গেয়েছেন তেমনই আল্লাহ্তাআলাও তাঁর (সঃ) প্রশংসা করেছেন। সুতরাং একবার তিনি মুহাম্মদ হয়েছেন (যখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেছেন)। আবার তিনি আহমদও হয়েছেন (আল্লাহ্র প্রশংসাকারী)। যেমন আয়নার মধ্যে ছবি অনিন্দ্য সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। তেমনি আঁ হযরত (সঃ)-এর চেহারা অপূর্ব সুন্দর হয়ে গেছে। কখনও তিনি মুহাম্মদ কখনও তিনি আহমদ হয়েছেন।

আর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "রহীমিয়ত এমন একটি সিফত মানুষকে এমন এমন পুরস্কার পাইয়ে দেয়, যেখানে আত্মসমর্পনকারীদের কোন অংশীদার থাকে না। আল্লাহ্তাআলার সাধারণ করুণা তো

সৃষ্টির সবকিছুকে নিজ আওতার মধ্যে নিয়ে রেখেছে। এমনকি অজগর সাপ ও তাঁর আওতাভুক্ত আছে। (এটি হচ্ছে রহমানীয়ত) কিন্তু রহীমিয়তের কল্যাণ বা পুরস্কার বিশেষভাবে মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।"

একটি পবিত্র হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (সঃ) বর্ণনা করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানব জাতির একমাত্র নেতা হব আমি। কিন্তু আমি এর জন্য কোন গৌরবের কারণ মনে করি না ও আমি গৌরব বোধও করছি না। আমি জানি যে, এ পুরস্কার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রাপ্ত হয়েছি। আমার নিজস্ব কোন গুণের কারণে নয়।"

অথচ আল্লাহ্ হুযূর (সঃ)-কে সকল গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। আর তিনি (সঃ) সব সময় সকল গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। ফলে তার (সঃ) প্রতি আল্লাহ্ আরো বেশী ফযল করেছেন। উক্ত হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) তারপর বলেছেন, "আমি সমস্ত মানব জাতির একমাত্র নেতা।' কিন্তু আমি গৌরব বোধ করছি না। গৌরব প্রকাশের জন্যও তোমাকে বলছি না। বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা বলছি। হাম্‌দ এর পতাকা আমার হাতে হবে সেদিন। কিন্তু এতে আমি নিজের গৌরবের কিছু দেখছি না।"

এখানে গৌরব অহংকার অর্থে বলেছেন যে, হুযূর (সঃ) অহংকার করছেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র হাম্‌দ করছেন। আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহকে স্বীকার করছেন।

"আদম (আঃ) এবং অন্য সকল নবী ঐ দিন আমার পতাকাতলে সমবেত হবেন। আমি প্রথম ব্যক্তি হব যাকে কবর থেকে সর্বপ্রথম তুলে আনা হবে। এতে আমি গৌরব বোধ করছি না।"

কোন কোন হাদীস থেকে কিছু আলেম একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর পূর্বে হযরত মূসা (আঃ) উঠে থাকবেন। তারা মূলতঃ ঐ হাদীসটিকে বুঝতে ভুল করেছেন। আলোচ্য হাদীসে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সঃ) সর্বপ্রথম উঠবেন।

আমার পূর্বে অন্য কেউ জীবন লাভ করবে না। তারপর অন্যেরা উঠবে এবং আমার পতাকাতলে সমবেত হবে। আমি অহংকার করতে গিয়ে নয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলছি।

মানব জাতির জন্য তিনটি ভয়াবহ সময় উপস্থিত হবে। ঐ ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষ আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, 'আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের জন্য মহা প্রভুর দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। হযরত আদম বলবেন, 'আমি তো একটি পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম তোমরা জান যার ফলে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল।"

আদম (আঃ) সম্পর্কে একথাই বলা হয়েছে যে, তিনি একটি ভুল করেছিলেন যার ফলে তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। জান্নাত অর্থ শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে থাকা বুঝায়। যার বাইরে গেলেই মানুষ বহুবিধ ঝামেলায় পড়ে যায়।

"আদম (আঃ) বলবেন, আমি পাপ করেছিলাম। অতএব এখন তোমরা আমার কাছে কেন এসেছ? তোমরা বরং নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। তারা নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে। নূহ (আঃ) বলবেন, তোমরা জান যে, আমি মানব জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলাম ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলবেন, "তোমাদের ধারাণা মতে আমি তো তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম।" অথচ সেগুলো মিথ্যা ছিল না। এযুগের আলেমরা এ কথা বানিয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। ঐ বিষয়গুলো বিচার করলে দেখা যায় যে মিথ্যাচার ছিল না। ওগুলো ধর্ম প্রচারের কতকগুলো কৌশল ছিল, পরিকল্পনা ছিল।

"হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলবেন, তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে যাবে। হযরত মূসা (আঃ) বলবেন, তোমরা জান, আমি তো একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলাম। অতএব তোমরা হযরত ঈসার (আঃ)-এর কাছে যাও। সবাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমরা তো জানো আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাকে মাবূদ বানিয়েছিল। সুতরাং তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে যাও। তারা আমার কাছে আসবে। আমি তাদের নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হব।

জিজ্ঞেস করা হবে কে ? জবাব দেয়া হবে, মুহাম্মদ (সঃ)। তখন আমার জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে এবং আমাকে স্বাগতম জানানো হবে। আমি সিজদায় পড়ে যাব। তখন আল্লাহ্ আমার প্রতি উচ্চ মার্গের হাম্‌দ ও সানা ইলহাম করবেন। তখন আমাকে বলা হবে, তুমি মাথা তোল। তুমি মাথা তোল এবং আমার নিকট চাও, তোমাকে দেয়া হবে। শাফায়াত কর কবুল করা হবে। তুমি বল তোমার কথা শোনা হবে। এটি সেই মাকামে মাহমুদ যার কথা বলা হয়েছে, **"আসা আইয়াবয়াসাকা রব্বুকা মাকামাম্ মাহমুদা"** (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৮০) অর্থ ঃ "আশা করা যায় যে, তোমার প্রভুর তোমাকে একটি বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদা প্রদান করবেন।"

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা

চৌধুরী হামীদুল্লাহ্
ওয়াকীলে আলা, তাহ্রীকে জাদীদ

(৭ম কিস্তি)

শূরার নিয়মাবলী ও রীতি-নীতি

নির্বাচন ঃ সদস্য

১। শূরার ব্যবস্থাপনা খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যুগ-খলীফা যখন চান সাহেবুর রায় (মতামত দিবার যোগ্য) বন্ধুগণকে পরামর্শের জন্যে ডাকতে পারেন।

২। প্রথম দিকে প্রয়োজনানুযায়ী মতামত দিবার যোগ্য বন্ধুগণকে আহ্বান জানানো হতো। তখন সংখ্যার কড়াকড়ি ছিলো না।

৩। যতই উন্নতি হয়েছে প্রতিনিধিবৃন্দের সংখ্যা নির্ধারিত হ'তে থেকেছে যেন সব জামাত, জেলা, প্রদেশ ও দেশের প্রতিনিধিত্ব হতে পারে।

(নম্বর ১-৩, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ৪-৭, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ৫৮)।

৪। নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ ব্যতিরেকে যুগ-খলীফা এমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী বুযূর্গদেরকে দাওয়াত পাঠাতে পারেন যাদের উপস্থিতি তাঁর ধারণায় কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

৫। মুশাভিরাতের ছাপানো রিপোর্টসমূহে প্রতিনিধিবৃন্দের নির্বাচন প্রসঙ্গে কতিপয় নির্দেশ সর্বদা ছাপানো হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১। .... প্রতিনিধি নিষ্ঠাবান, মতামত দেবার যোগ্য ও মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) হবেন।

২। .... যে জামাত থেকে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি যেন ঐ জামাতের চাঁদা দাতা হন।

৩। ..... শাআরে ইসলাম (ইসলামের চিহ্ন) অবলম্বন করেন অর্থাৎ দাড়ী রাখেন।

৪। ছাত্র না হন।

৫। শর্ত মুতাবেক ও রীতিমত চাঁদা আদায়কারী এবং তার স্কন্ধে কোন বকেয়া নেই।

[টীকা ঃ তাহ্রীকে জাদীদের ২০৮ নং বিধি অনুযায়ী 'বকেয়াদার' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যিনি লাযেমী চাঁদা (চাঁদা আম, চাঁদা হিস্যায়ে আমদ ও চাঁদা জলসা সালানা)-এর ৬ মাসের বা তাথেকে অধিক সময়ের জন্যে বকেয়াদার]।

৬। চাঁদা আদায়কারীদের প্রসঙ্গে হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ)-এর ইহাও নির্দেশ, যখন কেউ কোন জামাতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তখন এর অর্থ এই নয় যে, সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট বা আমীর নিজের পক্ষ থেকে কাউকে নিযুক্ত করেন বরং গোটা জামাতের সাথে পরামর্শ করা হয় এবং যে চিঠি সেক্রেটারী মুশাভিরাত এর নিকট পাঠানো হয় উহাতে লেখা হয় যে, আমাদের জামাত একত্র হয়ে পরামর্শ করে অমুক সাহেবকে শর্তানুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।

৭। হুযূর (আইঃ) ইহাও নির্দেশ দিয়েছেন যে, শূরার সাব- কমিটির সদস্য নিজ নিজ জামাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে আসুক যেন পরামর্শ উৎকৃষ্টতর হতে পারে এবং কাজও শীঘ্র হয়ে যায়।

৮। "যখন ইসলাম ধর্মে মজলিসে শূরার জন্যে নাম বাছাই করা হয় তখন কোন পার্টিকে ভোট দেয়া হয় না। কোন গ্রুপকে ভোট দেয়া হয় না। নিজের জন্যে কারও প্রপাগান্ডা বা প্রচারণা চালানো আইনানুমোদিত নয়।"

৯। "মানুষ মনে করে এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত। ধর্মের সেবায় সে কতটা ব্যস্ত, তার ওপরে কতটা নির্ভর করা যেতে পারে, নিজের মতে সে তার ব্যক্তিত্ব, তার বিগত দিনের কর্মকান্ডকে দৃষ্টি-পটে রেখে (প্রতিনিধি) বানায় .... ফলে যাকে মনোনীত করা হয় সে প্রকৃতই প্রতিনিধি হয়ে থাকে।

১০। "জনগণের এ অধিকার রয়েছে যে, যাকে তারা দৈনন্দিন জীবনে ভাল দেখে, যাকে দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়াপরায়ণ দেখে এর মধ্যে কারও নাম বাছাই করে নেয়" (৭-৯, ভাষণ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ব্রাসেলস, হাতের লেখা, পৃষ্ঠা ৫-৮)।

১১। "জামাত যদি নির্বাচনের সময় তাকওয়ার-অধিকারীকেই সম্মানীত মনে করে তাহলে ইহা ঐ জামাত যা কখনও বিনষ্ট হতে পারে না" (জুমুআর খুতবা, ২-৪-১৯৯৩)।

১২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সনের মুশাভিরাতে উদ্বোধনী ভাষণে বিস্তারিত নির্দেশ দেন যে, নির্বাচনের সময় নির্বাচনের মাপকাঠি নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর ওপরে অবশ্যই হওয়া উচিত নয় (অর্থাৎ এসব কথার ভিত্তিতে কাউকে যেন নির্বাচিত করা না হয়)

১। বড়াই করেন ও বড় বড় কথা বলেন, ২। অভিযোগের স্বভাবাপন্ন, ৩। দুর্বল ঈমানের অধিকারী, ৪। মুনাফিক, ৫। সম্মুখে যাওয়ার প্রত্যাশী, ৬। আরামপ্রিয় ব্যক্তি, ৭। বে-নামাযী ৮। কেবল ধন-লিপ্সাকারী, ৯। বাচন বাগীশ ও ১০। মিথ্যাবাদী।

১৩। নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৪০ সনের মজলিসে মুশাভিরাতের ঐ উদ্বোধনী ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

১। "দুঃখের বিষয় জামাতগুলো ইহা দেখে না যে, প্রতিনিধিত্ব করার কে উপযুক্ত বরং তারা ইহা দেখে যে, কে সময় দিতে পারে তাকে কাদিয়ান পাঠানো যেতে পারে।"

২। হুযূর (আইঃ) বলেন, অপসন্দনীয় স্বভাবের লোককে যদি নির্বাচিত করা হয় তাহলে ঃ

"ঐ মজলিসে পার্টিবাজি করা আরম্ভ হয়ে যাবে, কেউ কারও প্রতি ঝুঁকে যাবে কেউ অন্য দিকে আর এ ভাবে ঝগড়া-ঝাটি ও বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে যাবে।"

৩। "এ ধরনের পার্টি যদি মজলিসে শূরার মধ্যে শুরু হয়ে যায়। তখন খেলাফত, খেলাফত থাকবে না বরং সামান্য পার্থিব একটি সংগঠনে পরিণত হবে যা ধর্মের জন্যেও কল্যাণপ্রদ হবে না আর পার্থিব ব্যাপারেও না। এ মজলিসে তো ঐ সব লোককে পাঠানো উচিত যাদের ঈমান এতটা দৃঢ় হয় যে, সে জামাতের কল্যাণের জন্যে নিজের পিতা বা মাতার কথা শুনার জন্যেও প্রস্তুত না হয়। নচেৎ সে এদিক সেদিকের কথা শুনে এবং জামাতের বিরুদ্ধে প্রোপা-গান্ডা করতে লেগে যাবে"।

৪। "ভবিষ্যতে মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে .... এসব লোকদের নির্বাচিত করে প্রেরণ করা হোক যারা তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও ইবাদত বন্দেগীর দিক থেকে শ্রেষ্ঠ"।

৫। "প্রতিনিধিদের নির্বাচনে পুণ্য ও তাকওয়াকে দৃষ্টি-পটে না রাখলে ইহা এমন একটি বিষয় হবে, যেভাবে মুখের পরিচ্ছন্নতার জন্যে কারও আত্মা বের করে নেয়া হয়। এখন যদি আত্মা না থাকে তখন মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে কে কী করবে ঐ মুখমন্ডল যতই কেননা উজ্জ্বল থাকুক?"

৬। বদ-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করার প্রসঙ্গে বলেন ঃ "এদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করার দ্বারা জামাতের মূলে কুঠারাঘাত করার শামেল আর এমন লোকদের মজলিসের ধারে কাছেও আসতে দেয়া উচিত নয়; হোকনা সে কোটিপতি বা কথা বলা দ্বারা সে সারা মজলিসের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করার যোগ্যতা বিশিষ্ট হোক না কেন" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত ১৯৪০, উদ্বোধনী ভাষণ)।

শূরার নিয়মকানুন ও রীতি নীতি ঃ তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিধি-বিধান ঃ

শূরা / মজলিসে মুশাভিরাত

বিধি নং ২০ ঃ কেন্দ্রীয় মজলিসে মুশাভিরাত / মজলিসে শূরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যখন জামাতের জরুরী সমস্যার প্রেক্ষিতে আহ্বান করতে চান, করতে পারেন।

বিধি নং ২১ ঃ (ক) আলোচ্য-সূচীতে কেবল ঐসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্তির জন্যে সদয় অনুমতি দিয়েছেন।

(খ) যদি কোন জামাত স্বীয় প্রস্তাবসমূহ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় পাঠায় তাহলে তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য হবে, তার প্রতিনিধি এ প্রস্তাবের ওপরে আলোচনার সময় যেন শূরায় উপস্থিত থাকেন। কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তার অনুপস্থিতিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার একমাত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র; কিন্তু এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শূরার নির্ধারিত কার্যক্রমে কোন ব্যত্যয় সৃষ্টি হবে না।

বিধি নং ২২ ঃ মজলিসে শূরা কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানসমূহের এমন ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে গঠিত হবে যাদেরকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ পরামর্শের জন্যে আহ্বান করেছেন।

বিধি নং ২৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র অনুমোদনের পরেই মজলিসে শূরার সুপারিশগুলো কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানসমূহ ও সমগ্র জামাত কার্যকরী করার জন্যে বাধ্য হবেন।

বিধি নং ২৪ ঃ যদি এমন কোন প্রস্তাব মজলিসে শূরার আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্তির জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে, যার ওপরে মজলিসে মুশাভিরাত বিগত ৩ (তিন) বছরে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে তাহলে এমন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সাথে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আবশ্যক হবে।

বিধি নং ২৫ ঃ মজলিসে শূরার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোন প্রস্তাব বা কোন প্রস্তাবের সংশোধনী মজলিসে শূরার সামনে কেবল লিখিত আকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মৌখিক সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিধি নং ২৬ ঃ শরীয়তি মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোন প্রস্তাব মজলিসে শূরাতে আহমদী জামাতের কেন্দ্রীয় মুফতীর মাধ্যম ব্যতিরেকে উপস্থাপিত হতে পারবে না।

বিধি নং ২৭ ঃ শূরার সদস্যগণের ওপরে এসব শর্ত প্রযুক্ত হবে যেসব শর্ত ১৮০, ১৮১, ২০৯ ও ২৩৫ নং বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তাগণের ওপরে প্রযুক্ত হবে।

টীকা ঃ যদি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ বলেন, তাহলে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় সালানা জলসার পরে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বর্তমান রীতি অনুযায়ী এ শূরার জন্যে ন্যাশনাল আমীরগণ এসব ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করবেন যারা সালানা জলসায় উপস্থিত হচ্ছেন।

প্রতিনিধিগণের চূড়ান্ত মনোনয়ন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ করবেন।

*** *** ***

জাতীয় মজলিসে শূরা

বিধি নং ৪০২ ঃ প্রত্যেক দেশে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হবে।

বিধি নং ৪০৩ ঃ নিম্নোক্ত সদস্যগণকে নিয়ে ন্যাশনাল মজলিসে শূরা গঠিত হবে ঃ

(ক) ন্যাশনাল আমীর
(খ) কেন্দ্রীয় মিশনারীগণ
(গ) নায়েব আমীর ও ন্যাশনাল কর্মকর্তাবৃন্দ
(ঘ) স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট

(ঙ) স্থানীয় জামাতের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাদের নির্বাচন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

(১) ... প্রত্যেক স্থানীয় জামাত যেখানে ২০ জন বা এর কম চাঁদা দাতা সদস্য রয়েছেন তারা ১ (এক) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

(২) ... যেসব স্থানীয় জামাতে ২১ থেকে ১০০ জন চাঁদা দাতা সদস্য আছেন তারা ২জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন

(৩) ... কোন জামাতে ১০০ জনের অধিক চাঁদা দাতা সদস্য থাকলে তারা প্রতি ৫০ জনের জন্যে বা এর অংশের জন্যে ১ জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

(চ) আমীর তার বিশেষ ক্ষমতাবলে জামাতের কোন সদস্যকে বিশেষভাবে শূরায় যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানাত পারেন। এমন আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা শূরার সর্বমোট সংখ্যা **শতকরা ৫ ভাগের অধিক** হতে পারবে না।

টীকা - শূরার সদস্যগণের ওপরে ঐসব শর্ত প্রযুক্ত হবে যা বিধি নং ১৮০, ১৮১, ২০৯ ও ২৩৫ অনুযায়ী কর্মকর্তাদের ওপরে প্রযুক্ত হবে।

বিধি নং ৪০৪ ঃ স্থানীয় জামাতের **সাধারণ সভায়** অধিকাংশ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।

বিধি নং ৪০৫ ঃ স্থানীয় সেক্রেটারী মাল এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন যে, প্রতিনিধিবৃন্দ বকেয়াদার নন।

বিধি নং ৪০৬ ঃ যদি কোন ব্যক্তি দাড়ী না রাখেন তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের জন্যে ন্যাশনাল আমীরের অনুমতি নিতে হবে। আমীর এ বিশেষ বিবেচনা সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌কে অবহিত করবেন।

বিধি নং ৪০৭ ঃ ন্যাশনাল আমীর শূরার জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুমোদন দিবেন। যদি কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুমোদন আমীর না দেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমীরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নিকট আপীল করতে পারবেন।

বিধি নং ৪০৮ ঃ মজলিসে শূরার প্রত্যেক সদস্য পরবর্তী বাৎসরিক শূরার অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।

অধিবেশন আহ্বান ও আলোচ্য-সূচী প্রণয়ন ঃ

বিধি নং ৪০৯ ঃ ন্যাশনাল আমীর মজলিসে শূরার সকল অধিবেশন আহ্বান করবেন এবং সেগুলোতে সভাপতিত্ব করবেন, কেবলমাত্র কেন্দ্রের কোন প্রতিনিধি, তিনি শূরায় সভাপতিত করতে পসন্দ করলে তখন তিনি এ মজলিসে শূরায় সভাপতিত্ব করবেন, ন্যাশনাল আমীরের অনুপস্থিতিতে নায়েব আমীর মজলিসে সভাপতিত করবেন। বাৎসরিক শূরার জন্যে ১ (এক) মাসের নোটিশ দেয়া আবশ্যক।

বিধি নং ৪১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর কোন প্রতিনিধি বা কেন্দ্রের কোন বড় কর্মকর্তার কোন দেশের মজলিসে শূরার সভা আহ্বান করার ক্ষমতা থাকবে। এক্ষেত্রে যদি তিনি চান তাহলে তার এ সভায় সভাপতিত্ব করার অধিকার থাকবে।

বিধি নং ৪১১ ঃ আলোচ্য-সূচীর প্রস্তাবসমূহ স্থানীয় জামাতের নিকট চাওয়া হবে। ন্যাশনাল আমীর এসব প্রস্তাব গ্রহণ করার শেষ দিন ধার্য করবেন।

বিধি নং ৪১২ ঃ সদস্যগণ স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করবেন। স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট এসব প্রস্তাবকে জামাতের **একটি সাধারণ সভায়** উপস্থাপন করবেন। কোন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হলে ইহা শূরার আলোচ্য-সূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্যে ন্যাশনাল আমীরের নিকট পাঠানো হবে।

বিধি নং ৪১৩ ঃ ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা এবং এর সদস্যগণের মজলিসে শূরার বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে।

বিধি নং ৪১৪ ঃ ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ঐসব প্রস্তাব বিবেচনা করে একটি চূড়ান্ত আলোচ্য-সূচী প্রণয়ন করবে। যেসব প্রস্তাব মজলিসে শূরার আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে না সেগুলো আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ দর্শিয়ে মজলিসে শূরায় পাঠ করে শুনাতে হবে। এসব প্রস্তাব মজলিসে শূরায় আলোচিত হবে না।

বিধি নং ৪১৫ ঃ শূরার বাৎসরিক সভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে ঃ

(ক) ... পূর্ববর্তী বাৎসরিক সভার কার্য-বিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ সত্যায়ন করা।

(খ) ... পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন।

(গ) ... ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা ও কর্মকর্তাদের নির্বাচন।

(ঘ) ... ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা কর্তৃক অনুমোদিত আলোচ্য-সূচী।

বিধি নং ৪১৬ ঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শূরার আলোচ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না ঃ

(ক) যেসব প্রস্তাবের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ বা কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মজুদ আছে।

(খ) শরীয়ত ও ফতওয়া সম্পর্কিত বিষয়াদি।

(গ) বিগত ৩ (তিন) বছরের শূরা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

শূরার সভা পরিচালনার পদ্ধতি ঃ

বিধি নং ৪১৭ ঃ ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী শূরাব সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিধি নং ৪১৮ ঃ ন্যাশনাল মজলিসে শূরার কার্যক্রম হুবহু কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার কায়দায় বা ধরনে পরিচালিত হবে।

বিধি নং ৪১৯ ঃ (ক) সদস্যগণের সর্বপ্রকার পরামর্শ ও মতামত সভার সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) মজলিসে শূরার কোন সদস্য যদি মনে করেন যে, শূরার সিদ্ধান্ত জামাতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে তিনি মজলিসে শূরার সভাপতির নিকট একটি **'নোট অব ডিসসেন্ট'** (ভিন্ন মত পোষণকারীপত্র) উপস্থাপন করতে পারেন। যদি মজলিসে শূরার সভাপতি শূরার সুপারিশসমূহের সাথে এ নোট পাঠাতে একমত না হন তাহলে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্কে ঐ **নোট অব ডিস্সেন্ট** অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন।

বিধি নং ৪২০ ঃ শূরার সদস্যগণের মধ্য থেকে নির্ধারিত আলোচ্য-সূচীর ওপরে আলাপ-আলোচনা করে শূরার নিকট তাদের সুপারিশ উপস্থাপন করার জন্যে সাব-কমিটিসমূহ নিযুক্ত করা যেতে পারে।

বিধি নং ৪২১ ঃ মজলিসে শূরার আলোচ্য-সূচীর কোন প্রস্তাবের ব্যাপারে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা যে মতামতে উপনীত হয়েছে তার বিরুদ্ধে মজলিসে আমেলার সদস্যগণের ভোট দেয়ার বা মতামত উপস্থাপন করার কোন অধিকার থাকবে না।

বিধি নং ৪২২ ঃ তার মতে যদি কোন সদস্য আসদাচরণ করেন তাহলে তাকে সভা থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা আমীরের আছে।

*** *** ***

শূরা-পরবর্তীকালীন বাস্তবায়ন

বিধি নং ৪২৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পরে ন্যাশনাল মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে।

বিধি নং ৪২৪ ঃ ন্যাশনাল আমীর শূরার সামগ্রিক সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে দায়ী থাকবেন। আর মজলিসে আমেলার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে স্ব স্ব বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের জন্যে দায়ী থাকবেন। তারা পরবর্তী বাৎসরিক সভায় বাস্তবায়ন রিপোর্ট পেশ করবেন।

বিধি নং ৪২৫ ঃ শূরার কোন সিদ্ধান্তকে নাকচ করার ক্ষমতা ন্যাশনাল আমীরের নেই।

*** *** ***

কর্মকর্তাগণের নিযুক্তি ও নির্বাচনের শর্তাবলী

বিধি নং ১৮০ ঃ স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণের নির্বাচন করবেন জামাতের চাঁদা দাতাগণ, কেবলমাত্র সেক্রেটারী রিশ্তানাতা বাদে। এ পদে ন্যাশনাল আমীর সাহেব স্বীয় বিচক্ষণতা অনুযায়ী মনোনীত করবেন।

ইহা দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কর্মকর্তাগণ -

(ক) দাড়ী রাখেন। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্-র অনুমতি লাভ করেন।

(খ) বাহ্যিক জ্ঞানমতে মুত্তাকী বা খোদা-ভীরু হন।

বিধি নং ১৮১ ঃ

(ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ঃ

- লাযেমী চাঁদাসমূহের বকেয়াদার।
- ১৮ বছরের কম বয়সের।
- এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের বিরুদ্ধে জামাত কোন শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।
- এমন কর্মকর্তা যাকে নেযামে জামাত থেকে অস্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে (অস্থায়ীভাবে বরখাস্তের সময়কালীন)।

(খ) চাঁদার এমন বকেয়াদারগণ যারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরে নিজেদের চাঁদা আদায় করে সেক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যে চাঁদা আদায় করার প্রবণতা কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা আবশ্যক।

টীকা ... 'চাঁদা দাতা' বলতে ঐ সদস্যকে বুঝায় যার স্কন্ধে ৬ (ছয়) মাস বা এথেকে বেশী সময়ের লাযেমী চাঁদা বকেয়া না থাকে। এ শর্ত তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না যারা কেন্দ্র থেকে কিস্তিতে বকেয়া চাঁদা আদায় করার জন্যে অনুমতিপ্রাপ্ত বা যারা কম হারে চাঁদা দিতে অনুমতিপ্রাপ্ত। সেক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি কোন পদে নির্বাচিত হতে পারবে না বা কেন্দ্রের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে মজলিসে ইন্তেখাব (নির্বাচক মন্ডলী)-এর সদস্য হতে পারবেন না।

বিধি নং ২০৯ ঃ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রাখবেন না।

(ক) যাদের বিধি নং ১৮১ অনুযায়ী ভোট দেয়ার অধিকার নেই।

(খ) এমন মুসী যার ওসীয়্যত সদর আঞ্জুমান কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।

(গ) এমন মুসী যার ওসীয়্যত কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত শাস্তির কারণে বাতিল করা হয়েছে।

(ঘ) এমন ব্যক্তি যিনি জামাতি তহবিলকে ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়েছেন (যেভাবে বিধি নং ২৩৫ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

টীকা ঃ যদি কোন মুসীর ওসীয়্যত খ ও গ উপবিধিতে উল্লেখিত কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে আর তিনি রীতিমত লাযেমী চাঁদা আদায় করে থাকেন আর তিনি ছয় মাস বা এর অধিক বকেয়াদার নন সেক্ষেত্রে কর্মকর্তা হিসেবে তার নিযুক্তি বা নির্বাচনে কোন প্রকার বিপত্তি থাকবে না।

বিধি নং ২৩৫ ঃ যদি কোন মুহাস্সিল (চাঁদা আদায়কারী) সেক্রেটারী মাল বিধি নং ২৩৩ লংঘন করেন এবং জামাতের তহবিল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন তাহলে তিনি সেই টাকা আদায় করতে বাধ্য থাকবেন। আর তাকে কোন পদে নির্বাচিত করা যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত খলীফাতুল মসীহ্ তাকে ক্ষমা করেন।

আমীর / প্রেসিডেন্ট বা অডিটর যিনি এ ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব অবহেলা করেছেন এ ক্ষতি পূরণের জন্যে তিনিও দায়ী থাকবেন।

*** *** ***

অন্যান্য নির্দেশাদি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯২৬ সনের মজলিসে মুশাভিরাত উপলক্ষ্যে অন্যান্য নির্দেশাদিও প্রদান করেন ঃ

(১) "আমাদের কর্মকান্ডের ভিত্তি হচ্ছে সমস্ত কাজের দায়-দায়িত্ব খলীফার। তিনি পরবর্তীতে কয়েকজন লোকের ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন যাকে নেযারত বলা উচিত। এখন এর নাম সদর আঞ্জুমান। এ কারণেই মজলিসে শূরা খলীফার প্রাইভেট সেক্রেটারী আহ্বান করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া যেহেতু নিজের কাজের জন্যে জবাব দিতে থাকে এজন্যে ইহা সমীচীন মনে করা হয় নি যে, ইহা মজলিসে মুশাভিরাত আহ্বান করে।"

(২) "যেহেতু ইসলামী শরীয়ত স্বীকার করে নিয়েছে যে, খলীফা সকল প্রকার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজন্যে মজলিসে মুশাভিরাতে ঐ সব

বিষয়াদি থাকে যেগুলোকে খলীফা এ বছরের জন্যে আবশ্যক মনে করেন।

(৩) "যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এথেকে আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণগুলোকে বাছাই করে নেয়া হয়। এ বাছাই করার কাজটি খলীফা কর্তৃক সাধিত হয়ে থাকে। এতে কোন নেযারতের সম্পর্ক থাকে না"।

(৪) "যেহেতু বন্ধুদের এখন অভিজ্ঞতা নেই তাই কতিপয় প্রশ্ন এমনভাবে লিখে দেয়া হয় যেগুলোর সম্পর্ক নাযেরদের সাথে থাকে, মজলিসে শূরার সাথে থাকে না। এজন্যে এগুলোকে নাযেরদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং যেগুলো মজলিসের সাথে সম্পর্কিত ওগুলো মজলিসের জন্যে রেখে দেয়া হয়।"

(৫) "যদি গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কারও মনে কোন প্রস্তাব জাগরিত হয় তাহলে উহা খলীফার সম্মুখে উপস্থাপন করা উচিত। খলীফা যদি উহাকে মৌলিক ধরনের বলে মনে করেন এবং এর ওপরে পরামর্শের প্রয়োজন মনে করেন তাহলে শূরায় উপস্থাপন করে দেয়া হবে আর যদি নাযেরদের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে" (রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত ১৯২৬, আহমদীয়া গেজেট কাদিয়ানে ছাপা হয়েছে, ২৬-২-১৯২৭, পৃষ্ঠা ১৮)।

(৬) এভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"এসব বিতর্ক যে, মহিলাদের অধিকার আছে বা নেই–সব কথাই অনর্থক। পুরুষেরও অধিকার নেই আর মহিলারও অধিকার নেই বরং যুগ-খলীফার কর্তব্য যে, তিনি পরামর্শ চেয়ে পাঠান। কী অবস্থায় ও কী পদ্ধতিতে করেন? নবী করীম (সঃ)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত যে, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরামর্শ আহ্বান করা হতো"

[রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃঃ ৭৬]

(৭) "একবার খলীফাতুল মসীহ্-র পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব নাকচ করা হয়ে থাকে তা ভবিষ্যতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত মজলিসে শূরায় পুনরায় উপস্থাপিত হতে পারে না"।

[রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১৫৭]।

(৮) "নতুন নেযারত প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে বা নাযের নিযুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা যুগ-খলীফার কাজ। এ প্রসঙ্গে নিম্ন পর্যায় থেকে স্বেচ্ছায় পরামর্শ অচল বরং যুগ-খলীফা যখনই আবশ্যক মনে করেন স্বয়ং কাউকে পরামর্শের জন্যে বলেন তখন তিনি পরামর্শ দেন। নচেৎ নিজের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া যায় না" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১০৭]।

(৯) "এক সদস্য অন্য এক সদস্যের নিকট এসে তার মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানালেন। এর ওপরে হুযূর [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)] বলেন, 'তাকে আপনার ডাকা উচিত নয়। এটা আমার কাজ' [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১৬৫]।

(১০) "যুগ-খলীফা অবস্থানুযায়ী যতজন মহিলাকে যে ধরনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে ডাকতে চান ডাকতে থাকেন আর এজন্যে কোন বিধানের প্রয়োজন নেই" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ৭৮]।

(১১) একজন দর্শক ছবি উঠাচ্ছিলেন। এর ওপরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন।

"আমি তো কাউকে অনুমতি দেই নি। আমার পক্ষ থেকে তো কেবল দর্শক হিসেবে আপনার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিলো। ছবি উঠানোর জন্যে তো আমি আপনাকে অনুমতি দেই নি। আমার জানা নেই যে, কখনও শূরার ছবি উঠানো হয়েছে। ওতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১৮৩]।

(১২) "মজলিসে মুশাভিরাতের মাঝে হাত উত্থাপনকারী দু'রকম। আমি দেখেছি, একদল তো হাত উঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যে, অনুমতি হলে পরে বাইরে যাবো আর দ্বিতীয় ঐসব বন্ধু যারা হাত উঠিয়েই যাওয়া আরম্ভ করেন অনুমতি হোক বা না হোক আমাদের তো যেতেই হবে। এজন্যে অনুমতির সাথে একটি তামাশা করা হয়.. হাত উঠান এবং যদি এখান থেকে কেউ না-ও দেখেন অর্থাৎ আমি না দেখতে পারি বা আমার বুযূর্গ সঙ্গী যে-ই হোন না কেন তখন যদি কর্মকর্তার মধ্যে কারও দৃষ্টিতে পড়ে তখন তিনি যেন এখানে এসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১০০]।

(১৩) "শূরায় এ ধরনের প্রশ্ন আসা উচিত যে, বিগত বছরে যেসব বিষয় অনুমোদিত হয়েছে ঐসব বিষয়ে নাযের সাহেবান কী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, উদ্ধৃতি মূলে মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৫৭)।

(১৪) "ইহা মজলিসে মুশাভিরাত। এদিক থেকে ঐসব সমস্যাদি উত্থাপিত হওয়া উচিত নয় যা কিনা ব্যবস্থাপনার খুঁটি নাটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর নির্দেশ উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ১৯)।

(১৫) আমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে, সে জামাতী কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হয়, কিন্তু কারও ইহা অধিকার নেই যে, অসময়ে ও রীতি বিবর্জিত পথে অধিকার প্রয়োগ করে যাতে ভাই-ভাই ও জাতি-জাতিতে বিরোধের মুখোমুখি হয়ে যায়। যদি কেউ এমন কাজ করে তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, যদি সে ঈমানদার হয় তাহলে বোকামীর বদলে এরূপ করে নচেৎ সে জামাতের শত্রু আর ধ্বংসের জন্যে প্রচেষ্টা চালায় (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত ১৯২৫, পৃষ্ঠা ১৯)।

(১৬) "যদি কারও কোন ত্রুটিও মন্দ মনে হয় তাহলে তার সংশোধনের পদ্ধতি এই নয় যে, মজলিসে শূরায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় বরং পদ্ধতি এই যে, তাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ২০)।

(১৭) "জামাত খলীফার অধীন এবং সর্বশেষ Authority (কর্তৃপক্ষ) যেভাবে খোদা নির্ধারণ করেছেন আর তাঁর আহ্বানই শেষ আহ্বান অর্থাৎ তা খলীফার আহ্বান কোন আঞ্জুমান, কোন শূরা বা কোন মজলিসের নয়" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)।

(১৮) "প্রশ্নকারীদের তত্ত্বাবধানের সাথে সাথে নাযেরদের উত্তরের মূল্যায়ন বহমান থাকে যেন ইহা সহজ সরল কথা ও ঘটনার যথার্থতা অনুযায়ী বা নয়" [রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৩, [পৃষ্ঠা ২৯-৩০]।

(১৯) "ইহা পার্লামেন্ট নয় যে, এতে একদল অন্য দলকে উস্কানী দেবে বরং ইহা মজলিসে মুশাভিরাত" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) উদ্ধৃতি মূলে রিপোর্ট, মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৩, পৃষ্ঠা ২৬)।

(২০) "হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেনঃ "আমি পরামর্শের জন্যে আপনাদেরকে ডেকেছি, এখানে এসে আমাকে পরামর্শ দিন ও কোন কথার ওপরে ইহা বলার আবশ্যক নেই যে, অমুক এটা বলেছেন আর তা ভুল, আপনি আপনার কথা বলুন" [রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৮২ (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ১৮]। (চলবে)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২৩-২৯ মার্চ, ২০০১ সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সাথে বাঙ্গালীদের মুলাকাৎ অনুষ্ঠান, তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০০০

অনুষ্ঠানের আরম্ভে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।

১। **প্রথম প্রশ্ন ঃ** আল্লাহ্তাআলা জানতেন যে, রসূলে করীম (সঃ) পড়তে জানতেন না তা সত্ত্বেও প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় "ইকরা" অর্থাৎ পড়। এটার তাৎপর্য কী?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ প্রশ্নকারী মনে হয় জানেন না যে, আরবী শব্দ "ইক্রা" এর দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ পড়া, আর একটি অর্থ তিলাওয়াত করা অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করা। হুযূর পাক (সঃ) ভেবেছিলেন হযরত জিব্রাইল তাঁকে পড়তে বলছেন এজন্য রসূলে পাক (সঃ) বলেছিলেন, "মা আনা বে কারেইন" অর্থাৎ আমি তো পড়তে জানি না। পরে হুযূর পাক (সঃ) বুঝলেন যে, তাঁকে শুধু পুনরাবৃত্তি করতে বলা হচ্ছে তখন হুযূর পাক (সঃ) হযরত জিব্রাইলের সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

২। **দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ** আমরা পশ্চিমাদেশে আমাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারি। অথচ আমাদের নিজেদের দেশসমূহে এক দল আর এক দলের ধর্মপালনে বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যার সমাধান কী?

হুযূর বলেন ঃ আমি নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যার কোন সমাধান দেখি না। মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে বিদ্বেষ আর হিংসা তা ক্রমশঃ বাড়ছে, কমছে না। আর অমুসলমানদেরকেও তারা ঘৃণা করে কিন্তু অমুসলিমদের কার্যকলাপের প্রতি তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাহাদেরকে ইচ্ছামত চলার অনুমতি দেয়া আছে। মুসলমানদের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ ভয়ানক রূপ নিচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের ভুল বোঝার শক্তি ও ক্ষমতা না দিবেন আমি (হুযূর) এর কোন সমাধান দেখি না। তারা খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি আল্লাহ্ না করুন এই ধরা পৃষ্ঠ থেকে আহমদীয়ত বা জামাত আহমদীয়া বিলুপ্ত হয়ে যায় বা মিটে যায় তো এই মোল্লারা শাসকের আসনে বসলে দুনিয়াকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্তাআলা এটা কোনদিনই ঘটতে দিবেন না। তাই চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, আহমদীয়ত ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে আর এই মোল্লারা ধ্বংস হবে।

৩। **তৃতীয় প্রশ্ন ঃ** কথিত আছে কেয়ামতের ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পূর্বে ইমাম মাহ্দী আসবেন, তিনি যুদ্ধ করে অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানাবেন তারপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর বলেন ঃ আপনি যে কথাগুলো শুনেছেন সব ভুল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীস থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তা হচ্ছে অন্য রকম। তাছাড়া চিন্তা করুন যে, ইমাম মাহ্দী যদি কেয়ামত থেকে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ দিন পূর্বে আসেন তো তাঁর কার্যকলাপের গুরুত্বই বা কী থাকবে?

৪। **চতুর্থ প্রশ্ন ঃ** পবিত্র কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই যে, প্রত্যহ পাঁচ বার নামায পড়তে হবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে 'আকিমিস্ সালাতা ... "সেই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ পাওয়া যায়। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি এ পবিত্র গ্রন্থকে ভাল করে বুঝে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ এর চেয়ে "পারভেজী" সম্প্রদায়ের লোকেরা কি পবিত্র কুরআনের মর্মবাণীকে বেশী বোঝেন? কারণ এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, "পারভেজী"রা বলে থাকেন, দিনে পাঁচবার নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন এবং তাঁর সুন্নত অনুসারী (পারভেজীরা বাদে) দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান দৈনিক পাঁচবার নামায পড়েন।

৫। **পঞ্চম প্রশ্ন ঃ** ইতিহাসে লেখা আছে হযরত শাহ্জালাল (রাঃ) বাংলাদেশের সিলেটে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর কি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল?

হুযূর বলেন ঃ নিশ্চয়ই ছিল। ঐ রকম আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক না থাকলে তিনি সফলভাবে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন না।

৬। **ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ** ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। হুযূর এই প্রভাব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করুন।

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তারা বর্তমানে রাশিয়াতেও এই কাজ করছে, যদিও রাশিয়া এই প্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে-ও এই প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

৭। **সপ্তম প্রশ্ন ঃ** অনেকে বলে আঁ হযরত (সঃ)-এর মি'রাজ শারীরিকভাবে হয়েছিল, এই ধারণাটা ব্রেলভি ধারার মুসলামানদের। এমন লোকদের কী উত্তর দেয়া যেতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ ব্রেলভি মতবাদে একটা স্ববিরোধিতা আছে। একদিকে তারা দাবি করেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শরীরই ছিল না, তিনি নূর (আলো বা জ্যোতিঃ) ছিলেন। আবার তারাই বলেন, তিনি যখন মি'রাজে গেলেন তখন রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই আকাশে গিয়েছিলেন। এখন চিন্তা করুন যার কোন শরীর ছিল না তাঁর আবার শারীরিকভাবে মি'রাজ কি করে হতে পারে। আরও একটা কথা হচ্ছে, যে হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) মি'রাজের রাতে কা'বা শরীফের নিকট 'হাতীম' নামক স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন এবং যখন মি'রাজ শেষ হ'ল তখন তাঁর ঘুম ভাংলো। আরবীতে বলা হয়েছে ঃ **"সুম্মাস তায়কাজা"**। যার অর্থ হচ্ছে তিনি জেগে গেলেন। এটা বলা হয় নি যে, তখন তিনি ফিরে এলেন। আরও একটা কথা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো সব সময়ই আল্লাহ্তাআলার সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর শারীরিকভাবে আল্লাহ্র সাথে দেখা করার জন্য আকাশে যাওয়ার দরকার কি ছিল? আরও বলা হয় আকাশে একটা কুল বৃক্ষ ছিল। চিন্তা করুন সেই কুল বৃক্ষটাই বা আকাশে কি করছিল? আসল কথা হচ্ছে মি'রাজ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা এবং কুল বৃক্ষ ইত্যাদি সবই প্রতীকীরূপে ছিল।

৮। **অষ্টম প্রশ্ন ঃ** হযরত রসূলে করীম (সঃ) একেবারে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই "খাতামান নাবীঈন" ছিলেন তবে তাঁকে অন্যান্য নবীগণের পরে পৃথিবীতে পাঠানো হ'ল কেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) Potentially সবারই পূর্বে "খাতামান্ নাবীঈন" ছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিজের জন্মের পূর্বেও একবার তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। আসল অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) "খাতামান্ নাবীঈন" ছিলেন আল্লাহ্র মনে পরিকল্পনায়, তাঁর নীল নক্শাতে। বাস্তবে তিনি অন্য সব নবীর পরে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং শেষ শারীয়ত বহন করেন যখন শরীয়ত" চূড়ান্তরূপ ধারণ বা অর্জন করে। এটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার ছিল যে,

যখন "শরীয়ত" চূড়ান্তরূপে ধারণ করবে তখনই "খাতামান্ নাবীঈন" আসবেন।

৯। **নবম প্রশ্ন** ঃ ইসলামী আইনে একজন পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করতে পারে তো একটি মহিলা চারজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না কেন ?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ আমি আগেও এই প্রশ্নের বহুবার উত্তর দিয়েছি। যদি প্রত্যেক পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করে এবং প্রত্যেকটি মহিলা চারটি পুরুষকে বিয়ে করে তো চিন্তা করুন পরিবারগুলোর ও বাচ্চাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সন্তান-সন্ততিদের দায়িত্ব কে নিবে ? এটাই বা কি করে নির্ণয় করা যাবে যে, কোন শিশু আইনতঃ কোন পিতার' এই প্রশ্নটা একেবারেই অর্থহীন!

১০। **দশম প্রশ্ন** ঃ নামাযে সিজ্‌দা করার সময় আমাদের নাক এবং হাত কীভাবে রাখা উচিত?

হুযূর বলেন ঃ সিজ্‌দার সময় আমাদের দু'কনুই যেন মাটি স্পর্শ না করে আর আমাদের নাক যেন অবশ্যই মাটি স্পর্শ করে।

১১। **একাদশ প্রশ্ন** ঃ যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তারা আরও ভাল মুসলমান কীভাবে হতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ নামাযের মাধ্যমে নামাযীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান অবশ্যই উন্নত হয়। যারা নামায ছেড়ে দেয় তারা বুঝতে পারে তাদের ঐ মান নিম্নগামী হয়। নামাযের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঐসব উন্নতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি নামায না পড়ার পূর্বে কোন খারাপ কাজ করতো এবং নামায পড়ার পরেও আবার সে রকম মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তো নামায পড়ে তার কোনই লাভ হ'ল না। ইবাদত অর্থাৎ উপাসনার পরে কোন চারিত্রিক উন্নতি হচ্ছে কিনা এ দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য।

১২। **দ্বাদশ প্রশ্ন** ঃ মদ পান করার লাভ ও ক্ষতি কি ?

হুযূর বলেন ঃ মদ পান করার ক্ষতি তো প্রায় সবাই জানে। মদ পানের সুফল দেখা যায় যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কারও যদি "নিউমোনিয়া" রোগ হয় তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে "ব্রাণ্ডি" পান করান হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। ঔষধ আকারে কোন কোন সময় এ রকম মদপানে সুফলও লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মদপানে কুফল ও সুফল আছে কিন্তু এর কুফল সুফলের চাইতে পরিমাণে অনেক বেশী।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন ঃ মানুষের জন্ম কীভাবে সবচে' প্রথম ঘটে ?

হুযূর বলেন ঃ প্রশ্নকারীর বয়স এত কম যে, এই জটিল প্রশ্নের উত্তর তার বোধগম্য করানো কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত বুঝতে হলে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বলতে হয়, যা ছোটরা সহজে বুঝতে পারে। প্রথমে এই পৃথিবীতে কোন কিছুই ছিল না শুধু আগুন ছিল। চিন্তা করুন এই পৃথিবীতে প্রাণীরা জন্ম নিল কী করে? প্রাণীদেরকে কে সৃষ্টি করেছিলেন ? প্রাণ আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন।

১৫। **পঞ্চদশ প্রশ্ন** ঃ শিয়া, সুন্নী ও আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কী ?

হুযূর বলেন ঃ শিয়ারা বলেন, প্রথম যুগে ইসলামের যে তিন খলীফা হয়েছিলেন তাঁরা অবৈধভাবে খলীফা হয়েছিলেন। তারা মু'মিনগণের খলীফা ছিলেন না, তাঁরা কপটলোকের খলীফা ছিলেন। শিয়াদের ঐসব ধারণা বা বিশ্বাস অদ্ভুত ধরনের। শিয়ারা বলে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিব্রাঈল ফিরিশ্‌তা ভুল করে 'নবুওয়তের' বাণী দিয়েছিলেন। আসলে হযরত আলী (রাঃ)-কে ঐ বাণী দেয়ার কথা ছিল। এখন বলুন, আপনারা কি এসব ব্যাপারে কল্পনা করতে পারেন ? শিয়ারা এসব বিষয়ে কোন যুক্তি-তর্ক মানতে রাজি নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে 'রহমাতুল্‌লিল্ আলামীন' বলা হয়। কিন্তু শিয়ারা বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে মাত্র দশ (১০) জন অনুসারী সত্যিকার অর্থে মু'মিন ছিলেন বাকীরা সবাই মুনাফিক (কপট) ছিলেন। এখন বলেন 'রহমাতুল্ লিল্ আলামীন' এর অর্থ কী দাঁড়ালো? রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বের নবীগণের পর তো অনেক বেশী সংখ্যায় মু'মিন অনুসারী ছিলেন।

আবার সুন্নীদেরও অনেক ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের অর্থাৎ আহমদীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রেল্‌ভীদের কথা আমি এই অধিবেশনেই একটু আগে বলেছি। তারা বিশ্বাস করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) 'আলেমুল গায়ব' ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার মতই ভবিষ্যতের অনেক ঘটমান বিষয়ে জানতেন। এসব কথা একেবারে ভুল। শুধু আল্লাহ্‌তাআলা 'আলেমুল গায়ব' এবং তিনি যতটুকু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জানাতেন ততটুকুই আঁ হযরত (সঃ) জানতেন।

আবার সুন্নীদের মধ্যে 'ওয়াহাবী'রা খুব জোর দিয়ে বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একেবারে সাধারণ মানুষ ছিলেন। তার জ্ঞান তো শয়তানের জ্ঞানের চেয়েও কম ছিল।

এ সব ধারণা একেবারে হাস্যকর।

এজন্যই আমরা বলি, এই যুগে আহমদীয়ত হচ্ছে আসল ইসলাম !

১৬। **ষষ্ঠদশ প্রশ্ন** ঃ মধ্যপ্রাচ্যে যে শান্তি আলোচনা চলছে ইসরাঈলীদের ও প্যালেস্টাইনবাসীদের মধ্যে-তার সম্পর্কে হুযূরের মতামত কী ?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ আমার মনে হয় না কোন বড় রকম অগ্রগতি নিকট ভবিষ্যতে হবে। ইহুদীরা জেরুযালেমের মসজিদ আক্‌সা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা ভীষণ কষ্টে আছে এবং বড় কুরবানী করে যাচ্ছে। ইহুদীরা দুনিয়াতে সব চাইতে খারাপ জাতি। তাই তো পবিত্র কুরআনে তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'মাগযুবে আলায়হিম'। তাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করবেন এবং মানবকুল তাহাদেরকে অভিশাপ দিবে। আপনারা আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলতে পারেন কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া-এতে আমি কোন আশার আলো দেখি না। ইহুদীরা দু'ধরনের। এক রকম ইহুদী ছিলো হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী। তারা ভাল লোক ছিল। আর এক রকম ইহুদী হচ্ছে যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা শেষ যুগে অবস্থান করবে। আমার ধারণা এখন আমরা শেষ যুগের ইহুদীগণকে দেখছি। এই কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির আপাততঃ কোন লক্ষণ দেখি না।

১৭। **সপ্তদশ প্রশ্ন** ঃ কোন মুসলমান নিজের ঘরে ছবি রাখতে পারে কিনা। আর রাখলে সেই ঘরে নামায হবে কিনা?

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ, ছবি রাখা যায় এবং সেই ঘরে নামাযও পড়া যাবে কিন্তু ছবিটা নামাযের একেবারে সামনা-সামনি জায়গায় না রাখলেই হ'ল। কারণ ছবি সামনে থাকলে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে।

১৮। **অষ্টাদশ প্রশ্ন** ঃ আমরা নিজেকে দেখতে পারি না কেন ? হুযূর প্রশ্নকারী বালিকাদের বলেন তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অবশ্যই দেখতে পারবে।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ **আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

আমাদের চাঁদা

(শেষ কিস্তি)

নবদীক্ষিতদের প্রতি চাঁদা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কড়া নির্দেশ ঃ

আল্ হাকাম পত্রিকা, ৭ম খন্ড, ১৫ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত, ২৫শ সংখ্যায় হুযূর বলেছেন, - ইদানিং শত শত লোক বয়াত (দীক্ষা গ্রহণ) করছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প যারা রীতিমত মাসে মাসে চাঁদা দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে কয়েক পয়সা চাঁদা দিয়ে এই সিলসিলার সাহায্য করে না তার নিকট আর কী আশা করা যায়? এবং তাদের দ্বারা এই সিলসিলার কী উপকার হয়? একজন সাধারণ মানুষও, যার অবস্থা অতি শোচনীয় বাজারে গেলে নিজের জন্য এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রদের জন্য কিছু না কিছু এনে থাকে। সুতরাং মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্তাআলার এই সিলসিলা কি কয়েক পয়সার ত্যাগও পাইতে পারে না? পৃথিবীতে কি এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে পার্থিব হোক বা ধর্মীয় অর্থ ব্যতীত চলতে পারে? যেহেতু এই পৃথিবী কার্যকারণ-পরম্পরার ওপর প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক পার্থিব কার্যই কোন না কোন কারণেই চালু থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি কীরূপ কৃপণ ও নিস্তেজ যে এরূপ মহান উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যে কয়েকটি পয়সার মত সাধারণ বস্তুও ব্যয় করতে পারে না? এরূপ একদিন ছিল যখন ধর্মের জন্য মানুষ ভেড়া-ছাগলের মত নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অর্থের কথা কি বলব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একাধিকবার নিজের বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন, এমন কি তিনি একটি সূঁচ পর্যন্ত বাকী রাখেন নি। এরূপে হযরত উমর (রাঃ) নিজের সামর্থ্য এবং জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে, হযরত উসমান (রাঃ) নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে এবং সমস্ত সাহাবা (রাঃ) স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে ধন-প্রাণসহ আল্লাহ্র ধর্মের জন্যে আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর এখন লোকে বয়াত তো করে যায় এবং এ প্রতিজ্ঞাও করে যে, **ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপরে প্রাধান্য দিবে** কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সময় শক্ত করে পকেট ধরে রাখে। ভাল, এরূপ পার্থিব আসক্তি দ্বারা কি কেউ ধর্মীয় অভীষ্ট লাভ করতে পারে? এবং এরূপ লোকের অস্তিত্ব কি কোন প্রকারে লাভজনক হতে পারে? কখনও নয়, কখনও নয়। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন - **লানতানালুল বিররা হাত্তাতুনফিকূ মিম্মাতুহিব্বুন** অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয়তম বস্তুগুলি মহিয়ান আল্লাহ্র জন্যে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা পুণ্য লাভ করতে পার না। সুতরাং যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত আছ তোমাদের প্রত্যেককে আমি তাকিদ করছি যে, তোমাদের ভাইদিগকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দিবে এবং প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদার শরীক করবে। এ সুযোগ আর আসবে না। এ যুগ এরূপ আশীষপূর্ণ যে, কারও প্রাণ চাওয়া হয় না এবং এযুগ প্রাণ দিবার নয় বরং ইহা শক্তি অনুসারে অর্থ ব্যয় করার যুগ।"

স্থানীয় জামাতের অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা হলেনঃ সেক্রেটারী মাল। ২। মুহাসিব (হিসাব রক্ষক), ৩। মুহাস্সিল (চাঁদা আদায়কারী), ৪। আমীন (কোষাধ্যক্ষ) ও ৫। অডিটর (নিরীক্ষক)। জামাতের লোক সংখ্যার ভিত্তিতে এসব কর্মকর্তার সংখ্যা কম বেশী হতে পারে। যেমন বড় বড় জামাতের এসব কর্মকর্তা থেকে কোন একজন বা অধিক কর্মকর্তার সহকারী নিযুক্ত হতে পারে। আর ছোট জামাতে সেক্রেটারী মাল, মুহাস্সিল, মুহাসিব একই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যেতে পারে। অথচ সেক্রেটারী মাল, আমীন ও অডিটরের পদে ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করতে হবে। তেমনিভাবে মুহাসিব ও আমীন পদে কখনও একই ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু আমীন বা অডিটরের জন্যে ইহা আবশ্যক নয় যে, তারা অন্য বিভাগের দায়িত নিজেদের স্কন্ধে নেয়। যেমন, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী তবলীগ, বা অন্য কোন বিভাগের সেক্রেটারীকে আমীন বা অডিটর নিযুক্ত করা যেতে পারে। মোট কথা যে ব্যক্তির নিকট হিসাব-কিতাব থাকে সে যেন আমীন না হয় অর্থাৎ নগদ ও হিসাব-কিতাব ও উহার নিরীক্ষণ বিভিন্ন ব্যক্তির ওপরে যেন ন্যস্ত থাকে।

(ক) সেক্রেটারী মালের দায়িত্বাবলী নিম্নরূপঃ

যদি সেক্রেটারী মাল মুহাসিব অথবা এবং মুহাস্সিলের কাজও তাঁর দায়িত্বে অর্পিত হয়ে থাকে তাহলে মুহাসিব বা তার মধ্য থেকে যে কোন একটি পদের দায়িত্ব যেমন আকারেই হোক না কেন সেক্রেটারী মালের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

১। নিজ জামাতের লাযেমী চাঁদা অর্থাৎ চাঁদা আম, হিস্যায়ে আমদ, জলসা সালানার চাঁদা তদুপরি রিজার্ভ ফান্ডের বাজেট প্রস্তুত করে বছর আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ১লা মে পর্যন্ত উহার একটি কপি বাংলাদেশ কেন্দ্রে পাঠানো এবং একটি কপি নিজের কাছে সংরক্ষণ করা।

২। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বপ্রকার চাঁদা ও অন্যান্য মুহাস্সিলের আদায় ও তদারকী করা এবং এসব কাজে অগ্রগতির ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা করা।

৩। আদায়কৃত চাঁদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও এতে কেন্দ্রের অংশ কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, আর এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা যে, কেন্দ্রের অংশ সময় মত ও রীতিমত কেন্দ্রে জমা হচ্ছে কিনা এবং স্থানীয় অংশ স্থানীয়ভাবে খরচ হচ্ছে কিনা।

৪। স্থানীয় খরচের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ লোকাল ফান্ড (যদি কেন্দ্র থেকে গ্রান্ট পাওয়া যায় তাহলে কেন্দ্রীয় গ্রান্ট সমেত সব স্থানীয় আদায়কৃত অর্থ)-এর আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করে এবং উহা স্থানীয় জামাতের মজলিসে আমেলায় পেশ করে অনুমোদন নেয়া। আবার এতদনুযায়ী স্থানীয় খরচের তদারকী করা। স্থানীয় আয়-ব্যয়ের বাজেটের একটি কপি কেন্দ্রে পাঠানো আবশ্যক।

৫। স্থানীয় জামাতের সকল কাজ-কর্ম কেন্দ্রের নির্দেশে পালন করা, জামাতকে কেন্দ্রীয় নির্দেশাবলী ও তাহরীকাত সম্বন্ধে অবহিত রাখা এবং এর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।

৬। কেন্দ্রের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা এবং সময়মত কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানো।

(খ) মুহাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। প্রত্যেক পর্যায় প্রত্যেক প্রকারের আয় যেমন, কেন্দ্রীয় চাঁদাসমূহ, স্থানীয় চাঁদাসমূহ, স্থানীয় সম্পত্তির আয় প্রভৃতি আয় ও ব্যয়ের রীতিমত ও পরিপূর্ণ হিসাব রাখা। এসব হিসাবের কাগজপত্র মুহাসিবের নিকট থাকবে। বাজেটের ফাইলও মুহাসিবের নিকট থাকতে পারে বা সেক্রেটারী মালের নিকট। কিন্তু কেন্দ্রের সাথে পত্র আদান-প্রদানের ফাইল সেক্রেটারী মালের নিকট থাকবে।

৩। যেসব রশিদ বই ব্যবহারে নেই ওগুলোকে সংরক্ষণ করা। মুহাস্সিলদের রশিদ বই প্রদান, ব্যবহৃত রশিদ বইগুলো ফেরৎ নেয়া আর ওগুলো সংরক্ষণ করা এবং অডিট হওয়ার পরে কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

৩। কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত খাতা পরিপূর্ণ করে রাখা।

৪। আয়-ব্যয়ের মাসিক তালিকা প্রস্তুত করা আর এর কপি সেক্রেটারী মালকে প্রদান করা। এর সাথে বকেয়াদারগণের তালিকাও গ্রথিত থাকবে।

৫। মুহাস্সিলদের নিকট থেকে রশিদ বই অনুযায়ী টাকা বুঝে নিয়ে দৈনিক বই লিখে আমীনের নিকট পৌছানো। এবং তার নিকট থেকে প্রাপ্তি রশিদ নেয়া। মুহাসিবের জন্যে

আবশ্যক যে, শীঘ্র আদায়কৃত টাকা আমীনের নিকট পৌঁছে দেয়। অবশ্য যদি স্থানীয় অবস্থা অনুমতি দেয় তাহলে মুহাস্‌সিল সাহেবের আদায়কৃত অর্থ সরাসরি আমীনের নিকট জমা দেন এবং রশিদ বই মুহাসিবকে দেন।

৬। স্বীয় হিসাব-কিতাব প্রস্তুত করে অডিটরকে দিয়ে প্রত্যেক মাসে নিরীক্ষণ করানো এবং নিরীক্ষণের পরে মাসিক তালিকায় অডিটরের স্বাক্ষর করায়।

৭। কেন্দ্রীয় টাকা পাঠানোর জন্যে আমীনের নিকট থেকে বিস্তারিত হিসাব চেয়ে নেয়া বা আমীন থেকে টাকা নিয়ে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া। কেন্দ্রীয় প্রাপ্তি রশিদ ও স্থানীয় খরচের রশিদগুলো সংরক্ষণ করা।

৮। যদি কোন মুহাস্‌সিল চাঁদা আদায়ে, বা টাকা সময়মত পৌছাতে বা জমাকৃত টাকার বিস্তারিত বিবরণ দিতে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাহলেও বিষয়টি সেক্রেটারী মালের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা যেন তিনি তার সংশোধন করেন ও প্রয়োজনে স্থানীয় জামাতের মজলিসে আমেলায় পেশ করে।

(ঘ) **মুহাস্‌সিলদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

১। নিজ হালকার আহমদীগণের তালিকা ও তাদের বাজেটের বিবরণী ও বকেয়াসমূহের বিস্তারিত বিবরণী নিজের কাছে রাখা আবশ্যক।

২। মুহাসিব থেকে রশিদ বই সংগ্রহ করা এবং আদায়কৃত অর্থ হিসাব সহকারে (বা রশিদ বই) মুহাসিবকে দেয়া এবং তার নিকট থেকে রশিদ সংগ্রহ করা। **মুহাস্‌সিল আদায়কৃত চাঁদা এক রাত্রেরও অধিক নিজের কাজে রাখবেন না বরং উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, প্রত্যেক দিনের আদাযকৃত চাঁদা ঐ দিনই মুহাসিব বা আমীনের নিকট পৌঁছে দেয়, যেভাবে স্থানীয় জামাতের রীতি রয়েছে সেই মুতাবেক পৌঁছে দেয়।**

টীকা ঃ বড় বড় জামাতের বন্ধুগণের নিকট বারে বারে চাঁদা চাওয়া ও সময়মত উসুল করার খাতিরে যেখানে সেক্রেটারী মাল একা শামলাতে পারে না সেখানে আলাদা আলাদা জনবসতির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মুহাস্‌সিল নিযুক্ত করা যেতে পারে। মুহাস্‌সিলদের নির্বাচনে এ কথা অবশ্যই দৃষ্টি-পটে রাখা উচিত যে, তিনি যেন নিষ্ঠাবান, ঠান্ডা মেযাজী ও বুদ্ধিমান হন। ভালবাসা ও কোমলতা দ্বারা বারে বারে চাঁদা চাওয়াকে লজ্জাজনক মনে করেন না। মুহাস্‌সিলের এলাকা সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আর অনধিক পনর জন বন্ধু থেকে চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করা যেতে পারে। চাঁদা আদায়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে তিনি সেক্রেটারী মালকে রিপোর্ট করে তার কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করতে পারেন।

(ঙ) **আমীনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

যে রশিদ মুহাসিব ও মুহাস্‌সিল দেয় ওগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার করা। টাকা-পয়সা সংরক্ষণ করা। আর মুহাসিব বা সেক্রেটারী মালকে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্যে বা স্থানীয় খরচের জন্যে টাকা দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্তি স্বীকার করানো বা স্বয়ং মুহাস্‌সিল থেকে বিস্তারিত জেনে কেন্দ্রের চাঁদার পরিমাণ কেন্দ্রে পাঠানো

(চ) **অডিটরের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

১। বিধি মোতাবেক জামাতের বিভিন্ন পর্যায়ের হিসাব কিতাব প্রত্যেক মাসে অডিট করে ভুল ত্রুটি অডিট রিপোর্ট খাতায় লিখা যেন মুহাসিব তা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

২। নিবীক্ষণের পরে আমীর/প্রেসিডেন্টেকে বিস্তারিত রিপোর্ট দেয়া আর উহার একটি কপি কেন্দ্র পাঠানো।

৩। মাসিক আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও বকেয়াদারদের তালিকা নিরীক্ষণ করে মুহাসিবকে দেয়া যাতে তা সেক্রেটারী মালের স্বাক্ষর হওয়ার পরে স্থানীয় মজলিসে আমেলায় পেশ করা যেতে পারে।

৪। যদি বিশেষ কোন বিষয় এমন হয়ে যা জামাতের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা আবশ্যক তখন অডিটর সরাসরি উহা আমীর বা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করতে পারেন।

অর্থ বিভাগ সম্বন্ধীয় কর্মকর্তারাও আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৫৭ সনের ৩রা মার্চ তারিখ আহমদী জামাত করাচীর কর্মকর্তাদের নামে তাঁর এক বাণীতে বলেনঃ

"ভ্রাতৃবৃন্দ! আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনারা ইতিহাসে খালিদ, সা'আদ, উমর বিন মাআদি কারব ও জারারাহ্ এর ঘটনা পাঠ করলে আপনাদের প্রাণেও এ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, হায়! আমরা যদি সে যুগে হতাম আর সেবা করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, প্রত্যেক কথার একটি বিশেষ সময় রয়েছে ও প্রত্যেক কাজের একটা উপযুক্ত সময় থাকে।

বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা তরবারীর জেহাদের স্থলে তবলীগের জেহাদ ও আত্মশুদ্ধির জেহাদের দরজা খুলে দিয়েছেন। আর অর্থ ব্যতিরেকে তবলীগই হতে পারে না। কেননা, ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে টাকা-পয়সাও পাওয়া যায় না। অতএব আপনারা এ যুগের মুজাহিদ। আর ঐ পুণ্যই যা পূর্ববতীদের লাভ হয়েছিলো আপনারাও তা পেতে পারেন আর পেয়ে যাচ্ছেনও। সুতরাং আপনারা আপনাদের কাজ সন্তুষ্ট চিত্তে করুন। আর অন্যদেরকে বুঝান যে, আপনারা সকলে আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদে পরিণত হয়ে যান, আমীন"।

পুরস্কার ও কল্যাণ

এ প্রবন্ধ শেষ করার পূর্বে আমাদের জামাতের জন্যে যে পুরস্কার ও কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে সে সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করি। কেননা, এ যুগে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের মাধ্যমে আমাদের মত দুর্বল ও অসহায়দেরকে স্বীয় প্রিয় ধর্ম ইসলামের সেবা করার যে সুযোগ দান করেছেন ইহা কেবল তার মহানুভবতা ও অনুগ্রহ। আর এ সেবার মধ্যে কেবল আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণেরই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্‌তাআলা সূরাতু আলে ইমরানের ১৬৫ আয়াতে বলেন ঃ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই মু'মিনগণের ওপরে অনুগ্রহ করবেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন যে তাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী আবৃত্তি করে ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিখায় যদিও ইতঃপূর্বে অবশ্যই তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে ছিলো।"

বন্ধুরা ও ভাইয়েরা এবং প্রিয়রা! এ মহান অনুগ্রহ আমাদের ওপরে করা হয়েছে। এ সম্পদ আমরা লাভ করেছি। যখন আল্লাহ্ স্বীয় আশিস ও কৃপায় আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে চিনবার ও **'আখারিনা মিনহুম'**-দের (সূরা জুমুআ ১ম রুকূ-প্রবন্ধকার) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন তখন ইহা বিরাট অনুগ্রহ। খুবই বিরাট অনুগ্রহ! তিনি আমাদের ওপরে এ আশিস বর্ষণ করেছেন। সুতরাং এসব অনুগ্রহকে কদর কবা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। বয়াতের শর্তগুলো আমাদের দৃষ্টি-পটে রাখা উচিত এবং এ পথে আমাদের পুরুষোচিত পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া উচিত। যাতে আমরা এসব পুরস্কারাদি ও কল্যাণসমূহের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হতে পারি যা কিনা আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জামাতের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। যে-ভাবে আল্লাহ্‌তাআলা সূরাতু নাহলের ৯৬-৯৭ আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ

অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় কোর না। যদি তোমাদের জ্ঞান

থাকে তাহলে যা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে নিশ্চয় তা তোমাদের জন্যে উত্তম।"

" তোমাদের নিকট যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে অথচ আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দেবো।"

এ আয়াত দু'টোতে আল্লাহ্‌তাআলা ৩ টি মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমতঃ আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু নির্ধারিত রয়েছে তা উহা থেকে অতি উন্নত মানের ও শ্রেষ্ঠ যা এখন আমরা পাচ্ছি তার চেয়ে। বরং কেউ অবগত নয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা ঐ সব ম'মিনদের জন্যে তাদের সৎকর্মের পরিবর্তে কী কী চক্ষু স্নিগ্ধকারী জিনিষ লুকিয়ে রেখেছেন (সূরাতুস্ সাজদাঃ ১৮)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার নিকট তাদের জন্যে যেসব পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো এখনও তাদের নিকট প্রকাশিত হয় নি; কিন্তু ওগুলো এই উন্নতস্তরের পুরস্কার যদ্বারা চোখ জ্যোতির্ময় এবং প্রাণ ও মনে সুখ লাভ হবে।

দ্বিতীয় মহা সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পথে ধৈর্য-স্থৈর্য ও বীরত্বের সাথে সেবাকারীগণকে এ পৃথিবীতেই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বেহেশ্‌তি জীবন দান করবেন। 'তারা যা কামনা করবে তা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে পাবে, ইহাই সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার, যেন আল্লাহ্ তাদের কর্মের আনিষ্টকে তাদের নিকট থেকে দূরীভূত করে দেন আর তাদের উত্তম কর্মানুযায়ী তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেন (সূরাতুয্ যুমার ঃ ৩৫-৩৬)।

তৃতীয় আশ্চর্য রকমের সুসংবাদ যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাহলো আমাদের কর্মকে মূল্যায়ণ করার সময়ে আমাদের সবচে' উত্তম কর্মের মূল্য অনুযায়ী সব পুণ্য কর্মের মূল্যায়ণ করা হবে। মানুষের ধ্যান-ধারণা কি এর চেয়েও আর কোন পুরস্কারের অনুমান করতে পারে?

কিন্তু এসব পুরস্কার কি এমনিতেই লাভ হয়ে যাবে? বয়াত করার পরে কি হাতের ওপরে হাত রেখে বসে থাকলে আমরা এসব কল্যাণের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়ে যাবো। কোন সাধারণ ও তুচ্ছ চেষ্টা-প্রচেষ্টা কারও জন্যে কি এ দরজা খুলতে পারে? অবশ্যই নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ

"ইহা খোদার চিরন্তন রীতি। আজ পর্যন্ত এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি আর হতেও পারে না। যখন কোন নবীর জামাত পৃথিবীতে দন্ডায়মান হয় তখন উহাকে ভয়ানক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। উহাকে যাতা - কলের দু'টি পাটার মধ্যে পেষা হয়। তখন ঐ মৃত্যুর পরে উহার চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়ে থাকে। কেননা, চিরস্থায়ী জীবন উহাই যা মৃত্যুর পরে লাভ হয়। অতএব যে ব্যক্তি চায় যে, তার চিরস্থায়ী জীবন লাভ হোক, তার জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আবশ্যক। সে মৃত্যু ধীরে ধীরে আসুক বা একবারেই তরবারীর মাধ্যমে আসুক বা অভাব ও গ্রেপ্তারীর মাধ্যমে আসুক। যাই হোক দেরীতেই আসুক বা শীঘ্র। মৃত্যু আসা অবধারিত এবং মৃত্যু ব্যতিরেকে কোন নবীর জামাত উন্নতি করতে পারে না। এ মৃত্যু আকার নিঃসন্দেহে পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর আকৃতি পরিবর্তনের অর্থ ইহা নয় যে, তোমাদের জন্যে মৃত্যু নির্ধারিত নয়। মৃত্যু অবধারিত। আর অবশ্যই আছে এবং যে লোক মনে করে যে, তার জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আবশ্যক নয় সে খোদার কিতাবসমূহ গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করে নি ..... আর ইহা সম্ভবই নয় যে, মু'মিনকে ভয়ানক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় না। অতএব এ দুঃখ-কষ্ট যদিও সাময়িক তবুও নিঃসন্দেহে উহাকেও দৃষ্টি-পটে রাখো। কিন্তু আসল যে দুঃখ-কষ্ট উহাকে ভুলবে না। তোমরা দশ ভাগের বদলে ১৫% চাঁদা দিয়ে দিয়েছো। বা টাকার এক আনার বদলে টাকায় পাঁচ পয়সা হিসাবে আর্থিক কুরবানী করে দিয়েছো। ইহা কেবল তোমাদেরকে জাগ্রত রাখার জন্যে নচেৎ এর উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় যে, এসব কুরবানীর ওপরে তোমাদের উন্নতি পরিবেষ্টিত। তোমরা এক নবীর জামাত। আর ইহা আবশ্যক যে, ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়ে তোমরা অতিক্রম করো যা পূর্বের নবীগণের জামাত অতিক্রম করেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত **মিনহাজে নবুওয়ত** (সূরাতু আলে ইমরান ৫ রুকূ) অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত না করো ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ কুরবানীর সৌভাগ্য পাবে না" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩৮)।

মোটকথা যদি একদিকে এমন নেয়ামত (পুরস্কার) বরকত (কল্যাণ) ফযল (আশিস) ও রহমতের (কৃপা) সুসংবাদ থাকে যা কিনা মানুষের ধ্যান-ধারণা থেকেও অধিক তখন অন্য দিকে এমন সব কুরবানীর চাহিদাসমূহও রয়েছে যা প্রকাশ্য ও মানবীয় সামর্থ্যের শেষ সীমা থেকেও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু যদি মানুষ সাহস ও উৎসাহকে কাজে লাগায় আর ঐশী সমর্থন এতে সংযুক্ত হয় তখন কোন কঠিন কাজই এমন নয় যার ওপরে অধিকার খাটানো অসম্ভব হতে পারে। কোন উপত্যকা থাকে না যা অতিক্রম করা না হয়। কোন ক্ষেত্র এমন থাকে না যাকে অতিক্রম করা যেতে পারে না। "আর কোন নির্যাতন এমন নেই যা মু'মিন সহ্য করতে পারে না। আর তিনি তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধে কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেন নি" (সূরাতুল হাজ্জঃ ৭৯)।

মোট কথা ধর্মের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের পাগলপারা অনুসারীরা অতিক্রম করতে পারেন নি। শেষ বিজয় তার পদ-চুম্বন করবে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

" ইহা ধারণা করবে না যে, খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করে দেবেন। তোমরা খোদার হাতে রোপিত একটি বীজতুল্য যা ভূমিতে রোপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, 'এ বীজ বৃদ্ধি পাবে ও ফুল-ফল দেবে আর সকল দিক থেকে এর শাখা-প্রশাখা বের হবে। এবং একটি বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে। অতএব কল্যাণমন্ডিত সে, যে খোদার কথার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। আর মাঝখানে আগমনকারী পরীক্ষাসমূহকে ভয় পায় না। কেননা পরীক্ষাসমূহ আসাও আবশ্যক। যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন (সূরাতুল বাকারা, ১৯ রুকূ) যে, কোন্ ব্যক্তি তার বয়াতের দাবীতে সত্য ও কোন্ ব্যক্তি মিথ্যাচারী। ঐ ব্যক্তি যে কোন পরীক্ষায় হোঁচট খাবে, সে খোদার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না আর দুর্ভাগ্য তাকে দোযখ পর্যন্ত পৌঁছাবে। যদি সে জন্ম না নিত তাহলে তা-ই তার জন্যে কল্যাণকর হতো। অতএব যে-সব লোক শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে আর তাদের ওপরে ভূমিকম্প ভেঙ্গে পড়বে আর দুর্ঘটনার ঝড় প্রবাহিত হবে এবং জাতিসমূহ হাসি-ঠাট্টা করবে আর পৃথিবী তাদের ওপরে কঠোরভাবে উপস্থিত হবে পরিশেষে তারাই বিজয় লাভ করবে এবং কল্যাণের দরজা তাদের জন্যে উন্মুক্ত করা হবে" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক)।

আল্লাহ্ সকলের সার্বিক কল্যাণ করুন। আমীন।

[নেযামে বায়তুল মাল, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয় পাকিস্তান ও ভারত পুস্তকদ্বয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে]

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আমার জীবন

মূল-শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন

(৫ম কিস্তি)

ধর্ম প্রচারে অর্থ ঃ

১৮৮২ সালে আমার পিতা বোম্বে থেকে সেকেন্দরাবাদে আসেন। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ই একমাত্র জানেন কেন তিনি অর্থোপার্জন করতে পারেন নি। আমরা সে সময়ে সর্বক্ষণই আর্থিক টানাটানিতে ছিলাম। প্রায় সময়েই ঋণে ডুবে থাকতাম ও বিরাট অঙ্কের সুদ দিতাম। আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অনেক মামলা-মোকদ্দমা কোর্টে লেগে থাকতো। অনেক সময় আমাদের বিরুদ্ধে অনেক ডিক্রী ও ওয়ারেন্টও বের হতো। এবং শেষকালে ১৯০৪ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে আব্বাজান মারা যান। তিনি তার সাতজন উত্তরাধিকারীর জন্য মাত্র ২৫০০ টাকার একখানা ইনস্যুরেন্স পলিসি রেখে যান।

যাহোক একদিকে ব্যবসার অবস্থা খারাপ এবং অন্যদিকে খারাপ মন নিয়ে আমি ঠিক করলাম চাকরি নেবো। কিন্তু শুধু ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি বলে বেশী বেতনে চাকরী পাব না- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উক্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম। আল্লাহ্র হুকুমও ছিল তাই। কারণ পরম করুণাময়ের এ ইচ্ছাই ছিল যে, আমি একমাত্র তাঁরই ভৃত্য হয়ে থাকি এবং ধর্মের সম্প্রসারণের জন্য কাজ করি।

আব্বাজান মারা যাবার সময় আমার বয়স ছিল ২৭ বছর। আমাদের দ্বিতীয় ভাই ছিল আহমদ (১৯) তৃতীয় গোলাম হোসেন (১৩) এবং কনিষ্ঠ কাসিম আলী (৫)। কাসিম বড় হয়ে আহলে হাদীসভুক্ত হয়ে পড়ে।

ধর্মের প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য টাকার দরকার। কিন্তু কোথায় পাবো টাকা? আব্বাজান শুধু ব্যবসাটি রেখে গেছেন যে ব্যবসা নিয়ে তিনি নিজে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ যে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন যে, ধর্ম প্রচারই আমার কাজ। সুতরাং এর জন্য অর্থের উপায় করাও তাঁরই কাজ। এবং তারপর থেকে সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ হ'ল। সেই ব্যবসাতেই আমরা হাজার টাকা মুনাফা করলাম। প্রত্যেক বছর এই মুনাফার অঙ্ক ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা অনেক লাখ টাকার মালিক হয়ে পড়লাম। এর পরই সব টাকা আমি ভাইদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিলাম। আমার জন্য কপর্দকও বেশী রাখলাম না।

আমার আহমদীয়ত গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত চল্লিশটি বছর কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আল্লাহ্ আমাকে এত ধনরত্ন দিয়েছেন যে, প্রথম ২২ বছরে আমি ধর্মের জন্য ৩ লাখ টাকা এবং পরবর্তী ১৮ বছরে আরও ৯ লাখ টাকা ব্যয় করতে সমর্থ হয়েছি। করুণাময়ের অপার করুণার ফলে আমি আহমদীয়তের প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য সর্বমোট ১২ লাখ টাকা ব্যয় করেছি এবং এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, ধর্মের জন্য কাজ করতে গেলে প্রয়োজন আল্লাহ্র বিশেষ আশীর্বাদ এবং পরে প্রয়োজন অগাধ অর্থের। এই দুটোই করুণাময় আমাকে মঞ্জুর করেছেন।

ধর্ম প্রচারে সময় ঃ

আমাদের পার্থিব সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে যা যা বলেছি সময় সম্পর্কেও ওসব কথা খাটে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সঠিক তাৎপর্য না বুঝে আমরা সিনেমা বায়স্কোপ ইত্যাদি এবং অন্যান্য সমতুল্য আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকবার জন্য সময় ক্ষেপণ করে থাকি। মুসলমানেরা যে সময়ের তাৎপর্য বুঝছে না এটা আরও অনুতাপের, কেননা আজকে ইসলামের উপর অমুসলমানরা একসাথে এবং একতালে আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের ঘরেই যখন শত্রুরা অগ্নিসংযোগ করছে তখন কি বাইরে বসে হালকা আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকবার সময় আমাদের আছে? এই বিশেষ বিপদসঙ্কেত গ্রহণ না করে মুসলমানরা বাজে আমোদে এখনও সময় ক্ষেপণ করছে। তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ...!

যাহোক, এক কথায় বলতে গেলে সময় হলো এমন একটা জিনিস যা সর্বশক্তিমান আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা এর সদ্ব্যবহার করি। ধর্মের প্রচার এবং কাজের জন্য সময় ও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন ব্যবসা নিয়েই ভোর পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আমাদের ব্যস্ত থাকতে হ'ত। কিন্তু আল্লাহ্র যে ইচ্ছা, আমি ধর্ম-কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তাই তিনি আশ্চর্য উপায়ে আমাকে ব্যবসায়ের ব্যস্ততা থেকে মুক্তি দিলেন।

আল্লাহ্র প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ঠিক করলাম যে, হজ্জ করতে যাব এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায়ের যেসব কাজ-কর্ম আমি করতাম সে সব আমার ছোট আহমদ ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে হজ্জ যাত্রার জন্য তৈরী হলাম। ঠিক এমনি সময়ে ১৯১৪-১৯ সালের মহাযুদ্ধ বাঁধলো এবং আপ্রাণ চেষ্টার পরেও আমি ছাড়পত্র যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। এমনিভাবে দীর্ঘ ৭ বৎসরের জন্য আমার হজ্জে যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো ...।

এই দীর্ঘ সময়েও আমি ব্যবসায়ের কাজ পুনরায় নিজ হস্তে গ্রহণ করলাম না। এটা আসলে আল্লাহ্র এক গোপন পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, এমনিভাবে আমি ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করলাম এবং ধর্ম-কর্মে মন-প্রাণ প্রদান করলাম। ...

আমাদের পরিবার ও ধর্ম

আমরা ছিলাম চার ভাই। এখন বাড়ীর কত্রী ছিলেন আমাদের সৎ মা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। আমাদের এক ব্যবসায় একজন আহ্লে হাদীস অংশীদার ছিলেন। ওর সাথে মেলা-মেশায় আমি এবং আমার কনিষ্ঠ ভাই কাসিম আলী আহলে হাদীসদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে আমি সত্যিকার ইসলাম বা আহমদীয়ত গ্রহণ করি। কাসিম আলী কিন্তু ধীরে ধীরে আরও গোঁড়া আহলে হাদীসভুক্ত হয়ে পড়ে এবং আহমদীয়তের অন্যতম বিরুদ্ধাচারী হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মাত্র ৪১ বছর বয়সেই সেই বিশ্বাস নিয়েই কাসিম মারা যায়। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

আমার তৃতীয় ভাই গোলাম হোসেনও কাসিম আলীর মত আমার সৎ ভাই। তিনি অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না এবং সুন্নী-খোজা, শিয়া ইত্যাদিকে একই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতেন। উপরোক্ত যে কোন সম্প্রদায়ের সাথে তিনি নিজের ছেলে-মেয়ে বিয়ে দিতেন। এমনিভাবে ৬১ বৎসর বয়সে

প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে পারার আগেই তিনিও মারা যান। আল্লাহ্ তাঁকেও ক্ষমা করুন!

আমার দ্বিতীয় আহমদ ভাই সব সময়ে আমার মতামত নিয়েই চলত। ব্যবসায়ের অনেক কাজ আমাকে বিরক্ত না করে ব্যক্তিগত ভাবেই করে ফেলত। সে সব সময়ই আমার প্রতি একটা বিরাট শ্রদ্ধা পোষণ করত। আল্লাহ্ যেন তাঁকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করেন। ধর্মীয় দিক দিয়ে সে সবাইকে সমান জ্ঞান করত। আহ্মদীয়তের মূল সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও খোলাখুলিভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করার সাহস তার কখনও হয় নি।

আহমদ ভাইকে আহমদীয়তের সত্যতা উপলব্ধি করানোর জন্য প্রায়ই আমি ওর সাথে আলাপ-আলোচনা করতাম। একদিন এর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে বললাম, আমাদের বর্তমান ইমাম দ্বিতীয় খলীফা যে প্রার্থনা করেন আল্লাহ্ তা কবুল করেন। কথা প্রসঙ্গে তাকে বললাম, যে সমস্ত কাজ সম্পর্কে ও নিজে বিশেষ আস্থাবান নয় সে সবের জন্যও ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করতে পারে যেন তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন। আহমদ সত্যিই ইমাম দ্বিতীয় খলীফাকে অনুরোধ করল এবং অল্পদিনের মধ্যে আহমদ ভাই ওসব ব্যবসায় আশ্চর্য সাফল্য লাভ করে। এর পর থেকে আহমদীয়তের উপর ওর বিশ্বাস বেড়ে যায় ও খলীফা সাহেবকে নজরানা পাঠাতে আরম্ভ করে। মধ্যে মধ্যে একই সাথে ১০,০০০ টাকার চেক পর্যন্ত পাঠিয়েছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ওকে আহমদীয়তের মূল সত্যটুকু বুঝানো কিন্তু সেটা না বুঝে ও শুধু নজরানা পাঠাতেই থাকল এবং ধর্মের কাজে আমাকেও বিরাট অঙ্কের টাকা দিল। আমার এই দ্বিতীয় ভাইও ১৯৫৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ৭০ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলা যেন তাকে চির শান্তি দান করেন।

আমাদের মরহুম পিতাকে একে একে চারবার বিয়ে করতে হয়েছিল। আমাদের চতুর্থ মা সাংসারিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সুচতুরা ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অন্যান্য আগাখানীদের মত অজ্ঞই ছিলেন। পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তাঁকেও যেন ক্ষমা করেন! আমীন!!

আমার জীবন সঙ্গিণী ঃ

আমি নিজে আগাখানী ছিলাম বলে বিয়েও করেছিলাম আগাখানী মেয়ে। আমার স্ত্রী সংসার কর্মে অত্যন্ত সুচতুরা ছিলেন। এর প্রয়োজনও ছিল খুবই। কেননা, আমরা সৎ মা নিয়ে ঘর করছিলাম। ছেলেমেয়েদের বা পরিবারের অন্যান্যদের অসুখ-বিসুখের ব্যাপার থেকে শুরু করে সংসারের অন্যান্য প্রত্যেকটি কাজকর্ম তিনি নিজে এমনভাবেই করতেন যাতে আমাদের কখনই বিরক্তি অনুভব না করতে হয়। অনেক কাজ তিনি এমনভাবে করতেন যে, আমি তার কিছুই জানতে পারতাম না। এদিক দিয়ে আমার জীবন অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ছিল। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খোজা। সুতরাং একজন খোজার কাছ থেকে কি এমন আর আমি আশা করতে পারতাম?

কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্তাআলা ছিলেন প্রথম থেকেই আমার সহায়। আমার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আমার ভাবী শ্বশুরের বাড়ীর নীচের তলায় এক ধর্মভীরু পরিবার বাস করত। সেই পরিবারের কর্ত্রীর সাথে আমার ভাবী পত্নীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে যায় এবং আমার ভাবী-পত্নী তাঁকে ওযূ ইত্যাদির জন্য পানি দেয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য আরও অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করতেন। এমনিভাবে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাওয়াতে তিনি আমার ভাবী-স্ত্রীকে ধর্মোপদেশ দিতে শুরু করেন যার ফলে তিনি নামায ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং গোপনে নামায পড়তে ও রোযা রাখতে শুরু করে দেন। মনে মনে তিনি এই সঙ্কল্প করেন যে, এমন কি তাঁর স্বামীর অমতেও তিনি গোপনে এই অভ্যাস বজায় রাখতেন। নিজের বাড়ীতেও এ সবের জন্য তাকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

আমার সাথে বিয়ে হওয়ার পরও তিনি আল্লাহ্র মহান কার্যক্রম অনুসারে আমার অজান্তেই নামায রোযা ইত্যাদি পালন করে যেতে থাকেন। পরে আমি আহমদীয়ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উক্ত বিশ্বাস গ্রহণ করেন। পরে তিনিও একজন বড় সাধক রূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হন।

তিনি গভীর মনোনিবেশ ও নিষ্ঠার সাথে নামায রোযা ইত্যাদি পালন করেন। তাঁর এই নিষ্ঠাবান প্রার্থনা আল্লাহ্ও গ্রহণ করেছেন, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে 'খলীফা' উপাধি দানের মাধ্যমে।

ধর্মীয় কার্য-কলাপেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন এবং চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহ করার কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না। আমাদের লন্ডন মসজিদকে যখন সংস্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন প্রত্যেক জামাতের মেয়েদের কাছে চাঁদা দিতে আবেদন জানান হয়। আমার স্ত্রী যদি শ'দুয়েক টাকা দিতেন তাহলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তিনি তাঁর সঞ্চিত পুরো এক হাজার টাকাই দিয়ে দেন।

এ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমাম হযরত আমীরুল মু'মিনীন ১৯৩১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর "আল্ ফযল" পত্রিকায় লেখেন ঃ

"আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমাদের জামাতে নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক মহিলারও অভাব নেই- যেমন অভাব নেই পুরুষ লোকের। আমাদের জামাদের শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীনের মত মানুষ আছেন, যিনি ধর্ম এবং জামাতের উপর "ইসলামের শিক্ষা" "কুরআন ও হাদীসের অনুচ্ছেদ" ইত্যাদি সহ অনেকগুলো মূল্যবান পুস্তক লিখেছেন এবং নিজের খরচে ছাপিয়ে বিলি করেছেন। তাঁর কোন কোন বই এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, যার সাত-আটটিরও বেশি সংস্করণ ইতোমেধ্যেই বেরিয়ে গেছে এবং সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী হাজার হাজার লোক সে সব বই পড়ে লাভবান হয়েছে। আমি জানতে পারলাম তাঁর স্ত্রীও তাঁর মতই আহমদীয়তের একনিষ্ঠ সেবিকা। আমি আরও জানতে পারলাম যে, তাঁর স্ত্রী অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে যে অর্থ জমিয়েছেন তার সবটাই তিনি লন্ডন মসজিদের মেরামতের জন্য দান করে দিয়েছেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থের একটা ক্ষুদ্র অংশও একজনের দানের পক্ষে যথেষ্ট হ'ত। তাঁকে অনেকেই পরামর্শও দিয়েছিলেন কিছুটা অর্থ নিজের কাছে রেখে দিতে। কিন্তু তিনি কারও কোন কথাই না শুনে সবটাই এই মহান উদ্দেশ্যে দান করে দিয়েছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস এই যে, ভাল কাজ করার এ রকম সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। একটি মহৎ কাজের জন্য দিয়ে এ টাকা আমি আল্লাহ্র ব্যাংকেই জমা রাখলাম। (চলবে)

অনুবাদ - **মৌঃ আবূ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন**

নেসাবে ওয়াক্‌ফে নও

(১৪ থেকে ১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য)

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে ওয়াকেফীনে নওদের প্রথম দল এখন ১৩ বছর বয়সে পৌছে গেছে। ঐ সময় নিকটে আসছে যখন কিনা এসব ছেলে মেয়েরা ধর্মের সেবার জন্যে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে উৎসাহের সাথে অংশ নিবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

পিতা-মাতা ও জামাতী ব্যবস্থাপনার ওপরে তাদের তা'লীম ও তরবিয়তের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইতঃপূর্বে ওকালতে ওয়াকফে নও তিনটি নেসাব (পাঠ্য-সূচী) উপস্থাপন করেছে- ছয় বছরের জন্যে, দশ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্যে এবং ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্যে। এখন ১৪ - ১৫ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের জন্যে নেসাব (পাঠ্য-সূচী) উপস্থাপন করা যাচ্ছে। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর পাঁচটি খুতবা আগেই ওকালতের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার নিকট পৌছে দেয়া হয়েছে। এভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সাহিত্যাদিও সেক্রেটারীদের মাধ্যমে পৌছে দেয়া হচ্ছে। যদি আপনার নিকট সাহিত্যাদি না পৌছে থাকে বা আপনি ওকালতের সাথে সংযোগ না করে থাকেন তাহলে ওকালতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

পিতামাতা, ওয়াকফে নও সেক্রেটারী সাহেবান ও মুরব্বী সাহেবান । মোয়াল্লেম সাহেবানদের নিকট নিবেদন এই যে, কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে ওয়াকেফীনে নওদের তরবিয়তের পবিত্র দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের এ নগণ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন ও বরকতমন্ডিত করুন, (আমীন, তা-ই হোক)।

প্রিয় ওয়াকেফীনে নও!

● এখন ঐ সময় সন্নিকটে এসে গেছে যখন আপনারা প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ্‌তাআলার ধর্মের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করবেন, ইনশাআল্লাহ্‌।

● আপনার জন্যেও আপনার সব ওয়াকেফীনে নও সাথীদের জন্যে প্রাণের গভীর থেকে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সকলের ওয়াকফ গ্রহণ করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা সকলে বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের অঙ্গীকার পূরণ করি (আমীন)।

● আপনার জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তাআলার বাণী সারা বিশ্বে পৌছে দেয়া, সারা বিশ্বকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে সমবেত করা।

● ইহা দুনিয়ার সবচে' মহান কাজ। এর চে' আর কোন উত্তম কাজ নেই। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে আপনার নিজের সম্পর্ক সৃষ্টি না হবে, আল্লাহ্‌র সাথে আপনার ভালবাসা সৃষ্টি না হবে।

এজন্যে আবশ্যক যে, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামায আদায় করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক দিন রীতিমত কুরআন করীমের তেলাওয়াত করবেন এবং প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে চিন্তা করবেন যে, ইহা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট পসন্দনীয় হবে, না কি হবে না।

যদি আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় কাজ হয় তাহলে উৎসাহের সাথে ঐ কাজ করুন নচেৎ ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করুন। কেননা, ঐ কাজ আপনার প্রিয় আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় নয়।

এ প্রসঙ্গে আপনি আপনার পিতা-মাতা, বুযূর্গদের ও মুরব্বী সাহেবানের সাথে পরামর্শও করতে পারেন।

● ওয়াকালতে ওয়াকফে নও ওয়াকফে নওদের পাঠ্য-সূচী প্রণয়ন করে আসছে। ইতঃপূর্বে ৩টি পাঠ্যসূচী উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনারা ওগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। যদি ওগুলোর মাপকাঠিতে আপনি নিজের মধ্যে কমতি দেখেন তাহলে উহা পুরো করুন।

● ইহা স্মরণ রাখুন আপনি যে পুণ্য কথাগুলো শিখেছেন সেগুলোর ওপরে আমল করুন। যেমন, আপনারা দোয়াগুলো মুখস্ত করেছেন তাই অবস্থা ও সময়ানুযায়ী ঐ দোয়াগুলো করুন। যদি আপনি ঘরের আদব-কায়দা, খাবার আদব-কায়দা, মসজিদের আদব-কায়দা প্রভৃতি পাঠ করে থাকুন তাহলে প্রত্যেক বিষয়ের আদব-কায়দার প্রসঙ্গে চিন্তা করুন আপনি কি আপনার দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর আমল করেন বা করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

● দৈনন্দিন জীবনের কতগুলো কথা আগেও বর্ণনা করেছিলাম। কিন্তু ওগুলো গুরুত্বপূণ হওয়ার কারণে ওগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যাচ্ছে।

● বাধ্য-বাধকতার সাথে বা-জামাত নামায আদায় করার সাথে সাথে এর অর্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।

● রীতিমত প্রত্যেকদিন কুরআন তিলাওয়াত করুন আর অনুবাদের সাথে কুরআন পাঠ করার চেষ্টা করুন।

● আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করতে থাকুন। নিজের ছোট ছোট প্রয়োজন পুরো করার জন্যেও আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করুন।

● ঘরে- **আস্‌সালামু আলায়কুম, জাযাকুমুল্লাহ্‌, মাশাআল্লাহ্‌, বিসমিল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌, ইনশাআল্লাহ্‌, সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম** প্রভৃতি বাক্য নির্দিষ্ট সময়ে বলার অভ্যাস সমুন্নত রাখুন।

● এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রোগ্রামগুলো রীতিমত দেখুন, বিশেষ করে জুমুআর খুতবা ও শিশুদের প্রোগ্রাম প্রভৃতি।

● ভাষা শিক্ষা করার দিকে দৃষ্টি দিন। উর্দূ এবং আরবী শিখা তো প্রত্যেক ওয়াকেফের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতিরেকে আরও একটি অতিরিক্ত ভাষা শিখুন। যেমন ইংরেজী, চীনা, রাশিয়ান, ডাচ, স্পেনিশ, ফ্রান্স, তুর্কী, নরওয়েজিয়ান প্রভৃতি (যতই ছোট বয়সে হয় ততই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভাষা শিখা যেতে পারে)। ভাষার ব্যাপারে উচ্চ মানের পান্ডিত্য অর্জন করুন। এম.টি.এ থেকে প্রচারিত ভাষাগুলোর ভিডিও ক্যাসেট ওকালতে ওয়াকফে নও থেকে মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে।

● ঘরে তাড়াতাড়ি ঘুমুতে যাওয়ার ও তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগার অভ্যাস সৃষ্টি করুন।

● যুগ-খলীফা কর্তৃক ঘোষণাকৃত তাহ্‌রীকগুলোতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন। যেমন - তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ প্রভৃতি।

● জামাতের ব্যবস্থাপনা ও অংগ-সংগঠনের কল্যাণপ্রদ সদস্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করুন। ওগুলোর পক্ষ থেকে যদি কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহলে হৃষ্টচিত্তে তা পালন করুন।

● প্রিয় খলীফা (আইঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্যে পত্র লিখতে থাকুন।

● আনুগত্যের অভ্যাস সৃষ্টি করুন আর যখন বুযূর্গদের পক্ষ থেকে কোন কাজ করার জন্যে বলা হয় তখন সানন্দে করুন এবং যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করা হয় তখন মান্যকারী হোন।

● খেদমতে খালক (সৃষ্টি-সেবা) এ অংশ নিতে থাকুন। যেমন রুগীদের পরিচর্যা করা, খাবার বন্টনের কাজে অংশ নেয়া এবং প্রতিবেশীর অধিকারসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

● ব্যক্তিগত শ্রমের মর্যাদার (ওয়াকারে আমল) অভ্যাস সমুন্নত করুন যেমন ঘরের বাজার-সদায় এনে দেয়া, নিজের জুতো পালিশ করা আর অন্যান্য ছোট-খাট কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করা।

● তশহিযুল আযহান, আল্ ফযল (উর্দূ পত্রিকা), পাক্ষিক আহমদী, আহ্‌বান, আনসারুল্লাহ্ প্রভৃতি জামাতী পত্রিকাসমূহ পাঠ্যাভাস গড়ে তুলুন।

● ওয়াকফে নও প্রসঙ্গে প্রকাশিত প্রবন্ধটি, নির্দেশাবলী ও ঘোষণাসমূহ অবশ্যই পাঠ করুন।

● কিচ্ছা-কাহিনী সম্বলিত পুস্তকাদি অবশ্যই পাঠ করুন তবে একথা স্মরণ রাখুন যে, কাহিনীগুলো যেন নিজ চরিত্রকে উত্তম করার লক্ষ্যে হয়। চরিত্র বিনষ্টকারী কৌতুক ও কাহিনী এড়িয়ে চলুন। ভাল ভাল কাহিনী নির্বাচিত করতে পিতা-মাতা পথ-নির্দেশনা দিতে থাকুন।

● স্কুলের পড়াশুনার সাথে সাথে পাঠ-সূচী বহির্ভূত উৎসাহব্যঞ্জক (যেমন সাহিত্য চর্চা ও খেলা-ধূলা প্রভৃতি) কর্মকান্ডে অংশ নিন। এ প্রসঙ্গে পিতা মাতা ও শিক্ষকদের নিকট থেকে পথ-নির্দেশনা নিতে থাকুন।

● সময়নিষ্ঠ হতে চেষ্টা করুন। আর দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মের সময় নির্ধারণ করে তা মেনে চলুন।

ধর্মের প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা প্রাণে সৃষ্টি করুন।

● ব্যায়ামের অভ্যাস করুন। আর স্বাস্থ্য ভাল হয় এমন খেলাধূলা করুন। যেমন সাঁতরানো, গুলাইল দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা, এয়ারগান, ফুটবল, মিরো ডাব্বা, সাইকেল চালানো প্রভৃতি।

পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। প্রত্যেক দিন দাঁত মাজা, রীতিমত গোসল করা, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, জুতো পরিষ্কার রাখা, বই-পুস্তক ও খাতাগুলোতে যেন ধূলো না পড়ে। এমনিভাবে গলি, পাড়া পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

● নিজের পরিবারের সত্য কাহিনী ও ঘটনাবলী স্মরণ রাখুন যে, আপনার পরিবার কখন আহমদী হয়েছে? কী কী কুরবানী করেছে? কী কী দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলো? আর আপনার পরিবারের ওপরে আল্লাহ্‌তাআলার কী কী আশিস বর্ষিত হয়েছে?

● প্রত্যক দিন ডায়েরী লেখার অভ্যাস করুন। আর তাতে বিশেষ করে হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর এম.টি.এতে শিশুদের ক্লাসে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন উন্নতির প্রতিবেদন প্রভৃতি লিখে রাখুন।

● মনে রাখুন, এ পাঠ-সূচীর সীমা সবচে' কম। চেষ্টা করুন যেন, এথেকে অধিক জ্ঞান লাভ হয়। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হযরত মুসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী

- ডঃ বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়

মুসার উপর অবতীর্ণ পঞ্চম গ্রন্থ ডিউটেরোনোমীতে উল্লেখিত যে ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার উপর ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হইবে। এই দৃষ্টিকোণ দিয়া মোহাম্মদ সাহেব সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতেছেন। কারণ মোহাম্মদ সাহেব পবিত্র আত্মার নিকট হইতে ঐশ্বরিক বাণী লাভ করেন। মুসার ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্য-ঋষি সম্পর্কে আরো বলা হইয়াছে যে, তিনি ঐশ্বরিক আজ্ঞাবলী প্রচারিত করিবেন। রেভারেন্ড অসওয়ার্থ স্মিথ প্রণীত মোহাম্মদ এন্ড মোহাম্মেডানিজম গ্রন্থে এই সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, মোহাম্মদ সাহেবের উপর ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হইত, যাহা তিনি "কুরআন" নামক গ্রন্থে সংকলিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেন। মোহাম্মদ সাহেব প্রকৃত ঐশ্বরিক বাণীই প্রচারিত করেন। যদি তিনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রকৃত অন্তিম ঋষি না হইতেন অথবা ঐশ্বরিক বাণীর নামে অন্য অসত্য বাণী প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তিনি জীবিত থাকিতে পারিতেন না। কারণ মুসার উক্ত পঞ্চম গ্রন্থে যে স্থানে ঋষি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে সে স্থলে ইহাও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কেহ মিথ্যাভাবে নিজেকে ঋষি বলিয়া প্রকাশ করে, ঐশ্বরিক বাক্য প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও অসত্য বাক্য প্রচার করে, তাহা হইলে তাঁহার অপঘাতে মৃত্যু হইবে। অতএব মহর্ষিগণের বিষয়ে এই দৃঢ়চিত্ততা ও সৎসাহস থাকা আবশ্যক যে, যদি কেহ নিজেকে ঋষি-নবী বলিয়া প্রকাশ করেন এবং তাহার উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব- সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বিনা দ্বিধা ও বিনা সংকোচে স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য।

মোহাম্মদ সাহেব সম্পর্কে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে মোহাম্মদ সাহেব অল্প বয়সে অকাল মৃত্যুতে মরেন নাই বা কোন ঘাতক দ্বারা অপঘাতে নিহত হন নাই। ঐশ্বরীয় বাণী প্রচার করিবার পথে মোহাম্মদ সাহেবের উপর দুরাচারীগণ বহু আক্রমণ করে, তথাপি তিনি সত্য প্রচার হইতে বিরত হন নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাহার জীবন সঙ্কটময় হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে অনুপ্রাণিত করা হয় যে, তিনি যেন সত্য প্রচারে কোন প্রকার দ্বিধা ও ভীতি অনুভব না করেন। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার রক্ষাকর্তা আছেন। সুতরাং বিধর্মীগণ কর্তৃক তাঁহার প্রাণ সংহার করার আশঙ্কা নাই। এই জন্য তিনি নির্ভীকচিত্তে লাখ লাক শত্রুর মাঝেও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ওহি তথা আদেশাবলী প্রচারিত করেন।

এক্ষণে মোহাম্মদ সাহেব কর্তৃক উচ্চারিত

ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছিলো কিনা, লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

মোহাম্মদ সাহেব যখন একেশ্বরাবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন মক্কাবাসীগণ তাঁহার চরম শত্রুতে পরিণত হয়। এমনকি তাহারা মোহাম্মদ সাহেবকে নিজ জাতি হইতে বহিস্কৃত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র লিখেন। উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে সকল সম্প্রদায়ের লোক স্বাক্ষর দান করার পর উহা মক্কার উপাসনালয়ে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ফলে মোহাম্মদ সাহেবকে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত 'আবু তালিব' নামক গিরিবর্ত্মে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত স্থান মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এইভাবে দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মোহাম্মদ সাহেব তাঁহার পিতৃব্য আবু তালিব মারফত মক্কাবাসীগণকে সংবাদ দেন যে, ঈশ্বর কর্তৃক আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, তাহাদের প্রতিজ্ঞাপত্র উইপোকা খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। উহাতে ঈশ্বরের নাম ব্যতীত সকল শব্দই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞাপত্র বাতিল হইয়া গিয়াছে। আবু তালিব মক্কাবাসীগণের নিকট যাইয়া মোহাম্মদ সাহেব প্রদত্ত সংবাদ প্রচার করেন এবং মোহাম্মদ সাহেবকে স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিত করিতে পরামর্শ দেন। মক্কাবাসীগণ স্বীকার করেন যদি মোহাম্মদ সাহেব কথিত সত্য হয় এবং প্রতিজ্ঞাপত্র উইপোকা দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোহাম্মদ সাহেবকে ফিরাইয়া লওয়া হইবে। অন্যথায় তাহাকে ঐ অবস্থায় আবদ্ধ রাখা হইবে। ইহার পর প্রতিজ্ঞাপত্রের সন্ধান লইয়া দেখা গেল যে, প্রকৃতভাবেই ঈশ্বরের নাম ব্যতীত সকর শব্দ উইপোকা নষ্ট করিয়া দিয়েছে। তখন মক্কাবাসীগণ মোহাম্মদ সাহেবকে গিরিবর্ত্মে হইতে বাহির হইবার অনুমতি দেন। ইহার দ্বারা মোহাম্মদ সাহেবের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। তিনি তিন বছরকাল সমাজ হইতে বহিস্কৃতভাবে গিরিবত্মে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞাপত্র উইপোকা দ্বারা নষ্ট হওয়ার বিষয় ঘোষণা করেন, যাহা ইতিপূর্বে মক্কাবাসীগণও জানিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মোহাম্মদ সাহেব একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আরবের হেজাজ প্রদেশে এরূপ ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হইবে যে, উহার আলোকে বসরা প্রদেশের পর্বত পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিবে। মোহাম্মদ সাহেবের অন্তর্ধানের পর সন ৫৪ হিজরীতে মদীনার অনতিদূরে এক বিরাট অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং উহা দীর্ঘদিন যাবৎ স্থায়ী ছিলো। তৃতীয় ঘটনা এই যে, মোহাম্মদ সাহেব তাঁহার জামাতা উসমানকে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি লোকজন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শহীদ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী বোখারী শরীফের হাদিসে উল্লেখিত আছে। মোহাম্মদ সাহেবের পরলোকগমনের চব্বিশ বছর পর উক্ত ঘটনা বাস্তবায়িত হয়।

চতুর্থ ঘটনা এই যে, এক দিবস মোহাম্মদ সাহেব হজরত আলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এক ব্যাক্তি তাঁহার মস্তকে প্রহার করিবে যার ফলে তাঁহার শ্মশ্রুমন্ডলী রক্তসিক্ত হইবে এবং শহীদ হইবেন। মোহাম্মদ সাহেবের অন্তর্ধানের ত্রিশ বছর পর মুলজিম খারেজী নামক এক ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় হজরত আলীর মস্তকে আঘাত করে এবং উহার রক্তে তাঁহার শ্মশ্রুমন্ডলী সিক্ত হইয়া যায় এবং তিনি শহীদ হন। পঞ্চম ঘটনা এই যে, এক দিবস মোহাম্মদ সাহেব ধর্মালোচনা করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ নাতি হাসান তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মোহাম্মদ সাহেব তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আমার এই বালক একদিন নেতা হইবে এবং মুসলমানগণের মধ্যে দুই বিরোধী দলকে সম্মিলিত করিয়া দিবে। সত্য সত্যই মোহাম্মদ সাহেবের পরলোকগমনের ত্রিশ বছর পর সন ৪০ হিজরীতে উক্ত হাসান স্বয়ং খলিফা হন। সেই সময় আমীর মোয়াবিয়ার সহিত যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছিলো, তখন তিনি তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। ইহার ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুই বিরোধী দল একত্রিত হন এবং সকলের মধ্যে আনন্দ প্রবাহিত হইতে থাকে।

ষষ্ঠ ঘটনা এই যে, মোহাম্মদ সাহেব মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গোপনে মদিনার পথে যাইতেছিলেন। কিন্তু ধর্মশত্রু কোরেশগণ তাহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। পুরস্কার লাভের আশায় ব্যক্তির ন্যায় 'সুরাকা' নামক এক ব্যক্তিও অশ্বের উপর আহোরণ করিয়া মোহাম্মদ সাহেবকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক সময় মোহাম্মদ সাহেবকে দেখিতে পাইয়া 'সুরকা' তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া মোহাম্মদ সাহেব বলিলেন, হে ভূমি উহাকে গ্রাস কর। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বসহ সুরাকার হাঁটু পর্যন্ত মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সুরাকা অত্যন্ত ভীত হইয়া মোহাম্মদ সাহেবের নিকট নিজের মুক্তি প্রার্থনা করিল। তখন মোহাম্মদ সাহেবের আদেশে ভূমি সুরাকাকে নিস্কৃতি দিলো। এইভাবে তিনবার সুরাকা কর্তৃক আক্রমণ প্রচেষ্টা এবং তাহাকে ভূমি গ্রাস করার ঘটনা ঘটে। তখন সুরাকা নিরূপায় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলো যে, সে মোহম্মদ সাহেবের কথা কোন ব্যক্তিকে বলিবে না এবং তাহাকে ধোঁকা-প্রবঞ্চনা দিবে না। মোহম্মদ সাহেব তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সুরাকা তার উদারতা ও ক্ষমাশীলতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইল। অতঃপর সে তাহার নিকট হইতে একটি প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করিলো যে, যে দিন সমগ্র আরব ভূমিতে আপনার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে দিন যেন সপরিবারে আমি নির্বিঘ্নে থাকি। মোহম্মদ সাহেব তাহাকে উক্ত প্রতিশ্রুতি দান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, একদিন ইরান সম্রাট কেসরার স্বর্ণময় কঙ্কর তোমার হস্তে পরিধান করান হইবে। মোহাম্মদ সাহেবের পরলোকগমনের মাত্র পাঁচ বছর পর সন ১৬ হিজরীতে দ্বিতীয় খলিফা উমরের শাসনকালে 'সাদ' নামক সেনাপতি কর্তৃক ইরান সম্রাট নিহত হন। ইহার ফলে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় এবং উহা মদিনায় নীত হয়। খলীফা উমর সকল ধন-সম্পদ দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন এবং সম্রাটের স্বর্ণময় কঙ্কর সুরাকার হস্তে পরিধান করাইয়া দেন। তখন সুরাকা মোহম্মদ সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা প্রকাশ করিল এবং উহা বাস্তবে পূর্ণ হওয়ার জন্য অতীব আনন্দিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় খলিফা উমরও আমোদিত হইলেন।

এইভাবে বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মোহম্মদ সাহেব যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন, উহা বাস্তব জীবনে সত্যে পরিণত হইত। অতএব মুসার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী ঋষি একমাত্র মোহম্মদ সাহেবই ছিলেন। কারণ তিনি সর্বদিক দিয়া মুসার অনুরূপ ছিলেন, মুসার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত।

(সৌজন্যেঃ দৈনিক সংগ্রাম) তাং ২৯-৫-২০০১)

সম্পাদকীয় নোট ঃ

আহমদী জামাত নিঃসন্দেহে নবী করীম (সঃ)-কে 'খাতাম' শব্দের সব অর্থে খাতামুন্নবীঈন মানে এমন কি শরীয়ত ও নবুয়তের পূর্ণতা ও চরমত্বের অর্থে শেষ নবীও মান্য করে থাকে। কিন্তু এ প্রবন্ধটি দ্বারা যদিও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু এতদ্দ্বারা তিনি যে শেষ নবী তা কীভাবে প্রমাণিত হয় তা সংগ্রাম কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে বলবেন কি ?

– নির্বাহী সম্পাদক

নতুনদের পাতা

ইসলাম ধর্মের বিজয়

"তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন। মুশরিকগণ যত অসন্তুষ্ট হউক না কেন" (সূরা ঃ আস্ সাফফ্ ঃ ১০)

মহান আল্লাহ্তাআলা মানব সৃষ্টির পর মানব সভ্যতা গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাই মহান আল্লাহ্তাআলা ফিরিশ্তাদের ডেকে বল্লেন, 'ওয়া ইযক্বালা রব্বুকা লিল্ মালায়কাতি ইন্নি জায়িলুন ফিল্ আরযি খালীফা' অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি। (সূরা বাকারা ঃ ৩১)। খলীফার মাধ্যমে মানব সমাজ গঠনের দ্বার উন্মুক্ত করেন। আমরা আইয়ামে জাহিলিয়তের ইতিহাস পাঠ করলে নেতৃত্বহীন মানবের অবস্থা কত নাজুক ছিল তা জানতে পারব। মহান আল্লাহ্ হযরত আদমের (আঃ) মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রথম বুনিয়াদ গঠন করেন। হযরত আদমের (আঃ) পর হতে যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। মানব যখনই বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে তখনই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন করুণার হাত বাড়িয়ে মানবকে মানব সভ্যতার দিকে পরিচালিত করেছেন নবী রসূলের মাধ্যমে। কোন সমাজ রাষ্ট্র, সংগঠন ইত্যাদি পরিচালিত হতে হলে যেমন একজন পরিচালকের দরকার তদ্রূপ ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা চালনার জন্যও একজন পরিচালক বা প্রতিনিধির দরকার। সুতরাং মহান আল্লাহ্তাআলা ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার নিমিত্তে যুগে যুগে নবী, রসূল খলীফা মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে থাকেন। যাদেরকে পরিচালনার শক্তি আল্লাহ্তাআলা নিজেই দিয়ে থাকেন। হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) সকলেই এ দায়িত্ব নিয়েই এসেছিলেন।

আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে যখন মানব সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল মানুষে মানুষে মারামারি কাটা কাটি যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল এমনকি জীবন্ত কন্যাকে কবর দিত। মদ জুয়ার বাহাদুরী ছিল। সকল কুকর্মে মানুষ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তখন মহান আল্লাহ্তাআলা নিজ রহমতের দ্বার খুলে দিয়ে এক মহান ব্যক্তিকে আবির্ভূত করলেন ধরাধামে। তিনি ছিলেন মানব শ্রেষ্ঠ কায়েনাতে নবী শ্রেষ্ঠ নবীকুল শিরোমণি সিরাজুম মুনীর রহমাতুল্লিল আলামীন আরাবী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। তাঁর (সঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্তাআলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন- **ওয়ামা আসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিলআলামীন** অর্থাৎ বিশ্বের সকল মানবের জন্যই আমি তোমাকে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি (সূরা আম্বিয়া ঃ ২০৮)।

এ ছাড়া হাদীসে কুদ্সীতে বলা হয়েছে **"লাও লাকালামা খালাকতুল আফলাক"** অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা বলেন "আমি তোমাকে [মুহাম্মদকে (সঃ)] সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" এমন মহা পুরুষের আবির্ভাবে দুনিয়ায় আল্লাহ্তাআলার যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য তা সফল হয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন মানব খোদাকে দেখতে পায় না; তবে খোদা লাভে তিনিই (মুহাম্মদ-(সঃ) দর্পণস্বরূপ। যুগে যুগে তো একই ধর্ম-ইসলাম ছিল **'ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম'** তবে মহান আল্লাহ্তাআলা মহানবীর (সঃ) মাধ্যমে ইসলামের শান্তিনিকেতন গড়লেন। যে শান্তিনিকেতনে এসে মানুষ আল্লাহ্কে লাভ করতে পারে কিন্তু পরিতাপের বিষয় সময়ের আবর্তনে মানুষ সে সত্যকে ভুলে আবার নৈতিক অবক্ষয়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

মহান আল্লাহ্তাআলা তাই কুরআন মাজীদের মধ্যে আখেরী যুগে পতনোন্মুখ মানুষের উদ্ধার কল্পে মহা নবীর (সঃ) বুরুজ হয়ে এক ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন (সূরা জুমুআ)। যিনি ইসলামের অধঃপতনের যুগে আবির্ভূত হয়ে ইসলাম তরীর হাল ধরবেন এবং পতনোন্মুখ ইসলামের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ইসলামের পুনঃ বিজয় সুনিশ্চিত করবেন। যেহেতু আল্লাহ্তাআলার বাণী আল কুরআনের হেফাযতের কথা আল্লাহ্ নিজেই করবেন বলেছেন, যেমন **'ইন্না নাহনু নায্যালনায্ যিক্রা ওয়াইন্না লাহু লা হাফিযুন।"** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা এ যিক্র অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার হেফাযতকারী (সূরা হিজর- ১০)। অতএব মানুষের দাবী অলীক কল্পনা-প্রসূত। অথচ মানুষ দাবী করছে যে, আমরাই কুরআন ও নবুওয়তের হেদায়াতকারী অথচ আল্লাহ্তাআলা নিজ দায়িত্বে উহার হেফাযতকারী। উহা কীরূপে? এ সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেন- **ইয়া বনী আদামা ইম্মা ইয়াতি ইয়ান্নাকুম রুসূলুম মিনকুম ইয়া কুচ্ছুনা আলায়কুম আয়াতি, ফামানিত্তাকা ওয়া আসালাহা ফালা খওফুন আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানূন** অর্থাৎ "হে আদম সন্তান! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে রসূলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় তখন যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৬)।

অতঃপর রসূল (সঃ) বলেছেন, **ইউশিকু মান আশা আইয়ালকা ঈসা ইবনু মারইয়ামা ইমামা মাহ্দীয়ান ওয়া হাকামান আদলান ফা ইয়াকসিরুস্ সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনজীরা ওয়া ইয়াজাউল হারব** অর্থাৎ "তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্দী এবং ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারীরূপে এবং তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শূকর (বজ্জবান) নিধন করিবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করিবেন (অর্থাৎ তরবারীর যুদ্ধ)" (হাদীস মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ২ পৃঃ ৪১১)।

এখানে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, যেহেতু কুরআন শরীফের সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত যে, হযরত নবী করীম (সঃ)-এর পূর্বেকার সকল নবী আম্বিয়াগণের (আঃ) মৃত্যু হয়েছে। তাহাদের (আঃ) কেউ জীবিত নেই। অতএব নবী করীমের (সঃ) পরে যে ঈসার (আঃ) নাযেল হওয়ার কথা হাদীসে রয়েছে তা এই উম্মতের মধ্য হতেই ঈসা (আঃ) সদৃশ এক ব্যক্তির আবির্ভাবের রূপক বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদীসে ইহাও উল্লেখ আছে। লাল মাহ্দীও ইল্লা ঈসা ইবনু মাইয়ামা (ইবনে মাজা) অর্থাৎ ঈসা ব্যতিরেকে কোন মাহ্দী নেই। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, আখেরী যমানায় যিনি আবির্ভূত হবেন তিনি মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হবেন।

সুতরাং আখেরী যুগে যখন ইসলামের উপর দুর্যোগ নেমে আসবে তখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাবের মাধ্যমে ইসলামের পুনঃ জাগরণ হবে আর তিনি ১৪শ'

হিজরী সনের প্রারম্ভেই আবির্ভূত হবেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে (হুজাজুল কিরামা গ্রন্থে)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন, যা সত্য খলীফার যুগ ছিল মাত্র ৩৬ বছরেই তা শেষ হয়ে ধর্ম জগতে অন্ধকার নেমে আসে এবং রাজতন্ত্রের মাধ্যমে উমাইয়া ও আব্বাসীয়রা দীর্ঘ সময়ে শুধু ইসলামের নামে মাত্র শাসন কার্য চালায়। কিন্তু মহা নবীর (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীর শীরভাগে এক বা একাধিক মুজাদ্দেদীনের দ্বারা ধর্ম কার্য চালিত হতে থাকবে বলে উল্লেখ আছে (আবূ দাউদ ২য় খন্ড)। মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খাঁ রচিত হুজাজুল কিরামা গ্রন্থে উহার একটি তালিকাও রয়েছে। উক্ত তালিকায় তেরশ' হিজরীর যিনি মুজাদ্দিদ তিনি হলেন সৈয়্যদ আহমদ বেরেলভী (সঃ) সুতরাং চৌদ্দশ' হিজরীর যিনি মুজাদ্দিদ হবেন তিনি কে ? তিনি হবেন মুজাদ্দিদে আযম আর তিনিই হবেন খলীফাতুল্লাহিল মাহ্দী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। আশ্চর্যের বিষয় আজকাল অনেক ভন্ড মৌলভী পীর পুরোহিত ধর্মীয় গুরু সেজে নিজেদের খলীফা হিসেবে জাহির করে ব্যবসা লুফে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের দাবী দাওয়ার কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অথচ ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামকে টুকরো টুকরো করছে। তাই মহানবী (সঃ) আখেরী যুগের এহেন লোকদের নিকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আফসোস শত আফসোস এহেন মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য! মহানবী (সঃ) যুগ -ইমামের হাতে বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অবক্ষয়মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা উক্ত নির্দেশকে অমান্য করবে তারা জাহেলিয়তে তথা অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে (হাদীস মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)। সুতরাং নবী আকরম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ভারত বর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশে গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বাটালা তহশীলের কাদিয়ান নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি ঐশী নির্দেশে ১৩০৬ হিজরী ১৮৯১ সনে নিজেকে এযুগের ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে দাবী করেন। অবশ্য ইতোমধ্যে অনেক ভন্ড ইমাম মাহ্‌দীও দাবী করেছেন তবে তাঁদের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কিন্তু হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১১২ বছর পূর্বে দাবী করেছিলেন এবং বয়াতের মাধ্যমে এক ঐশী জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই জামাতের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে চলেছে। বর্তমান ১৭০টি দেশে জামাত কায়েম হয়েছে। সে দিন আর দূরে নয় আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সারা পৃথিবীতে এ জামাত কায়েম হবে, ইনশাল্লাহ্‌। প্রত্যেক বছরে কোটি কোটি লোক (গত বছরে ৪ কোটি ২০ লক্ষের উপরে) বয়াত হয়ে দাখিল হচ্ছে। জামাতের একজন যুগ-খলীফা তথা যুগ-ইমাম রয়েছেন দেশে দেশে আমীর রয়েছেন। খলীফার নির্দেশে সকল দেশের জামাত একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। জামাতের নেযামে বায়তুল মাল রয়েছে। জামাতের মোবাল্লেগ, মোয়াল্লেম ও প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। জামাতের একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে MTA (মুসলিম টিভি আহমদীয়া) রয়েছে। এর মাধ্যমে অহোরাত্র জামাতের ধর্মীয় প্রচার কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে এ জামাতের দ্বারাই ইসলামের পুনর্বিজয় সূচিত হচ্ছে। এ পুনঃ বিজয়ের পতাকাতলে সকলের সমবেত হয়ে ইসলামের খেদমত করা একান্তভাবে কাম্য। আমাদের সকলেরই উচিত জামাতে যোগদান করে খেদমতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের আনন্দ ও সফলতা উপভোগ করা। আসুন আমরা এ জামাতে যোগদান করে ইসলামের খেদমতে শরীক হই। আল্লাহ্‌ আমাদের তৌফীক দান করুন।

– মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

রাবওয়ার প্রতিচ্ছবি বাংলার বুকে

১৯৪৭ সন। দেশ বিভাগের সময়। এ পাড়ের লোক ওপাড়ে। বাস্তবতার মুখে অনুভূতির প্রকাশকে পাথরে চাপা রেখে হিজরত। ধর্মীয় অনুভূতি প্রাধান্য পেতে থাকে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। কোর্টের রেজিষ্ট্রার হিসাবে কর্মরত তিনি। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে জামাত প্রতিষ্ঠা হয় আহমদনগরে। মহানবী (সঃ)-এর গোলাম ও মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পবিত্র নামানুযায়ী তিনি এ এলাকার নামকরণ করেন আহমদনগর। রাবওয়া শহরের আদলে তিনি গড়ে তোলেন এই আহমদনগর। একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে যেমন জামাতে আহমদীয়ার তৎকালীন ইমাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ ফযলে ওমর (রাঃ) গড়ে তুলেছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অস্থায়ী কেন্দ্র ঠিক তেমনি এক বিরান ভূমিতে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব গড়ে তোলার প্রয়াস পান স্বপ্ন নগরী আহমদনগর। রাবওয়ার পাশ দিয়ে যেমন বয়ে গেছে চেনাব নদী তেমনি আহমদনগরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা করতোয়া নদী। ভারতের উজানে হিমালয় থেকে উৎপন্ন করতোয়া বিধৌত করেছে আহমদনগরের ভূমিকে। একইভাবে আধ্যাত্মিক উজানে উৎপন্ন খোদার (হিমালয় থেকে অত্যুচ্চ শান ও মাকাম) থেকে নিঃসৃত দয়া এ এলাকার মানুষকে খোদা প্রেমে আরো উজ্জীবিত করে। এই পলল থেকে উৎপন্ন হবে মানুষের হৃদয়ে শস্য যা কেবলমাত্র খোদাপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর এক নযমে বলেছিলেন –

তারিফ কে কাবিল হ্যা
ইয়া রাব্ তেরে দিওয়ানে
আবাদ হুয়ে জিনছে
দুনিয়া কে হ্যা বিরানে
ফারজানোনে দুনিয়া কে
শেহরো কো ওজারাহে
আবাদ করেঙ্গে আব
দিওয়ানে ইয়ে বিরানে

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী - ত্যাগ ও আত্মাহুতি ব্যতিরেকে কোন জাতি বা কোন গোষ্ঠি কোনভাবেই উন্নতি লাভ করতে পারে না। হোক তা ধর্মীয় হোক তা রাজনৈতিক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ এলাকায় এসে আহমদীরা বসতি স্থাপন করে এবং এতদঞ্চলে প্রাণের সঞ্চার হয়।

গত ২৭ ও ২৮শে এপ্রিল' ২০০১ রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৯তম সালানা জলসা। আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ কৃপায় সে জলসায় খাকসারের যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। ২৬শে এপ্রিল শুরু হ'ল আমাদের যাত্রা সড়ক পথে। উত্তর বঙ্গ দেখার বাকী ছিল। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তা-ও পূর্ণ হতে চলেছে। পথিমধ্যে যোহর ও আসর

নামায জমা ও কসর আদায় করা হ'ল। পথিমধ্যে বগুড়া এমিকনে যাত্রা বিরতি করলাম।

পথিমধ্যে সৈয়দপুর মাগরিব ও ইশার নামায পড়লাম। এরপর রাত ১০.৩০ টায় এসে পৌছলাম বাংলার রাবওয়া আহমদনগরে। এখানে পৌছেই উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব সহ নুরুদ্দীন মামা, মোয়াল্লেম সাহেব ও স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ আমাদেরকে বরণ করে নেয় আন্তরিকভাবে। রাতের খাবার শেষ করলাম। নুরুদ্দীন মামা নিজে আমাদেরকে খাওয়ালেন। এরপর জলসাগাহে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করতে করতে যখন রাত ১১.৩০ টা তখন জামাতের গাড়ী এসে পৌছল আহমদনগরে। এতে সেক্রেটারী ওসীয়্যত, জেনারেল সেক্রেটারী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, MTA-এর দু'জন কর্মী, খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতামীম মাল, ও রবিউল আসে। রাতে মসজিদের আশ পাশ দেখলাম। খুবই মনোমুগ্ধকর এলাকা। হিমেল হাওয়ায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ঢাকায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এত কষ্ট হয়। মসজিদ গেটের উল্টো দিকেই রয়েছে মরহুম মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের বাড়ী। তার সংলগ্ন পূর্ব পাশে মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেবের বাড়ী। আর একটু দূরে পশ্চিমে রয়েছে মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের বাড়ী। আর মসজিদ কমপ্লেক্সের লাগোয়া পূর্ব দিকে মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়ী। তিনি এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সুপুত্র। এই আহমদনগরে ৪ জন সদর মুরব্বী বাড়ী করেছেন। এখানকার মাইলের পর মাইল আহমদী বসতি। দিনাজপুরের ইতিহাস গ্রন্থে এই কথা বিবৃত হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মিলনমেলা জলসা সালানা যা নিকটে এনে দেয় সবাইকে, গ্রথিত করে একই সূত্রে তারই ধারাবাহিকতার ১৯তম বর্ষ আজ। এই সেই জলসা যে জলসার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল স্বয়ং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে। আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ দেশান্তরে গ্রাম গ্রামান্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

২৭শে এপ্রিল, ২০০১। রোজ শুক্রবার। ফজরের নামায আদায় করে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সহ হাঁটতে বেরুই। আহমদনগরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা করতোয়া নদী দেখে সত্যিই বিমুগ্ধ হলাম। হতবাক হলাম যে, প্রকৃতির এত সুন্দর লীলাভূমি এত নিকটে। কুলুকুল ধ্বনি, বাতাসের উড়ন্ত প্রক্ষেপণ, বাঁধানো নদীর পাড় সবই আমাদেরকে নিয়ে গেল মুহূর্তেই এক অচেনা গন্তব্যে। পরিষ্কার নির্মল বায়ু আর নদীর অপরূপ বাঁক খাওয়ানো দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। পরে আমি যখনই সময় পেয়েছি এসেছি নদীরটির ধারে। মনে হয়েছে এখানে একটি বাড়ী থাকলে অবকাশ কাটতো সুন্দর।

২৭ তারিখ সকালের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা সবাই যোগ দিলাম লাজনাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে। প্রথমে এই অধিবেশন বাতিল করলেও লাজনাদের উপস্থিতি ও আগ্রহ দেখে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জলসার আগেই তাদেরকে সময় দেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন করার অনুমতি দেন।

এই অধিবেশন শেষ হলে পরে MTA-এর জন্যে একটি অনুষ্ঠান করি। বিষয়-বস্তু ছিল জলসা সালানার প্রস্তুতি সম্পর্কে। এরপর আমরা জুমুআর জন্য প্রস্তুতি নিই। নামায পরিচালনা করেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। নামাযের পর ক্ষণিকের বিরতি দিয়েই শুরু হয় প্রাণের উৎসব, আধ্যাত্মিক ঝরনাধারায় স্নাত হবার আয়োজন জলসা সালানা -২০০১। তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় জলসা। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অধিবেশন চলে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত। খাকসারকেও এটি নযম গাইবার সুযোগ দেয়া হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেব গুরুত্বপূর্ণ নসীহতমূলক ভাষণ রাখেন। অধিবেশন শেষে মাগরিব ও ইশার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মসজিদে মোহতরম নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, এবং জেনারেল সেক্রেটারী মহোদয়গণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও মজলিসে শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন পরিচালনা করেন। এবং জলসাগাহে তবলীগী প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে সুন্দর লাগলো যে জিনিষটা তা হ'ল কোন একটা লোকও অধিবেশন ছেড়ে চলে যায় নি বা এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করে নি। সবাই বসে নিবিষ্টচিত্তে অধিবেশন শুনছিল।

২৮শে এপ্রিল, ২০০১ রোজ শনিবার। সকালে শুরু হয় সমাপনী অধিবেশন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি জলসার সমাপ্তি করেন। এরপর করতোয়া নদীর তীরে MTA-এর জন্য নাম রেকর্ড করাই। পরে একটি হালকায় যাই যার নাম শালসিঁড়ি। শালসিঁড়িতে গিয়ে এত ভাল লাগলো যে, তা বলে বোঝানোর মত নয়। প্রথমতঃ শালসিঁড়িতে নজরকাড়া মনহরা দৃষ্টি সম্মোহনী দৃশ্য আমাদেরকে স্বাগত জানালো অকপটভাবে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মত অপরূপ হৃদয়গুলো এ হালকার লোকগুলোর। ন্যাশনাল আমীর সাহেব প্রথমতঃ এখানকার মসজিদ কমপ্লেক্স ঘুরে ঘুরে দেখেন। কোথায় কীভাবে কি কাজ করানো যায় তার দিক নির্দেশনা দিলেন। এরপর এক সংক্ষিপ্ত সভা করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে ১০০ শতক জায়গা চাই। একজন লোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "আমীর সাহেব, আমার জায়গাটুকু নিয়ে নিন। মসজিদ সংলগ্ন একটি বসত বাড়ী। তার উত্তরদিকে ঐ লোকটির ১০০শতক জায়গা। আমীর সাহেব বললেন মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব দিকের বসত বাড়ীটি এয়োজ বদল করে ঐ ১০০ শতক নিয়ে যেতে আর মসজিদ সংলগ্ন বাড়িটি মসজিদকে দিয়ে দিতে। এখানকার লোকদের-হৃদয় দেখে ভাবলাম সত্যিই **'ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকূন'** এর বাস্তব প্রতিফলন একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত দেখাতে পারে। শালসিঁড়িতে হালকা চা নাস্তা সেরে আমরা আবার চলে আসি। মসজিদ কমপ্লেক্সে ফিরে রাতের অনেকক্ষণ পর্যন্ত নদীর ধারে বসেছিলাম আর চাঁদ দেখে মনে করছিলাম মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেই নাজম,

"চান্দ কো কাল দেখকার ম্যা শখ্ত বেকাল হোগিয়া
কিউকেহ্ থা কুছ কুছ নিশাঁ উসমে জামালে ইয়ার কা"।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্র সে নযমের দু'টি লাইনও বার বার পড়ছিলাম

"তুম চান্দনি রাতোঁমে মেরে পাছ্ রেহে হো
তুমছেহি মেরি নকরায়ী ছুবহোমে লিয়াহে"

২৯শে এপ্রিল, ২০০১ রোজ রবিবার সকালে ফযল ভাইয়ের অনুরোধে তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের কবর যিয়ারত করি। সেই সাথে আহমদনগরের বিভিন্ন আহমদী ভাইদের কবর যিয়ারত করি। দোয়া করি, 'হে আল্লাহ্! নেকে ও পুণ্যে সিক্ত এই লোকদের সাথে আমাদেরকে পরকালে মিলিত করে দিও।' অতপর মরহুম মৌলভী

মোহাম্মদ সাহেবের কবর যিয়ারত করি। দোয়া করছি- "তার স্বপ্নের রাবওয়া আহমদনগর যেন ঠিক তেমনি হয়। আর তাঁদের অঙ্গুলি হেলনে যেরূপ জোয়ার আসত আমরাও যেন আহমদীয়তের জন্য তদ্রূপ কিছু করে যেতে পারি। আসার প্রাক্কালে আবার জামাতীভাবে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নেতৃত্বে মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের কবর যিয়ারত করি। পরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। ৯.৩০ নাগাদ ঢাকায় পৌছাই। ঢাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে এসে পৌছালাম। খোদার অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমার উত্তরবঙ্গ দেখার সাধ মিটিয়েছেন, সেই সাথে বাংলাদেশের একটি বিরাট জামাত দেখার ও অনেক কিছু শেখার তৌফীক দিয়েছেন।

এই জামাতে শীঘ্রই ইমারত কায়েম হোক কায়মনোবাক্যে পরম বিধাতা অপার অনুগ্রহশীল খোদার দরবারে এই দোয়াই করি।

হৃদয় নদীর তীরে নোঙ্গর করেছে
ঐশী সেনাসদর,
করুণা যাচি খোদার কাছে
এসে আহমদনগর
বাংলার বুকে রাবওয়ার ছবি
জামাত মুহাজেরীনের
সপ্তরঙ্গে রাঙাল মোদের
হৃদয় মিনারের।
খোদার ছবি ভেসে উঠে
সত্যি বান্দাদের
আমলে পুণ্যে নেকে যাঁরা
অগ্রপথিক আমাদের।

- মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবিব (জয়)

সকল উপাসনালয়ের প্রতি সম্মান

ইসলাম ঐ প্রথম ধর্ম যে অপর ধর্মের উপাসনালয়কে নষ্ট করা বা ধ্বংস করা থেকে বিরত রেখেছে, তার সম্মান রক্ষা করার উপর জোর দিয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতখানায় যেতে নিষেধ করে অথচ সেখানে খোদার ইবাদত করা হয়, তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তার থেকে বড় জালিম আর কে হতে পারে? (বাকারা ঃ ১১৫)। এই দৃষ্টান্তহীন শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। যে কেউ উপাসনালয় ব্যবহার করতে পারে। যদি অপর কোন মাজহাবের লোক তার নিয়মে, তৌহীদের বিরুদ্ধে না হয় তাহলে মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাহলে ইসলাম তাতে বাধা দেয় না। এই সোনালী নিয়ম যদি শিক্ষা দিতে হয় তবে তা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দিয়েছেন।

এক সময় নাযরানের খৃষ্টানগণ মদীনা শরীফে এসেছিলেন। সেই সময় হযরত নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে মসজিদে নবুবীতে তাঁদের ইবাদত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিয়ম অনুসারে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ইবাদত করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, সাকীফের একদল যখন হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এসেছিলেন (এরা ছিল মুশরিক) হযরত নবী করীম (সঃ) তাঁদের জন্য তাবু বানিয়ে দিয়েছিলেন। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এরা তো মুশরিক, এরা নাপাক। নবীজি বললেন, খোদার জমীন মানুষদের প্রবেশের কারণে নাপাক হয় না বরং অন্তরের দিক থেকে নাপাক হয়। সুতরাং ইসলামের উদারতার শিক্ষা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, বিজয়ী মুসলমানগণ যখন যে দেশে গিয়েছেন, সেই দেশের উপাসনাগৃহগুলিকে সম্মান দিয়েছেন এবং রক্ষা করেছেন। পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানগণ প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে গিয়েছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভোলে নি। অনেকে তাদের দুর্নাম করতেও ছাড়ে নি। স্যার যদুনাথ সরকার ইতিহাসে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লিখেছেন, বেনারসের মন্দিরসমূহ এবং তার পন্ডিত পুরোহিতকে আওরঙ্গজেব বাদশাহ্ জায়গীর দান করেছিলেন। সে ইতিহাস এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। কোন ঐতিহাসিক তা খন্ডন করতে সক্ষম হয় নি (ইসলাম আওর রাওয়াদারী, খন্ড-১)।

এক ইংরেজ কর্ণেল জেম্ বেকার মুসলমানদের ধর্মীয় উদারতার পর্যবেক্ষণ করার পরে একটা কাহিনী লিখেছেন।

জর্জ ব্রেনিকোষ নামক এক ব্যক্তি, গ্রীক গীর্জার অধীনে ছিলেন। হেনাউস নামক এক রোমান ক্যাথলিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি আপনি কৃতকার্য হন, তাহলে কী করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এখানকার সমস্ত লোককে আদেশ দেব যে, উহাদিগকে জবরদস্তি রোমান ক্যাথলিক বানাও, তারপর ব্রেনিকোচ মুসলিম সম্রাটের (তুর্কী) কাছে গেলেন এবং তাকে উক্ত প্রশ্ন রাখলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক মসজিদের কাছাকাছি একটা করে গীর্জা বানিয়ে দেব এবং অনুমতি দেব তোমাদের খুশিমত মসজিদ অথবা গীর্জায় খোদার গুণকীর্তন করতে পারো। যখন তিনি এই কথা শুনলেন তখন সম্রাটের কথা বেশী পসন্দ করেছিলেন (তুর্কী ইন ইউরোপ পৃষ্ঠা-২৮৯)।

অথচ আজকের যুগে ইসলাম নামধারী ও লেবাসধারী মুসলমানদের আচরণ দেখুন। তাদের কবল থেকে আল্লাহ্‌র উপাসনালয় দূরের কথা ফুটপাতের নিরীহ মানুষও রেহাই পাচ্ছে না। তারা নারায়ে তকবীর বলে ইসলামী জিহাদের বাহানায় গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরাই আফগানিস্তানের বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরকে ধ্বংসস্থলে পরিণত করেছে। এরাই ১৯৯২ সালের অক্টোবরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল, পুড়িয়েছিল ৩০ কপি কুরআন মজীদ, যার ছায়াতলে আসার জন্য তারা মানুষকে আহ্বান জানায়। এরা খুলনার আহমদীয়া মসজিদেও একইভাবে ভাংচুর ও কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে ছিল। এরা নাসেরাবাদ, রাজশাহী প্রভৃতি জামাতের মসজিদকে ধ্বংস লীলায় পরিণত করেছে। এরাই ১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবরে খুলনার আহমদীয়া মসজিদে জুমুআ নামাযরত ৭ মুসল্লীর বোমার মাধ্যমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশে পরিণত করেছে। এদের দ্বারা কখনও কোন উপাসনালয় রক্ষা পেতে পারে না। এরা মসজিদে পুলিশ জবাই করতে পারে। এদের হাত থেকে গীর্জাও রক্ষা পায় না। ওরা ভালবাসার নামে রক্তপাত ঘটায়।

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগের লোকদের উপাসনালয়ের প্রতি স্মরণ করুন আর এ যুগের লোকের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করুন। ব্যবধান কত বিশাল!

অতএব সেই প্রথম যুগের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) পুনরায় বিশ্ববাসীকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সত্যিকার ইসলাম কী। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় ইহুদী, খ্রীষ্টানদের পাশাপাশি আহমদীদের মসজিদে দিনরাত খোদাতাআলার ইবাদত বন্দেগী চলছে। সম্মান করছে অন্যান্য উপাসনালয়ের প্রতি যা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যুগেই প্রচলিত ছিল।

- এফ. এম. ইনশান আলী

চট্টগ্রামে খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আয়োজন

গত শুক্রবার ২৫/৫/২০০১ইং বাদ মাগরিব খেলাফত দিবসের আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর আসরের আয়োজন করা হয়। এতে গয়ের আহমদী আমন্ত্রিত অতিথি এসেছিলো ৪৬ জন। তবে সবাই ভালভাবে আহমদীয়ত বুঝেছেন ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে গিয়েছেন। অদ্য চট্টগ্রামের দৈনিক **"পূর্বকোণ"** ও দৈনিক **"বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ"** পত্রিকায় ঐ অনুষ্ঠানের সংবাদ ও ছবি এসেছে।

- মোবাশ্বেরুর রহমান
আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান

আহমদী মুসলিম জামাতের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান

২৫ মে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে আলোচনা সভার প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সংগঠনের আমীর মোবাশ্বের উর রহমান বলেন, বর্তমানে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত, বিশ্ব পরিস্থিতিতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষা পারে মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে। মসজিদ বায়তুল বাসেত চকবাজারে অনুষ্ঠিত এ প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক আগ্রহী শ্রোতাদের উপস্থিতিতে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের আমীর জনাব মোবাশ্বের-উর-রহমান এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীকে এ অনুষ্ঠানে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মৌলবাদের স্বরূপ এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে মোল্লাদের শিক্ষার পার্থক্য আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি ও শিক্ষা এবং প্রকৃত ইসলামের সংজ্ঞা ও হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। খবর বিজ্ঞপ্তি।

সৌজন্যে ঃ

দৈনিক
বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ
২৭ মে রবিবার ২০০১

'হযরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শই পারে মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে'

গত ২৫ মে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে আয়োজত আলোচনা সভার প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মোবাশ্বের উর রহমান বলেন, বর্তমান ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শই পারে মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে। 'মসজিদ বায়তুল বাসেত' চকবাজারে অনুষ্ঠিত এ প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক আগ্রহী শ্রোতাদের উপস্থিতিতে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের আমীর মোবাশ্বের-উর-রহমান এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

এ অনুষ্ঠানে বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মৌলবাদের স্বরূপ এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে মোল্লাদের শিক্ষার পার্থক্য, আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি ও শিক্ষা এবং প্রকৃত ইসলামের সংজ্ঞা ও হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। এর আগে এমটিএ'র (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) মাধ্যমে সরাসরি লন্ডন হতে সম্প্রচারিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত তাহের আহমদের জুমার খোৎবা শ্রোতাদেরকে দেখানো হয়। খবর বিজ্ঞপ্তির।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক পূর্বকোণ
২৭ মে, ২০০১

সারা বাংলাদেশে যথারীতি উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাব গাম্ভীর্য পরিবেশে মহান খেলাফত দিবসের সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত ঃ

২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিন কুরআন ও মহানবী (সঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন হাজীউল হারামাঈন হাফিয হযরত মাওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)। বর্তমানে এ খেলাফতে চতুর্থ পর্যায়ে চলছে। খেলাফতের গুরুত্ব, তাৎপর্য, এর কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করে এদিন সভা-সমাবেশের আয়োজন করে নতুন প্রজন্ম ও নও মুবায়েঈনদের নিকট খেলাফতের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে এর খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, চট্টগ্রাম সুন্দরবন, নারায়ণগঞ্জ, তারুয়া, আহমদনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাকদান (কৃষ্ণনগর হালকা), তেবাড়িয়া, বগুড়া, হোসনাবাদ, হোসনাবাদ - (বানিয়াজান হালকা), গাজীপুর, শৈলমারী, মাহিগঞ্জ, তাহেরাবাদ, খুলনা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্- ঢাকা, লাজনা ইমাইল্লাহ্-ঢাকা ও খুলনা, নাসেরাবাদ-ভবানীপুর হালকা, কুমিল্লা, ঘাটুরা, জামালপুর, বকশীগঞ্জ, নিউ সোনাতলা, ছোনটিয়া ও উথলী। এখনও খবর আসা অব্যাহত আছে।

- আহমদী বার্তা

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে কখনো সহ্য করা উচিত নয় ঃ অধ্যাপক দানী

পাকিস্তানের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আহমেদ হাসান দানী বলেছেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে কখনো সহ্য করা উচিত নয়। কারণ তা এ অঞ্চলে মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করে। গতকাল শুক্রবার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে সমন্বিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনের প্রথম দিনের দ্বিতীয় কর্মঅধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অধ্যাপক দানী বলেন, আমি মোটেও ধর্মের বিরুদ্ধে নই, তবে শান্তিপূর্ণ ধর্মের পক্ষে। ধর্মের নামে সাম্প্রতিক তালেবানি বর্বরতার কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, পাকিস্তানে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা বৌদ্ধমূর্তি ভাঙার ঘটনাকে সমর্থন করেন না। অধ্যাপক দানী বলেন, ইসলাম কখনো সভ্যতা ধ্বংসের ঘটনাকে সমর্থন করে না।

মৌলবাদ ও ধর্ম শীর্ষক এই অধিবেশনে মূল বক্তব্য রাখেন ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ মওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খান। তিনি বলেন, শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম কখনো মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ভারতের অধ্যাপক মুশুরুল হাসান, অধ্যাপক রিয়াজ পাঞ্জাবি, শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার কর্মী ড. সুনীল আর্নেস্ট বিজেসিরিবর্ধন, নেপালি সাংবাদিক সুরেশ আচারিয়া ও বাংলাদেশের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা আবদুল আউয়াল, ফজলে হাসান আবেদ, ভদন্ত সুমঙ্গল মহাথেরো প্রমুখ।

১৫তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

❑ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবন গত ২৮ ও ২৯শে মে, ২০০১ তারিখে ১৫তম বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করে। উক্ত ইজতেমায় ১০৯ জন খোদ্দাম ও ১১৩ জন আতফাল যোগদান করে। খোদ্দাম ক, খ এবং আতফাল ক, খ, গ, ঘ মোট ৬টি গ্রুপের মধ্যে ৪২টি প্রতিযোগিতা করানো হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আযান, বক্তৃতা, স্মৃতিশক্তি, পয়গাম রেসানী, দীনিমালুমাত, বিশেষ সাক্ষাতকার, গুলাইল, মোরগ লড়াই, অন্ধের হাড়ি ভাঙা, সাঁতার, শর্ট পুট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুইদিন প্রতিযোগিতার শেষে প্রত্যেক বিষয়ে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে এবং বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করা হয়। স্থানীয় আমীর জিএম মতিউর রহমান, মোয়াল্লেম, এনামুল হক রনী ও আব্দুল ওয়াদুদ, জেলা কায়েদ জিএম শাব্বীর আহমদ ও কায়েদ এস. এম. রবিউল ইসলাম সহ ৯জন স্থানীয় বুযূর্গ ব্যক্তি শ্রম, মেধা, এবং দোয়া দ্বারা অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন।

- এস. এস তারিকুল ইসলাম
নায়েম ইশায়াত
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবন

শুভ বিবাহ

গত ০৯/০৩/২০০১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদনগর মসজিদে ঝালকাঠী জেলার নলছিটি থানাধীন, মোল্লার হাট ইউনিয়নের আমতলী গ্রামের মরহুম মাষ্টার মোতাহার সিকদার সাহেবের ছেলে মৌলভী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণরত মোয়াল্লেম এর সাথে পঞ্চগড় জেলাধীন আহমদনগর (শালশিঁরী) গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল হানিফ মিয়ার বড় মেয়ে মোসাম্মৎ নুরে জান্নাত (রুবলের) ২৪,৯৯৯/= (চব্বিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানা ধার্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিবাহের এলান করেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

উক্ত বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- আব্দুল কাদির ভূইয়া,
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

৯ম বার্ষিক আতফাল দিবস পালিত

গত ২৬শে মে, ২০০১ইং রোজ শনিবার মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া খুলনা ৯ম বার্ষিক আতফাল দিবস পালন করে। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মজলিসের ১০ জন তিফল অংশ গ্রহণ করে। মোহতরম রিজিওনাল কায়েদ সাহেব দিবসের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। মুরব্বী আতফাল ও স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম সাহেব সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

এবারের আতফাল দিবসে মোট ৬টি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে মোয়াল্লেম সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। সবশেষে আহাদনামা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

– সাইদুর রহমান
নাযেম আতফাল, খুলনা

আতফাল দিবস ২০০১

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া সুন্দরবন গত ২৮/৫/২০০১ তারিখে আতফাল দিবস পালন করে। বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের পর ফজর নামায শেষে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসের উদ্বোধন করা হয়। এতে মোট ১১৭ জন আতফাল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

– এস. এস তারিকুল ইসলাম
নাযেম ইশায়াত
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবন

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (ঢাকা মহানগরী শাখা) পরিচালিত "জয়নাল স্মৃতি বৃত্তি পরীক্ষা"- ২০০০ ইং লাল মাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধীন ৭ম শ্রেণী থেকে আমি এ বৎসর বৃত্তি লাভ করেছি, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। গত ১৪ই জুন, ২০০১ ইং তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (TSC) মিলনায়তনে এই বৃত্তি ও সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাননীয়া পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি ও সনদ পত্র বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, ঐ বৎসর আমি সম্মিলিতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে ৭ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত হই। চলতি বৎসর লাল মাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকার ভিকারুন্নেসা নূন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ লাভ করি।

জামাতের সকল সদস্য-সদস্যার খেদমতে বিনীত দোয়ার আবেদন, ভবিষ্যতে আমি যেন লেখা-পড়ায় আরো ভাল ফলা-ফল লাভ করতে পারি ও খেদমতে দীনের তৌফীক পাই আমীন।

নাজ আফরীন সুলতানা-'নাজ'
পিতাঃ জনাব শফিক আহমদ
বি-৫ এ/এফ -১৯
কাজী নজরুল ইসলাম রোড

এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে

এডিশনাল ওয়াফিলুত্ তবশীর একটি সার্কুলারে জানিয়েছেন, অনবরত গরুর খুরারোগ বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না দেয়ার প্রেক্ষিতে টিলফোর্ড এলাকায় যুক্তরাজ্যের এ বছরের সালানা জলসা করতে অপারগতা জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর সাহেব।

এতদাবস্থাদৃষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) দয়া পরবশ হয়ে জার্মানী জামাতের আমীর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। ফলে এ বছর আন্তর্জাতিক সালানা জলসা জার্মানীর মেনহেইমে ২৪-২৬ আগস্ট, ২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে জার্মানী জামাত থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। এ আন্তর্জাতিক সালানা জলসায়- বর্তমান শতাব্দী তথা নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সালানা জলসায় যারা যোগদান করতে চান তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন এবং জলসার সার্বিক সফলতার জন্যে দোয়া করতে থাকুন।

- আহমদী বার্তা

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অম্বরনগর এর প্রবীণ সদস্য ডঃ আবু তাহের দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিগত ৮/৫/২০০১ ইং রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। তিনি ১৯৬৫ ইং সনে বয়াত করেন এবং মোখালিফাতের কারণে নিজ বাড়ী হাজীপুর হতে স্থানান্তরিত হয়ে চৌমুহনীতে বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর রূহের মাগফিরাত ও পরিবারবর্গকে ঈমান ও সাবরে জামীল দান করেন সেজন্য আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- মোরশেদ আলম চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অম্বরনগর

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

নৈশ ভোজে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে ন্যাশনাল সেক্রেটারীবৃন্দ ও ঢাকা জামাতের আমীরকে দেখা যাচ্ছে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ২৩ তম ন্যাশনাল শূরায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা হাফেজ মোজাফফর আহমদ,নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত সীরাতুন্নবী জলসায় বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আইঃ) প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম জামাত সফর শেষে ঢাকা ফেরার পথে হোটেল কাননের ছাদে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধির সঙ্গে ন্যাশনাল আমীর ও অন্যান্য সফরসঙ্গীবৃন্দ

তারুয়া জামাতে নির্মাণাধীন মোয়াল্লেম কোয়াটার পরিদর্শনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জামাতের সদস্যবৃন্দ

নোয়াখালী থেকে আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের মাঝে তবলীগ করছেন মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী ও মৌঃ আবুল কাশেম

New Vol. No. 63 ❑ 23rd Issue

June 15, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

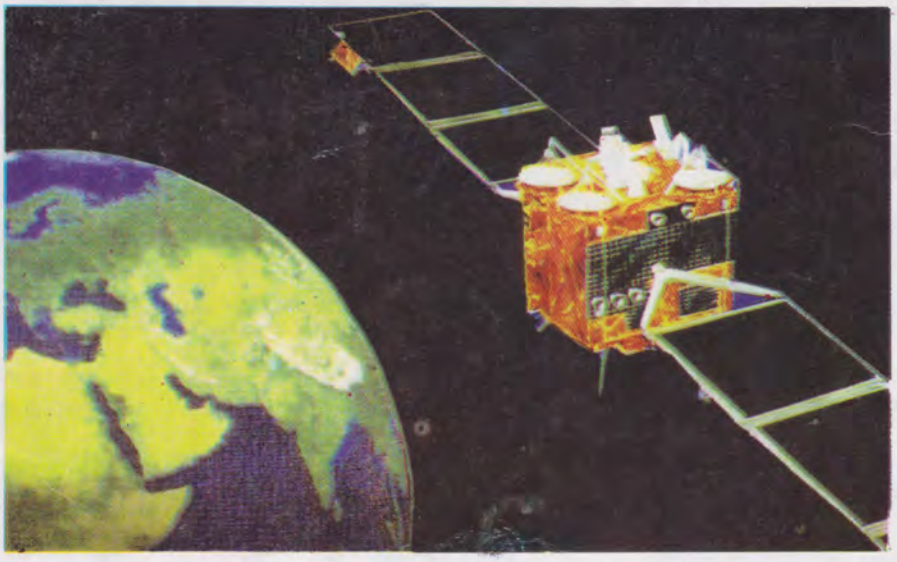

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim MTV AHMADIYYA International

এমটিএ MTA-এর দর্শকদের জন্য সুখবর!

এমটিএ **MTA** আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন প্রযুক্তি আর উৎকর্ষের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এশিয়ার দর্শকদের জন্য গত ১৩ই মার্চ, ২০০১ থেকে এম টি এ ডিজিটাল সম্প্রচার আরম্ভ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌)। এর পাশাপাশি এনালগ সম্প্রচার আগের মতই আগামী কয়েকমাস চালু থাকবে। তাই দর্শকদের কাছে ডিজিটাল সিস্টেমে যাবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। DIGITAL সম্প্রচার ধারণ করতে আপনার কেবল একটি নতুন DIGITAL RECIEVER SET লাগবে। DISH আর LNB অপরিবর্তীত থাকবে। নতুন RECIEVER-এর মূল্য প্রায় এগার হাজার টাকা পড়বে।

আকাশে **এমটিএ**-এর নতুন ঠিকানা ঃ

MTA INTERNATIONAL (DIGITAL)
SATTELLITE : ASIASAT 2
POSITION : 100.5^0 EAST
SYMBOL RATE : 27500
DOWN LINK FREQ : 3660 MHZ
POLARITY : VERTICAL
PID : AUTO & OTHER NOS.
FEC : 3/4

ডিজিটালে দশ ফিট ডিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট ছবি ও শব্দ ধারণ করা যায়। একই FREQUENCY -তে সউদী টিভি চ্যানেল 'ওয়ান' ধরা হয়। সমস্ত কেবল টিভি ব্যবসায়ীরা এই স্যাটেলাইট ধরে থাকেন।

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রতিটি ঘরে এমটিএ-এর সংযোগ নিন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠান মালা দেখুন। পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯ ফ্যাক্স ঃ ৭৩০০৯২৫

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 7300808, 7300849 Fax : 7300925 E-mail : amgb@bol-online.com